







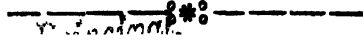




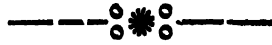
# মহাভারতম্



মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্



## আদিপর্ব



দর্শনাচার্য্য

শ্রীমল্লীকৰ্ঠকৃতয়া ভারতভাবর্দ।-।-

সমাখ্যয়া টীকয়া

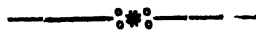
শব্দাচার্য্য-পুরাণশাস্ত্রি-সাংখ্যরত্ন-ব্যাকরণতীর্থ-কাব্যতীর্থ-

স্মৃতিতীর্থোপাধিমতা মহোপদেশকেন

শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-

বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্



কলিকাতা ৪১ সংখ্যকনূরিবক্স্‌হসিদ্ধাস্তবিজ্ঞালয়াং

সিদ্ধাস্তবাগীশেনৈব প্রকাশিতঞ্চ

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে

---

କଳିକାତା ୮୧ ସଂଖ୍ୟକ-ସୂରିବର୍ତ୍ତନ-

ସିଦ୍ଧାନ୍ତସତ୍ତ୍ୱେ

ସହକାରିସମ୍ପାଦକ—ଶ୍ରୀହେମଚନ୍ଦ୍ରଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟେ ମୁଦ୍ରିତମ୍ ।

---

# নিবেদন

কল্পণাময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মহাভারতের আদিপর্ক প্রকাশিত হইল। ইহা আমার  
মৌখিক উক্তিমাত্র নহে, আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস। কেন না, আমি  
পরমেশ্বরের অনুগ্রহমাত্র  
ভরসা।  
দরিদ্র এবং এ পর্য্যন্ত কোন ধনী লোকও আমার সহায় হন নাই।  
সুতরাং বেতন দিয়া কোন উপযুক্ত পণ্ডিত বা কর্মচারী রাখিয়া  
যে প্রয়োজনীয় কার্যের সাহায্য লইব, তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই। অতএব আমার  
অল্পাত্ম গ্রন্থের জায় এ মহাভারতেরও মূল পর্যালোচনা, সুবিবেচিত সম্পূর্ণ মূল লেখা, নূতন  
টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা এবং শেষ প্রফটি সংশোধন করা, এ সমস্তই একমাত্র আমাকেই করিতে  
হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও আমি সুস্থ শরীরে এবং বিনা বিয়ে  
আদিপর্ক প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। তাঁর পর, নিজের অর্থ না থাকায় গ্রাহকমহোদয়গণের  
প্রদত্ত অর্থের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।  
তাহাতে এমন অনেক সময় গিয়াছে, যখন গ্রাহকমহোদয়গণের নিকট হইতেও প্রয়োজনীয়  
অর্থ সংগৃহীত হয় নাই, বা অল্প কোন প্রকারেও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিবার উপায়  
দেখি নাই, উদ্বেগে অধীর হইয়া পড়িয়াছি; তখন অত্যন্তভাবে কোথা হইতে যেন  
প্রয়োজনীয় অর্থ আনিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এইরূপ ঘটনা একমাত্র  
পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত কখনই সম্ভবপর নহে, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে।  
এখন—সেই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের এইরূপ অনুগ্রহই গ্রন্থসমাপ্তিপার্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহাই  
প্রার্থনা।

একটীমাত্র লোকের বহুসংখ্যক পুস্তক পর্যালোচনা করা অত্যন্ত অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন-  
দেশীয় চারিখানি মাত্র পুস্তক আদর্শ লইয়াছি; তাহার  
আদর্শ পুস্তক।  
মধ্যে আমার পিতামহ অধিতীয় পৌরাণিক ৬কালীচন্দ্রবাচস্পতি-  
মহাশয় স্বহস্তে যে পুস্তকখানি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং যে  
পুস্তকখানি অন্যান্য কুড়িবার প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের পাঠকতায় ও ধারকতায় ব্যবহৃত ও পর্যা-  
লোচিত হইয়া গিয়াছে, সেই পুস্তকখানিই আমার প্রধান আদর্শ; তন্নিম্ন দাক্ষিণাত্য কুন্তলোণ  
হইতে প্রকাশিত পুস্তক, পণ্ডিতশ্রবর ৬কালীবরবেদান্তবাগীশমহাশয়সম্পাদিত পুস্তক এবং  
বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তক, এই তিনখানি পুস্তকও আদর্শরূপে সর্বদা ব্যবহৃত  
হইয়া থাকে। এই চারিখানি পুস্তক পর্যালোচনা করার পরেও যখন যখন সন্দেহ থাকিয়া  
যায়, তখন তখনই বর্ধমান-মহারাজের প্রকাশিত পুস্তক এবং সোসাইটী হইতে প্রকাশিত  
পুস্তকপ্রভৃতিও পর্যালোচনা করা হইয়া থাকে। উক্ত চারিখানি পুস্তকের মধ্যে দাক্ষিণাত্য-  
পুস্তকে খণ্ডিপরিগণিত অপেক্ষা অধ্যায় ও শ্লোক উভয়ই অধিক; অপর কয়খানি পুস্তকে  
অধ্যায় অধিক, শ্লোক কম; অধ্যায়ের মিল প্রায়ই নাই, শ্লোক ও শব্দের মিল প্রায়ই আছে  
এবং শ্লোকাক্ষরের মিল প্রায়ই নাই, উপাখ্যানের মিল প্রায়ই আছে; আর হস্তলিখিত পুস্তকে  
শ্লোকাঙ্ক নাই।



পুস্তকসমূহের এইরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই বুঝা

পুস্তকসমূহের অসামঞ্জস্যের  
কারণ।

যায় যে, এই গ্রন্থ প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে রচিত  
হইয়াছিল ; সেই সময় হইতে মুদ্রাবদ্ধ প্রচলনের পূর্বে সময়পর্য্যন্ত  
হস্তলিখিত পুস্তকই সর্বত্র ব্যবহৃত হইত। তাহাতে বিভিন্ন দেশের

বিভিন্ন ভাষার অক্ষরগত বৈষম্য ত চিরদিনই আছে, একই দেশের একই ভাষার হস্তাক্ষরের  
মধ্যেও কালভেদে যথেষ্ট বৈষম্য হইয়া আসিতেছে এবং ব্যক্তিভেদেও বিশেষ বৈষম্য হইয়া  
থাকে। সুতরাং প্রাচীন হস্তলিখিত আদর্শ পুস্তকের সমস্ত অক্ষর বুঝিতে না পারায় অভিজ্ঞ  
লেখকের হস্তলিখিত নূতন পুস্তকে প্রথম শব্দের বৈষম্য হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁর পর,  
হস্তলিখিত পুস্তকের বহুল প্রচার হইতে পারে না বলিয়া হয় ত পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে একখানি  
মাত্র পুস্তক থাকিত ; সে খানিও কালক্রমে ছিন্নপত্র ও কীটদষ্ট হইয়া যাইত ; সেই পুস্তক  
আদর্শ করিয়া নূতন পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করায় ছিন্নপত্রস্থানে অন্ত্যোপায় হইয়া সাহসী  
লেখক অধ্যায়সমাপ্তি লিখিয়া বসিতেন, কিন্তু সে অধ্যায়সমাপ্তির পূর্বের ও পরের কতকগুলি  
শ্লোক লিখিতে পারিতেন না ; আর কীটদষ্টস্থানে প্রকৃত শব্দ বুঝিতে না পারিয়া নিজের  
বিবেচনা অনুসারে সঙ্গত শব্দ লিখিয়া যাইতেন। তাহাতেই সেই নূতন পুস্তকে অধ্যায়  
বৈধী, শ্লোক কম এবং শব্দগত পাঠান্তর ঘটিয়া থাকিত ; তাঁর পর অনেক কাল অতীত হইলে,  
অল্প পুস্তকের সহিত মিলাইতে আরম্ভ করিলেই সেই অসামঞ্জস্য ধরা পড়িত। আর, কথক-  
মহাশয়ের সত্যগণের মনোরঞ্জন করিবার জন্ত মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, নূতন নূতন  
শ্লোক রচনা করিয়া, মূল পুস্তকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ক্রোড়পত্র করিয়া রাখিয়া দিতেন ;  
সেই কথকমহাশয়দের অভাব হইলে, লেখকেরা সেই নূতন শ্লোকগুলিকেও মূলের ভিতরে  
লিখিয়া ফেলিতেন। এই কারণেই শ্লোকসংখ্যা অধিক হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তদ্বিন্ন, স্বার্থান্ধ  
লোকেরা যে ইচ্ছাপূর্বক সর্বত্রই প্রক্ষিপ্ত করিয়া এই অসামঞ্জস্য ঘটাইয়া গিয়াছে, বা একে-  
বারেই প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, ইহা আমরা বলিতে চাহি না। সুতরাং গ্রন্থকারও আসিয়া প্রতিবাদ  
করিতে পারিবেন না, কিংবা গ্রন্থও কথা বলিতে পারিবে না, এইরূপ সুবিধা বুঝিয়া অনেক  
সমালোচকই যে প্রায় সর্বত্রই প্রক্ষিপ্তবাদের অবতারণা করেন এবং প্রক্ষিপ্ত অংশ বুঝিবার  
উপায়ও নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা আমরা গুরুতর-শ্রম-বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াই মনে করি এবং  
যাহারা এতকাল পরে সেই বেদব্যাসপ্রণীত খণ্ডটি মূল অংশ বাছিয়া বাহির করিবার চেষ্টা  
করেন, তাঁহারাও আকাশকুসুম নির্মাণেরই চেষ্টা করেন, ইহাও আমরা সাহস করিয়া বলিতে  
পারি। তবে, পুস্তকে সহস্র বৈষম্য থাকিলেও ভগবানের গুণানুবাদ এবং সজ্জনের চরিত্রবর্ণন  
আছে বলিয়া এই গ্রন্থপাঠ করিলে ধর্ম্মও হইবে এবং ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যাইবে, ইহা  
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কেন না, ভেজাল দ্বী ব্যবহার করিলেও শরীরের উপকার হয় এবং  
তাত্রিমিশ্রিত স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিলেও সুন্দর দেখা যায়।

আমার মত অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ লোকের এইরূপ অসাধারণ দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে

অত্যন্ত চঃসাহসের কার্য্য, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম ;

এই সংস্করণের বিশেষণ।

তথাপি, অধিতীয় পৌরানিক পিতামহদেব ৬কাশীচন্দ্র-

ব্রাহ্মপতিমহাশয়ের নিকট পাঠ্য অবস্থায় যে অমূল্য

উপদেশ পাইয়াছিলাম এবং যে উপদেশ—পিতৃদেব ৬গঙ্গাধরবিদ্যালঙ্কারমহাশয়ের ও  
পিতৃব্যগণের উপদেশ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেই উপদেশের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভারত-

কৌমুদীটীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং কতিপয় ধার্মিক প্রধান পণ্ডিতের পরামর্শ অনুসারে মূলগ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। তাঁর পর, অজ্ঞাত প্রকাশকের জ্ঞায় আমিও অনেক আদর্শ পুস্তকের অনুসরণ করিয়াই এই সংস্করণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তবে, এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, স্বয়ং মহর্ষি আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে পর্বে যতগুলি অধ্যায় ও শ্লোক আছে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে; তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের অনুসরণ করিতে হইতেছে। এই জ্ঞাত এই আদিপর্বে সেই ঋষিপরিগণিত অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার সম্পূর্ণ মিল দেখা যাইবে। সে বিষয়ে পাঠকমহাশয়গণের সুবিধার জ্ঞাত স্থানান্তরে অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

ভারতকৌমুদীটীকায় প্রত্যেক শ্লোকেরই অর্থমুখে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া ধাইবার একান্ত ইচ্ছা ছিল এবং সেই ভাবে যযাতির উপাখ্যানপর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করাও হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকালের অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া গ্রাহকমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই বিশেষ আপত্তি করায় এবং সরল শ্লোকের ওরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন না থাকায় পরবর্তী ভারতকৌমুদীটীকায় প্রত্যেক শ্লোকের বিশেষ বিশেষ স্থানেরই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; কিন্তু একটু কঠিন শ্লোক হইলেই তাহার অর্থমুখে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা লেখা হইয়াছে। তদ্বিন্ন সর্বত্রই ভাব, যুক্তি, উপপত্তি ও সমালোচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এ টীকায় একটি শ্লোকও বাদ দেওয়া হয় নাই।

বঙ্গানুবাদটীকে সরল, সুখপাঠ্য, অথচ মূলানুগত করিবার জ্ঞাত যথাশক্তি চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে, যে স্থানে মূলানুগত করিবার কোনই উপায় ছিল না, সেই স্থানেই তাৎপর্যানুবাদ করা হইয়াছে।

উক্ত চারিখানি আদর্শ পুস্তকের মধ্যে যে স্থানে যে খানির পাঠ সঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছে, সে স্থানে সেই খানির পাঠই মূলে সন্নিবেশিত করিয়া অপর পাঠ নিম্নে লিখিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, এই নিয়মগুলি পরবর্তী পর্বগুলিতেও অনুসৃত হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাহারা এই বিরাট ব্যাপ্যারে অর্থসাহায্য করিয়া বা নিঃস্বার্থভাবে গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আর আমার সাহিত্যদর্পণের টীকার প্রথমে যে শ্লোকটী লিখিয়াছি, এই স্থানে দৃঢ়তার সহিত সেই শ্লোকটীর পুনরায় উল্লেখ করিতেছি—

“দোষাকরং পরবিকাসপরং বিলোক্য তুষ্ণস্তি যেহৃদগুণমাত্রদৃশঃ সুধীরাঃ।

দোষান্বিতামপি রতামপরপ্রকাশে টীকং বিধাতুমিহ মে পরমাশ্রয়ান্তে॥” ইতি।

চিরবিধেয়—

শ্রীহরিনাসদেবশর্মা

৪১ নং সুরিলেন কলিকাতা।

২২শে আষাঢ় ১৩৩৮ সাল।

## পাণ্ডবগণের কুলপঞ্জিকা । \*

পুরুষের নাম	স্ত্রীর নাম	পুরুষের নাম	স্ত্রীর নাম
১। নারায়ণ		২৮। তৎসু	জালিন্দী
২। ব্রহ্মা		২৯। ঈলিন	রথস্তুরী
৩। মরীচি		৩০। দুহন্ত	শকুন্তলা
৪। কশ্যপ	... অদিতি	৩১। ভরত	সুনন্দা
৫। বিবস্বান্		৩২। ভূমহু	বিজয়া
৬। মনু		৩৩। সুহোত্র	সুবর্ণা
৭। ইলা		৩৪। হস্তী	যশোধরা
৮। পুরুরবাঃ	... উর্ব্বশী	৩৫। বিকুণ্ঠন	সুদেবা
৯। আয়ু		৩৬। অজমীঢ়	কৈকেয়ী
১০। নহব		৩৭। সম্বরণ	তপতী
১১। যযাতি	... শশ্বিষ্ঠা	৩৮। কুরু	শুভাঙ্গী
১২। পুরু	... কোশল্যা	৩৯। বিদূরথ	সম্ভিয়া
১৩। জনমেজয়	... অনস্তা	৪০। অনথা	অমৃত
১৪। প্রাচীন্ধান্	... অশ্বকী	৪১। পরিক্রিৎ	সুদশা
১৫। সংঘাতি	... বরাদ্বী	৪২। ভীমসেন	কুমারী
১৬। অহংঘাতি	... ভানুমতী	৪৩। প্রতিশ্রবা	—
১৭। সার্করভোম	... সুনন্দা	৪৪। প্রতীপ	সুনন্দা
১৮। জয়ৎসেন	... সুশ্রবা	৪৫। শান্তনু	সত্যবতী
১৯। অবাচীন	... মর্যাদা	৪৬। বিচিত্রবীর্ষ্য	অম্বালিকা
২০। অরিহ	... আঙ্গী	৪৭। পাণ্ডু	কুন্তী
২১। মহাভোম	... সুদত্তা	৪৮। অর্জুন	সুভদ্রা
২২। অযুতানায়ী	... কামা	৪৯। অভিমহু	উত্তরা
২৩। অক্রোধন	... করম্ভা	৫০। পরীক্রিৎ	মাদ্রবতী
২৪। দেবাতিথি	... মর্যাদা	৫১। জনমেজয়	বপুষ্ঠমা
২৫। অরিহ	... সুদেবা	৫২। শতানীক	বৈদেহী
২৬। ধৃক্ষ	... জিহ্মলা	৫৩। অশ্বমেধদত্ত	( বালক )
২৭। মতিনার	... সরস্বতী		

# পাঠক্রমে মহাভারতের বৃহৎ সূচীপত্র ।

:-:-

## আদিপর্ক ।

:-:-

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
মঙ্গলাচরণ ...	১		বৃহৎ মহাভারতে ষাট লক্ষ		
নৈমিষারণ্যে সৌতির আগমন	৬	১	শ্লোক এবং লোকভেদে তাহার		
সৌতির নিকট কোন ঋষির প্রশ্ন	৯	৭	বিভাগ ও বক্তা ...	৪২	৬৭
সৌতির উত্তর ...	১০	৯-	দুইটী শ্লোকে মহাভারতের		
সৌতির নিকট ঋষিগণের মহা-			তাৎপর্য্য কথন ...	৪৩	৭১-
ভারতশ্রবণেচ্ছা প্রকাশ ...	১৩	১৭-	সংক্ষেপে মহাভারতের বৃত্তান্ত		
সৌতির ঈশ্বরনমস্কার ...	১৪	২২-	কথন ...	৪৪	৭৩
মহাভারতপ্রশংসা ...	২৩	২৫	ধৃতরাষ্ট্রের মনোবৃত্তি কথন	৫৩	১০২-
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ...	২৪	২৯-	ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ ...	৫৬	১১১-
ব্রহ্মার উৎপত্তি ...	২৬	৩২	সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের সাক্ষ্যনা	৮০	১৮৪
একবিংশতি প্রজাপতির উৎপত্তি	২৬	৩৩	মহাভারতপাঠের ফল ...	৮৮	২১৬-
বিশ্বদেবাদের উৎপত্তি ...	২৭	৩৪	মহাভারতের উৎকর্ষের কারণ	৮৯	২১৭
সংক্ষেপে দেবাদিসৃষ্টি ...	২৯	৪১	প্রথমাধ্যায়ের নাম-অনুক্রমণিকা	৯২	২২৪
বেদব্যাসের সর্বজ্ঞতা ...	৩৩	৪৮-	প্রথমাধ্যায়-পাঠ ও শ্রবণের ফল	৯২	২২৪
* কোন্ স্থান হইতে মহাভারত			শ্রাদ্ধে প্রথমাধ্যায় বা তাহার		
আরম্ভ, এ বিষয়ে মতভেদ ...	৩৫	৫২	একটী শ্লোকের একটী পাদপাঠের		
বেদবিভাগের পর মহাভারত-			ফল ...	৯৪	২২৮
রচনা ...	৩৬	৫৪	'মহাভারত' এই নামের কারণ	৯৫	২৩৩
ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির পরলোকগমনের			সমস্তপঞ্চকদেশের উপাখ্যান	৯৮	২
পর মহাভারতরচনা ...	৩৯	৫৮	কলি ও দ্বাপরের সন্ধি সময়ে		
মহাভারতে লক্ষ শ্লোক ...	৪০	৬৩	কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ...	১০১	১৩
উপাখ্যান ব্যতীত মহাভারতে			* অক্ষৌহিণীর পরিমাণ ...	১০৩	১৯
চতুর্বিংশতিসহস্র শ্লোক ...	৪১	৬৪	আঠারদিন যুদ্ধের দিনবিভাগ	১০৬	৩০
সার্বভৌমশ্লোকসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মহাভারত	৪১	৬৫	আদিপর্কের উপপর্ক ...	১০৯	৪১
প্রথম শ্লকে অধ্যাপনা ...	৪১	৬৬	সভাপর্কের উপপর্ক ...	১১১	৪৭
			বনপর্কের উপপর্ক ...	১১২	৪৯

\* আত্মকপর্কসমাপ্তিপঞ্চম প্রথম অংশ যে মহা-  
ভারতের প্রস্তাবনা ইহা এই ৫২ শ্লোকের ভারতকৌমুদী-  
টীকার হৃদিত আছে ।

\* ১০৫ পৃষ্ঠার অক্ষৌহিণীর সংখ্যা বিশদভাবে দেখান  
হইয়াছে ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
বিরাটপর্বের উপপর্ক ...	১১৩	৫৭	শল্যপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৬৫	২৯০
উদ্বোধগপর্বের উপপর্ক ...	১১৪	৫৯	সৌপ্তিকপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৬৫	২৯২
ভীষ্মপর্বের উপপর্ক ...	১১৬	৬৮	সৌপ্তিকপর্বের অধ্যায় ও		
দ্রোণপর্বের উপপর্ক ...	১১৬	৭০	শ্লোকসংখ্যা ...	১৬৯	৩১০
কর্ণ ও শল্যপর্বের উপপর্ক...	১১৭	৭১	জ্ঞাপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭০	৩১৩
সৌপ্তিকপর্বের উপপর্ক ...	১১৭	৭৪	জ্ঞাপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৭২	৩২৩
জ্ঞাপর্বের উপপর্ক ...	১১৭	৭৫	শান্তিপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭২	৩২৫
শান্তিপর্বের উপপর্ক ...	১১৮	৭৮	শান্তিপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৭৩	৩২৯
অমুশাসনিকপর্বের উপপর্ক	১১৯	৮০	অমুশাসনপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭৩	৩৩২
আখ্যমেধিকপর্বের উপপর্ক...	১১৯	৮১	অমুশাসনপর্বের অধ্যায়		
আশ্রমবাসিকপর্বের উপপর্ক	১১৯	৮২	ও শ্লোকসংখ্যা ...	১৭৪	৩৩৭
মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গা-			আখ্যমেধিকপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭৫	৩৩৯
রোহিণিকপর্বের উপপর্ক ...	১১৯	৮৩	আখ্যমেধিকপর্বের অধ্যায়		
হরিবংশের উপপর্ক ...	১১৯	৮৪	ও শ্লোকসংখ্যা ...	১৭৬	৩৪৪
আদিপর্বের বৃত্তান্তকথন ...	১২০	৮৭-	আশ্রমবাসিকপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭৬	৩৪৬
আদিপর্বের অধ্যায় ও			আশ্রমবাসিকপর্বের অধ্যায়		
শ্লোকসংখ্যা ...	১৩১	১৩২	ও শ্লোকসংখ্যা ...	১৭৮	৩৫২
সভাপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৩২	১৩৪	মৌসলপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৭৮	৩৫৪
সভাপর্বের অধ্যায় ও			মৌসলপর্বের অধ্যায় ও		
শ্লোকসংখ্যা ...	১৩৪	১৪৩	শ্লোকসংখ্যা ...	১৮১	৩৬৩
বনপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৩৪	১৪৫	মহাপ্রস্থানিকপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৮১	৩৬৫
বনপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৪৮	২০৬	মহাপ্রস্থানিকপর্বের অধ্যায় ও		
বিরাটপর্বের বৃত্তান্ত ..	১৪৮	২০৮	শ্লোকসংখ্যা ...	১৮২	৩৬৮
বিরাটপর্বের অধ্যায় ও			স্বর্গপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৮২	৩৭০
শ্লোকসংখ্যা ...	১৫০	২১৭	স্বর্গপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৮৪	৩৭৮
উদ্বোধগপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৫১	২২০	হরিবংশের বৃত্তান্ত ...	১৮৫	৩৮১
উদ্বোধগপর্বের অধ্যায় ও			হরিবংশের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৮৬	৩৮৯
শ্লোকসংখ্যা ...	১৫৬	২৪৪	মহাভারতের প্রশংসা ...	১৮৭	৩৯২
ভীষ্মপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৫৭	২৪৭	জনমেজয়ের দীর্ঘকালীন		
ভীষ্মপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৫৮	২৫৪	যজ্ঞ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নাম	১৯৩	১
দ্রোণপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৫৮	২৫৬	জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণকর্তৃক		
দ্রোণপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৬১	২৬৯-	কুরু'রতাড়ন ...	১৯৩	২
কর্ণপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৬২	২৭২	জনমেজয়ের প্রতি দেবগুণীর ...		
কর্ণপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	১৬৩	২৭৯	অভিসম্পাত ...	১৯৪	৯
শল্যপর্বের বৃত্তান্ত ...	১৬৩	২৮১	জনমেজয়ের পুরোহিতবরণ ...	১৯৬	১৪

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
জনমেজয়ের তক্ষশিলা জয় ...	১৯৭	২২	সোতির নিকট শৌনকের		
আরুণির উপাখ্যান ...	১৯৮	২৩	ভৃগুবংশজিজ্ঞাসা ...	২৫৮	৩
উপমহ্যুর উপাখ্যান ...	২০১	৩৬	সোতির ভৃগুবংশবর্ণন ...	২৫৯	৬-
উপমহ্যুরকর্তৃক অশ্বিনীকুমারবায়ের			ভৃগুর আশ্রমে পুলোম-		
স্তব ...	২০৭	৬২	রাক্ষসের আগমন...	২৬১	১৪
বেদের উপাখ্যান ...	২১৯	৮২	অগ্নির সহিত পুলোম-		
উত্কলের উপাখ্যান ...	২২১	৮৮	রাক্ষসের কথোপকথন ...	২৬৩	২১-
উত্কলের দাঁড়াইয়া আচমন ...	২২৫	১০৫	পুলোমরাক্ষসকর্তৃক ভৃগুভার্যা		
উত্কলের বসিয়া আচমন ...	২২৮	১১৪	হরণ ...	২৬৭	১
উত্কলের ক্ষপণকদর্শন ...	২৩৩	১৩৪	চ্যবনের উৎপত্তি ...	২৬৭	২
ক্ষপণকরূপি-তক্ষককর্তৃক			পুলোমরাক্ষসের মৃত্যু ...	২৬৮	৩
কুণ্ডল হরণ ...	২৩৩	১৩৬	বধূসরা নদীর উৎপত্তি ...	২৬৮	৬-
উত্ককর্তৃক নাগদিগের স্তব ...	২৩৫	১৪৪-	অগ্নির প্রতি ভৃগুর শাপ ...	২৭১	১৪
উত্কলের আশ্চর্য্যদর্শন ...	২৩৮	১৫৩-	মিথ্যাসাক্ষ্যের দোষ ...	২৭২	১৭
উত্ককর্তৃক বর্ষচক্র প্রভৃতির			অগ্নির তিরোধান...	২৭৪	২৬
স্তব ...	২৩৯	১৫৬-	ব্রহ্মাকর্তৃক অগ্নির সাস্থনা ...	২৭৬	৩২-
তক্ষককর্তৃক কুণ্ডল			অগ্নির পুনরায় আবির্ভাব ...	২৭৮	৩৯
প্রত্যর্পণ ...	২৪৩	১৬৫	রুরুচরিত ...	২৮০	৩-
গুরুপত্নীকে উত্কলের কুণ্ডলদান	২৪৪	১৭১	রুরুকর্তৃক প্রমথরাপ্রার্থনা ...	২৮২	১৪
উত্ক নাগলোকে যে সকল			প্রমথরার চরণে সর্পদংশন ...	২৮৩	১৮
আশ্চর্য্য দেখিয়াছিলেন,			প্রমথরার মৃত্যু ....	২৮৪	২০
গুরুর নিকট সে সমস্তের প্রশ্ন...	২৪৫	১৭৬-	প্রমথরার শোকে রুরুর বিলাপ	২৮৬	২-
সে বিষয়ে গুরুর উত্তর ...	২৪৬	১৮২-	রুরুর আশ্রয় অর্থে প্রমথরার		
তক্ষকে শাস্তি দিবার			জীবনলাভ ...	২৯১	২১
জন্তু উত্কের হস্তিনাগমন ...	২৪৮	১৮৬	রুরু ও প্রমথরার বিবাহ ...	২৯২	২৩
উত্ককর্তৃক জনমেজয়			রুরুর ভুগুভৃত্যার উদ্ভব ...	২৯৩	২৭
রাজার উত্তেজনা...	২৪৯	১৯০	রুরু ও ভুগুভের কথোপকথন	২৯৪	১-
তক্ষকের প্রতি জনমেজয়ের			সহস্রপাদমূনির ভুগুভরূপ		
ক্রোধ ...	২৫২	২০২	পরিত্যাগ ...	২৯৯	২০
কি বলিবেন সে বিষয়ে			সোতির নিকট শৌনকের		
সোতির জিজ্ঞাসা ...	২৫৪	২	সর্পসজ্জজিজ্ঞাসা ...	৩০৪	১
সোতির নিকট ঋষিগণ-			জরৎকারুর বর্ণনা ...	৩০৬	১০-
কর্তৃক শৌনকের আগমন-			জরৎকারুর পিতৃপুরুষদর্শন ...	৩০৭	১৪
প্রতীকার প্রার্থনা ...	২৫৬	৮	পিতৃপুরুষগণের সহিত		
যজ্ঞসভায় শৌনকের আগমন	২৫৬	১১	জরৎকারুর কথোপকথন ...	৩০৭	১৫-

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
জরংকারুর কণ্ঠাভিষ্কা	... ৩১৩	২	এই শাপে ব্রাহ্মার অনুমোদন	... ৩৫৩	১০-
জরংকারুর দারপরিগ্রহ	... ৩১৪	৭	উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ পরীক্ষার জন্ত		
কণ্ঠপের নিকট কক্ষ ও			কক্ষ ও বিনতার গমন	... ৩৫৬	২
বিনতার পুত্রবর গ্রহণ	... ৩২০	৮	সমুদ্রবর্ণন	... ৩৫৬	৩-
সর্পগণের উৎপত্তি	... ৩২১	১৫	উচ্চৈঃশ্রবার কৃষ্ণবর্ণ লোম		
অরুণের উৎপত্তি	... ৩২২	১৭	হওয়ার জন্ত সর্পগণের মজ্জণা	... ৩৬০	১-
বিনতার প্রতি অরুণের শাপ	... ৩২২	১৮	কক্ষ ও বিনতার সমুদ্র পার		
অরুণকে সূর্য্যের সারথি করণ	... ৩২৩	২৪	হওয়া	... ৩৬১	৪-
গরুড়ের উৎপত্তি	... ৩২৪	২৬	পাণে জয় লাভ করায় কক্ষর		
সমুদ্রমন্ডনের জন্ত দেবগণের মজ্জণা	৩২৬	৫-	বিনতাকে দাসী করা	... ৩৬৩	৩
অনন্তকর্তৃক মন্দরপর্বত উত্তোলন	৩৩০	৮	অণু হইতে গরুড়ের বাহির হওয়া	৩৬৩	৫
সমুদ্রমন্ডন আরম্ভ	... ৩৩২	১৩	দেবগণকর্তৃক গরুড়ের স্তব	... ৩৬৬	১৫-
চন্দ্র, লক্ষ্মী, সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা			দেবগণের প্রতি সূর্য্যের		
অশ্ব, কোম্বভমণি, পারিজাতবৃক্ষ			আক্রোশ	... ৩৭৩	৭-
ও মুরতিগাভীর উৎপত্তি	... ৩৩৭	৩৫-	অরুণকর্তৃক সূর্য্যের আবরণ	... ৩৭৬	১৯-
অমৃত লইয়া ধনুস্তরির			বিনতাকর্তৃক কক্ষর ও গরুড়কর্তৃক		
উৎপত্তি	... ৩৩৯	৪০	সর্পগণের বহন	... ৩৭৮	৫
ঐরাবতহস্তীর উৎপত্তি	... ৩৩৯	৪২	কক্ষকর্তৃক ইন্দ্রের স্তব	... ৩৭৯	৭-
কালকূটবিষের উৎপত্তি	... ৩৩৯	৪৩	ইন্দ্রকর্তৃক জলবর্ষণ	... ৩৮২	১৯
শিবের কালকূটবিষপান			বিনতার দাস্তমুক্তির জন্ত		
ও নীলকণ্ঠ হওয়া	... ৩৪০	৪৪-	গরুড়ের প্রতি সর্পগণের অমৃত		
নারায়ণের মোহিনীরূপ ধারণ এবং			আনয়নের আদেশ	... ৩৮৯	১৬
দেবগণকে অমৃত পান করান	... ৩৪১	৪৭-	গরুড়ের প্রতি বিনতার নিষাদ-		
দেবতার রূপ ধারণ করিয়া রাহুর			ভক্ষণের ও ব্রাহ্মণপরিভ্যাগের		
অমৃত পান, চন্দ্র ও সূর্য্যকর্তৃক তৎ-			আদেশ	... ৩৯০	৩
কখন, নারায়ণকর্তৃক রাহুর মস্তক-			গরুড়ের নিষাদ ভক্ষণ	... ৩৯৪	২০-
ছেদন এবং রাহুকর্তৃক চন্দ্র ও			গরুড়ের কণ্ঠ হইতে ব্রাহ্মণ ও		
সূর্য্যগ্রাস	... ৩৪৩	৪-	নিষাদীর নির্গমন	... ৩৯৭	৫
দেব ও অসুরগণের যুদ্ধ	... ৩৪৪	১১-	গজ-কচ্ছপের পূর্ববৃত্তান্ত	... ৩৯৯	১৬-
অসুরগণের পরাজয়	... ৩৪৯	২৯	গরুড়কর্তৃক গজকচ্ছপ ধারণ	... ৪০৫	৩৯
নারায়ণের হস্তে অমৃত রক্ষার			গরুড়ের বটবৃক্ষশাখা ভঞ্জন	... ৪০৭	৪৮
ভার সমর্পণ	... ৩৫০	৩১	বালখিল্যগণকর্তৃক 'গরুড়' নাম		
উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণবিষয়ে			করণ ও তাহার ব্যুৎপত্তি	... ৪১০	৭
কক্ষ ও বিনতার পণ	... ৩৫১	২-	পর্বতের উপরে গরুড়ের বটশাখা		
সর্পগণের প্রতি কক্ষর শাপ	... ৩৫৩	৮	পরিভ্যাগ	... ৪১৪	২৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকাক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকাক
গরুড়ের গজকচ্ছপ ভক্ষণ ...	৪১৬	৩০	তদর্শনে অপর মুনিকুমার-		
গরুড়ের সহিত যুদ্ধ করিবার			কর্তৃক শূদ্রীর উত্তেজনা ...	৪২১	২২-
জন্তু দেবগণের সজ্জিত হওয়া	৪১৯	৪৫	পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ	৪২৫	১২-
ইন্দ্রকর্তৃক বালখিল্যমুণিগণ ভঞ্জন	৪২৪	১০	শূদ্রীর প্রতি শমীকের উপদেশ	৪২৭	১০-
বালখিল্যগণের কন্দাছুষ্ঠানের			পরীক্ষিতের নিকট শমীকের গোর-		
ফলে গরুড়ের ক্ষমতা লাভ ...	৪২৮	২৭	মুখনামক শিশুপ্রেরণ	৫০৪	১৩-
দেবগণের সহিত গরুড়ের যুদ্ধ			পরীক্ষিতের আত্মরক্ষার চেষ্টা	৫০৯	১৯-
ও জয়লাভ	৪৩১	১-	পরীক্ষিতের চিকিৎসার জন্তু		
অমৃতভাণ্ডের নিকটে গরুড়ের			পথে কাশ্মপের আগমন ...	৫১০	৩৩
লৌহময়বৈদ্যতিকযন্ত্র ও দৃষ্টিবিষ			পথে তক্ষক ও কাশ্মপের		
সর্পদর্শন ...	৪৩৮	২-	কথোপকথন ...	৫১১	৩৭-
গরুড়কর্তৃক সেই সর্পসংহার			তক্ষককর্তৃক বটবৃক্ষদংশন	৫১৩	৪-
ও যন্ত্রভঞ্জন ...	৪৩৯	৯-	কাশ্মপকর্তৃক বটবৃক্ষের পুনরুজ্জীবন	৫১৪	৯-
গরুড়ের অমৃতহরণ ...	৪৪০	১১	তক্ষকের নিকট ধন লাভ করিয়া		
নারায়ণের নিকট গরুড়ের বরলাভ	৪৪০	১৩-	কাশ্মপের নিবৃত্তি ...	৫১৭	১৯
নারায়ণকে গরুড়ের বরদান	৪৪১	১৬-	পরীক্ষিতের তক্ষকদংশন	৫২১	৩৬
গরুড়ের 'স্বপ্ন' নাম ও			জনমেজয়ের রাজ্যলাভ	৫২৩	৬
ইন্দ্রের সহিত সখিত্ব লাভ ...	৪৪৩	২৩-	জনমেজয়ের বিবাহ	৫২৪	৯
গরুড়ের বলবর্ণন ...	৪৪৫	৫-	জরৎকারুর পৃথিবীপর্যটন,		
ইন্দ্রের নিকট গরুড়ের বরলাভ	৪৪৮	১৪	পিতৃপুরুষদর্শন এবং তাঁহা-		
বিনতার দাস্ত্র মোচন ...	৪৫০	২২	দের অবস্থাশ্রবণ	৫২৫	১-
সর্পগণের দ্বিজিব্বতা ...	৪৫১	২৭	জরৎকারুকর্তৃক কচ্ছাপ্রার্থনা	৫৩৮	১৩-
সর্পগণের নাম কথন	৪৫৪	৫-	জরৎকারুমুনির বিবাহ	৫৪২	৫
অনন্তনাগের তপস্তা ...	৪৫৬	২-	জরৎকারুর ভাৰ্যা ত্যাগ	৫৫১	৪৩
অনন্তনাগের পৃথিবীধারণ	৪৬২	২২	আন্তীকের জন্ম	৫৫৬	১৭
বাসুকির নাগরাজ্যে অভিষেক	৪৬৩	২৬	'আন্তীক' নামের কারণ	৫৫৬	১০
মাতৃশাপনিবৃত্তির জন্তু সর্প-			পরীক্ষিতের প্রজাপালন	৫৬০	৮
গণের মন্ত্রণা ...	৪৬৪	৩-	'পরীক্ষিত' নামের কারণ	৫৬১	১৪-
মাতৃশাপনিবৃত্তিবিষয়ে			ষাট বৎসর বয়সে পরীক্ষিতের মৃত্যু	৫৬২	১৭
এলাপত্রনাগের উক্তি ...	৪৭৩	১-	বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের নিকট জনমেজয়-		
ভগিনীদান করিবার জন্তু বাসুকি-			কর্তৃক পরীক্ষিতের মৃত্যু শ্রবণ	৫৬৬	১-
কর্তৃক জরৎকারুমুনির অধেষণ	৪৮২	১৩-	বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের নিকট কাশ্মপ		
জরৎকারুনামের ব্যুৎপত্তি	৪৮৩	৩-	ও তক্ষকের কার্য্য নিবেদন ...	৫৭৬	৪০-
পরীক্ষিতের মৃগয়া ও শমীকুমুনির			তক্ষকের চরিত্র শুনিয়া জনমে-		
কর্ত্তে মৃত সর্প সর্পণ ...	৪৮৬	১০-	জয়ের ক্রোধ ...	৫৭৮	৪২-



বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
জনমেজয়ের সর্পসত্রপ্রতিজ্ঞা	৫৮০	১-	মহাভারত কথনের প্রস্তাব ...	৬৩১	৬-
স্থপতিকর্তৃক সর্পসত্রের ভাবি বিষ-			মহাভারত বলিবার জন্ত ব্যাস-		
কথন ...	৫৮৪	১৫-	কর্তৃক বৈশম্পায়নের নিয়োগ	৬৩৮	২১
সর্পসত্রারম্ভ ও সর্পসংহার	৫৮৫	১-	সংক্ষেপে মহাভারত কথন ...	৬৪১	৬-
সর্পসত্রে ত্রুতী ব্রাহ্মণগণের নাম	৫৮৮	৫-	বিস্তরক্রমে মহাভারত বলিবার জন্ত		
তক্ষককর্তৃক ইন্দ্রের আশ্রয়গ্রহণ	৫৯০	১৫	জনমেজয়ের প্রার্থনা ...	৬৫৪	৩
তক্ষককে ইন্দ্রের অভয় দান ...	৫৯১	১৬-	মহাভারতের প্রশংসা ...	৬৫৬	১৫
সর্পনাশে বাসুকির উষ্বেগ ...	৫৯২	২১	মহাভারত ইতিহাস ও		
আন্তীককর্তৃক বাসুকির			তাহার নাম—‘জয়’	৬৫৭	২০
আশ্বাস দান ...	৫৯৮	১৭-	ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিবিশয়ে		
সর্পসত্রনিবারণের জন্ত			মহাভারতে যাহা আছে, তাহা		
আন্তীকের প্রস্থান ...	৬০০	২৬-	অজ্ঞাত আছে ; মহাভারতে যাহা		
আন্তীককর্তৃক সর্পসত্রের ও			নাই, তাহা অজ্ঞাত নাই ...	৬৫৮	২৪
জনমেজয়রাজার স্তুতি ...	৬০২	১-	প্রকারান্তরে মহাভারতনামের		
আন্তীকের প্রতি জনমেজয়ের সম্বোধন	৬০৭	১	ব্যুৎপত্তি ...	৬৬২	৩৮
তক্ষককে আনিবার জন্ত			তিন বৎসরে বেদব্যাসের মহা-		
পুরোহিতগণের দ্বারা ...	৬০৮	২-	ভারতরচনা ...	৬৬৩	৪০
তক্ষকের সহিত ইন্দ্রের			ব্রহ্মচর্যাদিনিয়মযুক্ত হইয়া		
আগমন ...	৬১০	৮-	মহাভারত শ্রোতব্য ...	৬৬৩	৪১
ইন্দ্রের সহিতই তক্ষককে দণ্ড			মহাভারত-পুস্তক-দানের ফল ...	৬৬৫	৪৮
করিবার জন্ত জনমেজয়ের			উপরিচর-রাজার উপাখ্যান ...	৬৬৬	১-
প্ররোচনা ...	৬১১	১১	শুক্ৰিমতীর গর্ভে গিরিকা ও		
তক্ষককে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের			একটি পুরুষের উৎপত্তি ...	৬৭৮	৫০
পলায়ন ...	৬১২	১৪	উপরিচরকর্তৃক গিরিকাকে		
তক্ষকের যজ্ঞীয় অগ্নিসমীপে			মহিষী করণ ...	৬৭৮	৫৩
আগমন ...	৬১২	১৫	উপরিচর রাজার যুগ্মায় গমন	৬৭৯	৫৬
আন্তীককর্তৃক যজ্ঞসমাপ্তির			উপরিচরকর্তৃক শ্রোনপক্ষী দ্বারা		
বরপ্রার্থনা ...	৬১৩	২১	গিরিকার নিকট নিজ শুক্রপ্রেরণ,		
দণ্ড সর্পগণের নাম কথন ...	৬১৬	৫-	সেই শুক্রের যমুনাজলে পতন এবং		
আন্তীকের বাক্যে তক্ষকের			মৎস্তরূপিণী অত্রিকা অঙ্গরা-		
আকাশে স্থিতি ...	৬২২	৫-	কর্তৃক সেই শুক্রভক্ষণ ...	৬৮২	৬৩
জনমেজয়কর্তৃক যজ্ঞসমাপ্তির			সেই মৎস্তরূপিণী অত্রিকার		
অনুমোদন ...	৬২২	৭	গর্ভে মৎস্তরাজ ও সত্যবতীর		
আন্তীককর্তৃক সর্পগণের নিকট			উৎপত্তি ...	৬৮৪	৭৭
মাতৃষের সর্পভয়নিবারণের প্রার্থনা	৬২৬	২১-	সত্যবতীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত ...	৬৮৮	৯২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকাঙ্ক
পরশুরের সহিত সভ্যবতীর সঙ্গ			দক্ষকন্যাগণের সম্ভ্রদান ...	৭৩৫	১৩
এবং 'গন্ধবতী ও যোজনগন্ধা'			মমু, প্রজাপতি ও অষ্ট বসুর		
নাম ...	৬৯৫	১২০-	উৎপত্তি ...	৭৩৬	১৭
বেদব্যাসের জন্ম ...	৬৯৬	১২৪	অষ্ট বসুর নাম ...	৭৩৬	১৮
'ঐষায়ন'- নামের কারণ ...	৬৯৬	১২৬	অষ্ট বসুর পুত্রগণের নাম	৭৩৭	২১-
বেদবিভাগনিবন্ধন 'ব্যাস' নাম	৬৯৭	১২৭	অষ্টম বসু প্রভাস হইতে		
স্বমুদ্রপ্রভৃতিকে বেদব্যাসের বেদ ও			বিশ্বকর্মার উৎপত্তি ...	৭৩৮	২৮
মহাভারত অধ্যাপনা ...	৬৯৭	১২৮-	ধর্মের উৎপত্তি ...	৭৩৯	৩১
সংক্ষেপে অগ্নীমাণ্ডব্যের উপাখ্যান	৬৯৮	১৩১-	অগ্নিনীকুমারদ্বয়ের উৎপত্তি	৭৪০	৩৫
কৃষ্ণের উৎপত্তি ...	৬৯৯	১৩৮	ভৃগুর উৎপত্তি ও তাঁহার বংশ	৭৪১	৪১
পরশুরামকর্তৃক পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়-			ধাতা ও বিধাতার উৎপত্তি	৭৪৪	৫০
করার পর ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের			অধর্মের উৎপত্তি ...	৭৪৫	৫৩
উৎপত্তি ...	৭০৯	৭	নানাবিধ পশু-পক্ষীর উৎপত্তি	৭৪৬	৫৬-
সমস্ত লোকের স্থখে বাস ...	৭১০	১৪-	বৃক্ষ, লতা ও গুল্মের উৎপত্তি	৭৪৯	৬৯
অসুরগণের মর্ত্যলোকে			সম্পাতি ও জটায়ুর উৎপত্তি	৭৫০	৭৪
জন্মগ্রহণ ...	৭১৪	২৭	যে অসুর যে ব্যক্তি হইয়া		
অসুরভারাক্রান্তা পৃথিবীর			জন্মিয়াছিল, তাহার পরিচয়	৭৫২	৪-
ব্রহ্মার নিকট গমন ...	৭১৬	৩৭	কালনেমির কংসরূপে জন্ম	৭৬২	৬৮
মর্ত্যলোকে জন্মিবার জন্ত			বৃহস্পতির অংশে দ্রোণা-		
দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার আদেশ	৭১৯	৪৮	চার্যের জন্ম ...	৭৬৩	৭০
দক্ষের যে তেরটা কন্যা কশ্চপের			মহাদেব, যম, কাম ও ক্রোধের		
ভার্য্যা হইয়াছিলেন,			অংশে অশ্বখামার জন্ম ...	৭৬৩	৭৩-
তাঁহাদের নাম ...	৭২৪	১২-	শকুনরূপে দ্বাপরের জন্ম ...	৭৬৪	৭৯
অদিতিপ্রভৃতি সেই কশ্চপ-			কলির অংশে দুর্যোধনের জন্ম	৭৬৬	৮৯
ভার্য্যাদিগের সম্ভ্রানগণের নাম	৭২৪	১৪-	দুর্যোধনের ব্রাহ্মণরূপে		
কশ্চপের ভার্য্যা কপিলা হইতে			রাক্ষসগণের জন্ম ...	৭৬৬	৯১
কশ্চপগোত্রীয় ব্রাহ্মণের			দুর্যোধনপ্রভৃতি একশত		
উৎপত্তি ...	৭৩১	৫৩	ব্রাতার নাম ...	৭৬৭	৯৫-
একাদশ ক্রুরের নাম ...	৭৩৩	২-	অভিমত্বরূপে চন্দ্রপুত্র বর্চ্চার জন্ম	৭৭০	১১৪
ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের নাম	৭৩৩	৪	শুর হইতে বসুদেব ও পৃথার		
অগ্নিরাপ্রভৃতির পুত্রগণের নাম	৭৩৪	৫-	জন্ম ...	৭৭৪	১৩০
দক্ষের উৎপত্তি ...	৭৩৪	১০	শুরকর্তৃক কুন্তিভোজরাজার হস্তে		
দক্ষভার্য্যার উৎপত্তি এবং			পৃথাকে দান ...	৭৭৪	১৩১-
তাঁহার গর্ভে দক্ষের পঞ্চাশটী			দুর্কাসা মুনির নিকট পৃথার (কুন্তীর)		
কন্যার উৎপত্তি ...	৭৩৫	১১	পুরুবাকর্ষক-মন্ত্র-লাভ ...	৭৭৫	১৩৫-

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
কর্ণের উৎপত্তি ...	... ৭৭৫	১৩৮	কচের প্রস্থানের সময় দেবযানীর		
ইন্দ্র হইতে একপুরুষযাতিনী শক্তি			সহিত তাঁহার কথোপকথন ...	৮২১	২-
লাভ করিয়া তাঁহাকে কর্ণের			কচের প্রতি দেবযানীর শাপ	৮২৪	১৬
কবচ ও কুণ্ডল দান ...	৭৭৭	১৪৬	দেবযানীর প্রতি কচের শাপ	৮২৫	১৯
কৃষ্ণরূপে নারায়ণের জন্ম ...	৭৭৮	১৫২	শশ্বিষ্ঠা ও দেবযানীর কলহ	৮২৯	৮-
বলরামরূপে অনন্তদেবের জন্ম	৭৭৯	১৫৩	শশ্বিষ্ঠাকর্তৃক দেবযানীর কূপে		
লক্ষ্মীর অংশে রুক্মিণীর জন্ম ...	৭৭৯	১৫৭	নিপাতন ...	... ৮৩০	১২
শচীর অংশে দ্রৌপদীর জন্ম ...	৭৮০	১৫৮	কূপ হইতে যযাতিকর্তৃক দেবযানীর		
কুন্তীরূপে সিদ্ধির, মাদ্রীরূপে			উদ্ধার ...	... ৮৩৩	২২
ধৃতির এবং গান্ধারীরূপে মতির			শুক্রে ও দেবযানীর কথোপকথন	৮৩৫	৩০-
জন্ম ...	... ৭৮০	১৬১	দেবযানীর প্রতি শুক্রের উপদেশ	৮৩৯	১-
মরীচি হইতে কণ্ঠপের, কণ্ঠপ			শুক্রে নিকট দেবযানীর সহুত্তর	৮৪২	১২-
হইতে সূর্য্যের, সূর্য্য হইতে যম,			শুক্রে দেশত্যাগেচ্ছা প্রকাশ	৮৪৮	৮-
যমুনা ও মম্বুর উৎপত্তি ...	৭৮৬	১৩-	শুক্রে ও বৃষপর্বার কথোপকথন	৮৪৯	১০-
মম্বুর পুত্রগণের নাম ...	৭৮৭	১৮	বৃষপর্বারকর্তৃক দেবযানীর অনুনয়	৮৫১	২০
মম্বুর কন্তা ইলা হইতে পুরুষবার			শশ্বিষ্ঠাকর্তৃক দেবযানীর দাসী-		
উৎপত্তি ...	... ৭৮৮	২১	বৃত্তি স্বীকার ...	... ৮৫৩	২৮
পুরুষবার পুত্রদিগের নাম ...	৭৮৯	২৭	যযাতি ও দেবযানীর কথোপকথন	৮৫৭	১০
আম্বুর পুত্র নহুষের প্রশংসা ...	৭৯০	২৯-	যযাতির নিকট দেবযানীর		
নহুষের পুত্র যযাতির প্রশংসা	৭৯১	৩৪	পাণিগ্রহণ প্রার্থনা ...	৮৬০	২৩
যযাতির সংক্ষিপ্ত চরিত্র ...	৭৯১	৩৬-	যযাতিকর্তৃক দেবযানীর		
দেবগণকর্তৃক বৃহস্পতিকে			প্রত্যাখ্যান ...	... ৮৬১	২৪-
এবং অম্বরগণকর্তৃক শুক্রকে			দেবযানী ও যযাতির বাদাম্বুবাদ	৮৬১	২৬-
পৌরোহিত্যে বরণ ...	৭৯৯	৬	দেবযানীকে বিবাহ করিবার জন্ত		
সঞ্জীবনী বিজ্ঞালাভের জন্ত			যযাতির নিকট শুক্রের অনুরোধ	৮৬৬	৩৯-
কচের শুক্রসমীপে গমন ...	৮০২	১৭	যযাতির কিঞ্চিৎ সম্মতি ...	৮৬৬	৪১
অম্বরকর্তৃক কচের প্রথমবার			* যযাতি ও দেবযানীর বিবাহ	৮৬৭	৪৫
হত্যা ...	... ৮০৫	২৮-	দেবযানীকে অন্তঃপুরে এবং		
অম্বরকর্তৃক কচের দ্বিতীয়বার			শশ্বিষ্ঠাকে উদ্ধানে স্থাপন ...	৮৬৯	১-
হত্যা ...	... ৮০৮	৪২	যযাতির নিকট শশ্বিষ্ঠার		
অম্বরকর্তৃক কচের তৃতীয়বার			আপন ঋতুরক্ষার প্রার্থনা ...	৮৭১	১৩
হত্যা ...	... ৮০৯	৪৪	ঐ বিষয়ে যযাতির আগন্তি	৮৭১	১৫
কচের সঞ্জীবনী বিজ্ঞা লাভ ...	৮১৫	৬৪			
শুক্রে কর্তৃক সুরাপানের					
নিয়মকরণ ...	... ৮১৮	৭২			

\*এই বিবাহ যে প্রতিলোমবিবাহের দৃষ্টান্ত নহে তাহা  
ভ্রমতঃ ৪৫ শ্লোকের ভারতকৌমুদীটীকায় প্রমাণিত করা  
হইয়াছে ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকাঙ্ক
পরিহাসপ্রভৃতি পাঁচটা বিষয়ে মিথ্যা			অষ্টকের সহিত যযাতির আলাপ	৯১৬	১-
বলিলেও পাপ হয় না ...	৮৭২	১৬	অষ্টকের প্রশ্ন ও যযাতির উত্তর	৯২৫	১-
শর্ষিষ্ঠার সহিত যযাতির সঙ্গ	৮৭৫	২৫	প্রতর্দন, বসুমান, শিবি ও অষ্টকের		
যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে			সহিত যযাতির কথোপকথন	৯৪৬	১-
যজ্ঞ ও তুর্বসুর উৎপত্তি	৮৭৮	৯	পুরুবংশ কথন	... ৯৬৪	৪-
যযাতির ঔরসে শর্ষিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য,			দ্রুহ্যস্তের রাজত্বসময়ে		
অমু ও পুরুর উৎপত্তি ...	৮৭৮	১০	প্রজাবর্গের স্বর্ধ ও শাস্তি	... ৯৬৮	২-
শুক্রেয় নিকট দেবযানীর প্রস্থান			মৃগয়া করিবার জন্ত		
এবং যযাতিকর্তৃক তাঁহার অনুসরণ	৮৮১	২৪-	দ্রুহ্যস্তের বনযাত্রা	... ৯৭১	৩-
জরাগ্রস্ত হইবার বিষয়ে যযাতির			দ্রুহ্যস্তের মৃগয়া	... ৯৭৪	১৯-
প্রতি শুক্রেয় অভিষাপ ...	৮৮৩	৩১	দ্রুহ্যস্তকর্তৃক কথমুনির আশ্রম দর্শন	৯৮১	১৮
কামুকী জ্বর সহিত সঙ্গ না			কথমুনির আশ্রম বর্ণন	... ৯৮৩	৩৭-
করিলে পাপ হয় ...	... ৮৮৪	৩৪	কথের আশ্রমে দ্রুহ্যস্তের প্রবেশ	৯৮৮	৫২
যযাতির জরাপ্রাপ্তি	... ৮৮৫	৩৮	দ্রুহ্যস্ত ও শকুন্তলার পরস্পর		
জরাগ্রহণের জন্ত যজ্ঞপ্রভৃতি চারি			দর্শন ও আলাপ	... ৯৮৯	৪-
পুত্রের নিকট যযাতির অনুরোধ ও			শকুন্তলার আশ্রয় কথন	... ৯৯২	১৮-
প্রত্যাখ্যানপ্রাপ্তি ...	৮৮৭	২-	বিশ্বামিত্রের আশ্রমে মেনকার গমন	৯৯৮	৪৪
জরাগ্রহণের জন্ত পুরুর নিকট			বিশ্বামিত্র ও মেনকার বিহার	১০০০	৮
যযাতির অনুরোধ এবং পুরুর			মালিনীনদীর নিকটে শকুন্তলার জন্ম	১০০১	১০
স্বীকার ...	... ৮৯৩	২৯-	শকুন্তলানামের কারণ	... ১০০২	১৬
পুরুর জরাপ্রাপ্তি	... ৮৯৪	৩৫	ভার্য্যা করিবার জন্ত শকুন্তলার		
যযাতির যৌবনলাভ ও ভোগ	৮৯৪	১-	নিকট দ্রুহ্যস্তের প্রার্থনা	... ১০০৩	১-
যযাতির নির্বেদ	... ৮৯৭	১২	অষ্টপ্রকার বিবাহ কথন	... ১০০৬	১৪-
পুরুর রাজ্যাভিষেক এবং			গান্ধর্ববিধানে দ্রুহ্যস্ত ও		
যযাতির ভপোবনগমন	... ৯০১	৩২-	শকুন্তলার বিবাহ	... ১০০৯	২৫-
যজ্ঞ হইতে যাদব, তুর্বসু			এই বিবাহে কথের অনুমোদন	১০১১	৩২
হইতে যবন, দ্রুহ্য হইতে			শকুন্তলার পুত্র উৎপত্তি	... ১০১৩	১
ভোজ এবং অমু হইতে			ষষ্ঠ বর্ষ বয়সেই শকুন্তলার		
শ্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি	... ৯০১	৩৪	পুত্রের বিক্রম	... ১০১৪	৫-
যযাতির ভপত্তা	... ৯০৪	১৩-	শকুন্তলাপুত্রের 'সর্বদমন'		
যযাতির স্বর্গে গমন	... ৯০৬	১৭	নাম কল্পণ	... ১০১৪	৮-
ইন্দ্রের সহিত যযাতির আলাপ	৯০৭	৪-	কথশিষ্টগণের সহিত শকুন্তলার		
যযাতির অহঙ্কার	... ৯১২	২	হস্তিনায় গমন	... ১০১৫	১৪
যযাতির স্বর্গ হইতে পতন ও			দ্রুহ্যস্তকর্তৃক শকুন্তলার		
অষ্টকের প্রশ্ন	... ৯১৪	৬-	প্রত্যাখ্যান	... ১০১৬	১৯

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
দ্ব্যস্তের প্রতি শকুন্তলার			মহাভিষেকের প্রতি ব্রহ্মার শাপ ১০৭৮	৬	
সতিরস্বার প্রবোধবাক্য ... ১০১৮	২৫-		অষ্ট বসুর প্রতি বশিষ্ঠের শাপ ১০৮০	১৩	
চন্দ্র-স্বর্ষ্যপ্রভৃতিকর্তৃক মনুষ্যের			বসুগণের সহিত গঙ্গার		
সমস্ত স্বভাস্তজ্ঞান ... ১০১৯	৩০		কথোপকথন ... ১০৮০	১৫-	
শকুন্তলার প্রতি দ্ব্যস্তের তিরস্বার ১০২৯	৭৩		প্রতীপ রাজার সহিত		
দ্ব্যস্তের প্রতি শকুন্তলার তিরস্বার ১০৩১	৮২		গঙ্গার কথোপকথন ... ১০৮৩	৪-	
সত্যের প্রশংসা ... ১০৩৬	১০২		পুত্রবধু হওয়ার জন্ত গঙ্গার নিকট		
দ্ব্যস্তের প্রতি দৈববাণী ... ১০৩৭	১১০		প্রতীপ রাজার অনুরোধ ... ১০৮৫	১১	
শকুন্তলাপুত্রের 'ভরত'-নাম ১০৩৮	১১৪		শান্তমুর উৎপত্তি ... ১০৮৭	১৮	
দ্ব্যস্তকর্তৃক শকুন্তলার সাস্বনা			গঙ্গাতীরে শান্তমুর মৃগয়া ... ১০৮৮	২৫	
এবং গ্রহণ ... ১০৪০	১২১-		ভাৰ্য্যা হইবার জন্ত গঙ্গার		
ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক ১০৪১	১২৬		নিকট শান্তমুর প্রার্থনা ... ১০৮৯	৩১	
দ্ব্যস্তের স্বর্গলাভ ... ১০৪১	১২৭		গঙ্গার সহিত শান্তমুর সঙ্গ ... ১০৯১	৩৭	
ভরতের নানাবিধ-যজ্ঞানুষ্ঠান ১০৪৩	৪-		গঙ্গাকর্তৃক নিজপুত্রহত্যা ... ১০৯২	৪৪	
ভরতবংশবর্ণন ... ১০৪৪	১০-		ভীষ্মের জন্ম ... ১০৯৩	৪৬	
সম্বরণের রাজত্বকালে প্রজানাশ			গঙ্গাকর্তৃক শান্তমুর পরিত্যাগ ১০৯৫	৫৪	
ও নানাবিধ উৎপাত ... ১০৪৬	২৩-		বরুণ হইতে বশিষ্ঠের উৎপত্তি		
সম্বরণের রাজ্যনাশ ও পর্বত আশ্রয় ১০৪৭	২৫-		ও তাঁহারই নাম 'আপব' ... ১০৯৬	৫	
সম্বরণকর্তৃক বশিষ্ঠকে			কশ্যপপত্নী-সুরভির কন্যা		
পৌরোহিত্যে বরণ ... ১০৪৮	৩২		নন্দিনীকে হোমধেনুরূপে		
বশিষ্ঠের প্রভাবে পুনরায়			বশিষ্ঠের লাভ ... ১০৯৭	৯	
সম্বরণের রাজ্যলাভ ... ১০৪৮	৩৩		বসুগণের প্রতি বশিষ্ঠ-		
সম্বরণ হইতে কুরুর জন্ম ... ১০৪৯	৩৬		শাপের কারণ ... ১০৯৮	১১-	
কুরুর তপশ্চায় কুরুক্ষেত্রের তীর্থত্বলাভ ১০৪৯, ৩৮			'দ্রা'-নামক বসুর ভীষ্ম-		
কুরুবংশ বর্ণন ... ১০৪৯	৩৮-		রূপে উৎপত্তি ... ১১০৩	৩৮	
ব্রহ্মা হইতে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি-			ভীষ্মকে লইয়া গঙ্গার অন্তর্ধান ১১০৫	৪৬	
পর্য্যস্ত বংশবর্ণন ... ১০৫৫	৭-		শান্তমুর গুণবর্ণনা ... ১১০৬	১-	
যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতার			শান্তমুর ভীষ্মকে লাভ ... ১১১৪	৪১	
দ্রৌপদী ভিন্ন অপর অপর			শান্তমুর সত্যবতীকে প্রার্থনা ১১১৬	৫১	
ভাৰ্য্যা ও পুত্রলাভ ... ১০৭২	১০২-		শান্তমুর ও ভীষ্মের উজ্জি-প্রভৃতি ১১১৭	৬০-	
অৰ্জুন হইতে অভিমহু, অভিমহু			ভীষ্মকর্তৃক দাসরাজের নিকট		
হইতে পরীক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ হইতে			সত্যবতীকে প্রার্থনা ... ১১২১	৭৫	
জনমেজয়, জনমেজয় হইতে শতানীক			চিরকুমার থাকিবার জন্ত		
এবং শতানীক হইতে			দাসরাজের নিকট ভীষ্মের		
অশ্বমেধযজ্ঞের উৎপত্তি ... ১০৭৪	১০৮-		প্রতিজ্ঞা ... ১১২৫	৯৫	

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
সেই প্রতিজ্ঞাবশতঃ শাস্ত্রমু-			দীর্ঘতমার গৌতমপ্রভৃতি		
নন্দনের 'ভীষ্ম' নাম লাভ ... ১১২৬	১০১		পুত্রলাভ ... ১১৫৮	২৪	
শাস্ত্রমুকর্ষক ভীষ্মকে ইচ্ছা-			দীর্ঘতমাকর্তৃক (মৈথুনবিষয়ে)		
মৃত্যু বর দান ... ১১২৭	১০২-		গোধর্মপ্রচারের চেষ্টা ১১৫৮	২৫-	
শাস্ত্রমু ও সত্যবতীর বিবাহ ১১২৮	১		* দীর্ঘতমাকর্তৃক জীজ্ঞাতির এক-		
সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও			মাত্র পতি হইবার নিয়ম স্থাপন ১১৬০	৩৩-	
বিচিত্রবীর্ষ্যের উৎপত্তি ... ১১২৮	৩-		পুত্রগণকর্তৃক দীর্ঘতমার গঙ্গাজলে		
চিত্রাঙ্গদের রাজ্যলাভ ... ১১২৯	৬		বিসর্জন ... ১১৬২	৩৭	
গন্ধর্বের সহিত চিত্রাঙ্গদের			বলিরাজার দীর্ঘতমাকে গ্রহণ ১১৬৩	৪১	
যুদ্ধ ও মৃত্যু ... ১১৩০	১৪		দীর্ঘতমাকর্তৃক বলিরাজার দাসীর		
বিচিত্রবীর্ষ্যের রাজ্যলাভ ... ১১৩১	১৬		গর্ভে পুত্র উৎপাদন ১১৬৩	৪৫	
ভীষ্মকর্তৃক কাশীরাজের তিনটি			দীর্ঘতমার বরে বলিরাজার অঙ্গ-		
কন্যা হরণ ... ১১৩৫	১৯		বঙ্গ-প্রভৃতি পুত্রগণের উৎপত্তি ১১৬৫	৫১	
ভীষ্মের সহিত রাজাদের যুদ্ধ ১১৩৭	২৫-		সত্যবতীর আত্মবৃত্তান্ত প্রকাশ ১১৬৬	১-	
ভীষ্মের সহিত শাশুরাজার যুদ্ধ ও			দৈপায়নের 'বাস' ও 'কৃষ্ণ'		
পরাজয় ... ১১৪০	৪১-		নামের কারণ ... ১১৬৮	১৫	
'আমি মনে মনে শাশুরাজাকে			বিচিত্রবীর্ষ্যের ভার্য্যার গর্ভে পুত্র		
বরণ করিয়াছি' এই কথা বলিয়া			উৎপাদন করিবার জন্ত ব্যাসের		
জ্যোতি অম্বার প্রস্থান ... ১১৪৪	৬১		প্রতি সত্যবতীর আদেশ ... ১১৭৩	৩৬-	
অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত			পুত্রোৎপাদনবিষয়ে সত্যবতী-		
বিচিত্রবীর্ষ্যের বিবাহ ... ১১৪৪	৬৫		কর্তৃক অম্বিকাকে সম্মত করা ১১৭৫	৪৭-	
অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গমবশতঃ যক্ষা রোগে			অম্বিকার সহিত ব্যাসের সঙ্গম ১১৭৮	৬	
বিচিত্রবীর্ষ্যের মৃত্যু ... ১১৪৬	৭০-		ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম ... ১১৭৯	১৩	
বিচিত্রবীর্ষ্যের ক্ষেত্রে সন্তান			অম্বালিকার সহিত ব্যাসের সঙ্গম ১১৮০	১৫	
উৎপাদনের জন্ত ভীষ্মের নিকট			পাণ্ডুর জন্ম ... ১১৮১	২৪	
সত্যবতীর অম্বরোধ এবং ভীষ্ম-			বিহ্বরের জন্ম ... ১১৮৩	৩২	
কর্তৃক তাহার প্রত্যাখ্যান ১১৪৭	১-		মাণ্ডব্যের উপাখ্যান ... ১১৮৫	২-	
ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়জ্ঞীর গর্ভে			মাণ্ডব্যকে শূলে দান ... ১১৮৭	১২	
পুত্র উৎপত্তির ইতিহাস ১১৫৪	৬-		মাণ্ডব্যের অলীমাণ্ডব্য-নাম ১১৯০	৮	
বৃহস্পতির উত্থাপনগমন ১১৫৫	১০		বালকের কার্য্যে পাপ না হইবার		
উত্থাপনের প্রতি বৃহস্পতির			নিয়ম স্থাপন ... ১১৯১	১৪	
অভিশাপ ... ১১৫৭	২১		ধর্মের প্রতি মাণ্ডব্যের শাপ ১১৯২	১৬	
সেই অভিশাপে উত্থাপনপুত্রের দীর্ঘ-					
তমা নাম ধারণ ... ১১৫৭	২২				
দীর্ঘতমার ভার্য্যালাভ ১১৫৭	২৩				

\* পুরুষের অনেক ভার্য্যা হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর অনেক পতি হইতে পারে না, ইহার দৃষ্টান্ত তত্ত্ব ৩৩ শ্লোকের ভারতকৌমুদীসংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
বিহ্বরুপে ধর্মের জন্ম ...	১১৯২	১৮	দুর্ঘোষধনকে পরিভ্যাগ করিবার		
কুরুব্রাহ্মণের উন্নতি ...	১১৯৩	১৯	জন্তু ধ্বংসের প্রতি বিহ্বরপ্রভৃতির		
ধ্বংসের বিবাহ ...	১২০১	১২	উপদেশ ...	১২৩৬	৩৫
গান্ধারীকর্তৃক নিজের নেত্রবন্ধন	১২০৩	১৪	ধ্বংসে হইতে বৈজ্ঞানিক গর্ভে		
পুনরায় কুন্তীর উপাখ্যান	১২০৪	২০	যুগ্মের উৎপত্তি ...	১২৩৭	৪১
পুনরায় কর্ণের উৎপত্তি কথন	১২০৮	২১	ধ্বংসকর্তৃক হুশলার জন্ম ...	১২৪১	১৮
অগ্নে কর্ণকে দুর্ঘোষের উপদেশ	১২০৯	৩০	পুনরায় ধ্বংসের পুত্রগণের		
ইন্দ্রকে কর্ণের কবচ দান	১২১১	৩৮	নাম কথন ...	১২৪২	২০
ইন্দ্রের নিকট কর্ণের শক্তিলাত	১২১২	৪২	পাণ্ডুকর্তৃক যুগ্মরূপধারী মৈথুনপ্রবৃত্ত		
কুন্তীর প্রথম পুত্রের 'কর্ণ ও			কিমিন্দ্রময়নিকে বাণবিক্রম করণ	১২৪৫	৬
বৈকর্তন' নাম হওয়ার কারণ	১২১২	৪৪	পাণ্ডুর প্রতি ঈশ্বরের শাপ	১২৫১	৩১
অগ্নিতে কুন্তীকর্তৃক পাণ্ডুকে			মুনিহত্যানিবন্ধন পাণ্ডুর বিলাপ	১২৫৩	২০
বরণ ...	১২১৪	৭	পাণ্ডুর কর্তব্যনিশ্চয় ...	১২৫৪	৮
মন্ত্ররাজের নিকট ভীষ্মকর্তৃক			পাণ্ডুর বনবাস অবলম্বন ...	১২৬১	৫৮
মাত্রীর প্রার্থনা ...	১২১৭	৬	ত্রিভুজ সহিত সাক্ষাৎ করিবার		
প্রচুর-ধন-দানপূর্বক মাত্রীকে			জন্তু ধ্বংসের প্রস্থান ...	১২৬৫	৫
লইয়া ভীষ্মের আগমন ...	১২১৯	১৪	চতুর্বিধ ধ্বংসকর্তৃক হুইয়াই মাল্লবের		
পাণ্ডুর মাত্রীকে বিবাহ ...	১২২০	১৮	জন্ম গ্রহণ হয় ...	১২৬৮	১৮
পাণ্ডুর দিগ্বিজয়যাত্রা ...	১২২১	২৪	সেই ধ্বংস হইতে মুক্তির উপায়	১২৬৯	২০
পাণ্ডুর দিগ্বিজয় ...	১২২১	২৫	পুত্র উৎপাদনের জন্তু পাণ্ডু-		
মৃগয়ায় পাণ্ডুর বন গমন ...	১২২৭	৬	কর্তৃক কুন্তীর নিয়োগ ...	১২৭১	২৮
বিহ্বরের বিবাহ ...	১২২৮	১৩	দ্বাদশপ্রকার পুত্র কথন ...	১২৭২	৩৪
বিহ্বরের পুত্রোৎপাদন ...	১২২৮	১৪	শারদশ্রাবণের উপাখ্যান ...	১২৭৫	৩৯
বেদব্যাসের নিকট গান্ধারীর			অন্ত পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপাদনে		
শতপুত্রলাভের বর লাভ ...	১২৩০	৮	কুন্তীর আপত্তি ...	১২৭৬	২০
গান্ধারীকর্তৃক নিজগর্ভ পাতন	১২৩১	১১	ব্যবস্থার উপাখ্যান ...	১২৭৭	৭
গান্ধারীর মাংসপেশী প্রসব	১২৩১	১২	পূর্বকালে জীলোকেরা অনবরুদ্ধ,		
সেই মাংসপেশীর শত খণ্ড			স্বৈচ্ছাচারী ও স্বতন্ত্র ছিল ...	১২৮৪	৪
হওয়া ...	১২৩২	১৯	স্বৈচ্ছিককর্তৃক জীলোকদের		
সেই শতখণ্ডকে শত কুন্তে স্থাপন	১২৩৩	২১	নিয়ম স্থাপন ...	১২৮৭	১৬
দুর্ঘোষধনের জন্ম ...	১২৩৩	২৪	অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদনে		
জন্ম অনুসারে স্থিতির জ্যোতি	১২৩৪	২৫	কুন্তীর সম্মতি ...	১২৯৩	৪২
ভীম ও দুর্ঘোষধনের একদিনে জন্ম	১২৩৪	২৬	ধর্মকে আবাহন করিবার জন্তু		
দুর্ঘোষধনের জন্মমাত্র অমল্লবের			কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর আদেশ	১২৯৪	৪৫
নানা লক্ষণ প্রকাশ ...	১২৩৪	২৭	কুন্তীকর্তৃক ধর্মের আহ্বান	১২৯৬	১

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
ধর্মের সহিত কুস্তীর			পরশুরামের নিকট জ্ঞানের		
সঙ্গম ... ১২২৭	৬		অশ্বশিকা ... .. ১৩৮৯	৪২	
স্থিতির জন্ম ... ১২২৮	৮		অবিদের নিকট হইতে পাণ্ডবগণের		
স্থিতির কোমী ... ১২২৯	=		পরিচয় লাভ ... ১৩৪১	৩১-	
ভীমের জন্ম ... ১৩০২	১৬		অবিগণের অস্থান ... ১৩৪৩	৪২	
কুস্তীর ক্রোড় হইতে ভীমের			পাণ্ডু ও মাতীর দাহ ... ১৩৪৪	১	
পতনে প্রস্তুত ... ১৩০২	১৭-		সকলের বিলাপ ... ১৩৪৮	২৪-	
যে দিনে ভীমের জন্ম, সেই			পাণ্ডুর উদ্দেশে তর্পণ ... ১৩৪৯	২৯-	
দিনেই দুর্যোধনের জন্ম ... ১৩০৩	২১		পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ ... ১৩৫১	১	
ভীমের জন্মসময় ... ১৩০৩	২২		সত্যবতী, অধিকা ও অশালিকার		
ভীমের কোমী ... ১৩০৪	=		তপোবনে গমন এবং মৃত্যু ১৩৫৩	১২-	
দুর্যোধনের কোমী ... ১৩০৫-	=		পাণ্ডব ও কৌরবগণের বালক্রীড়া ১৩৫৪	২-	
অর্জুনের জন্ম ... ১৩০৯	৩৮		ভীমের বিষপান ... ১৩৬১	৩৩	
অর্জুনের জন্মসময় ... ১৩১০	৩৯		দুর্যোধনকর্তৃক ভীমের জলে		
অর্জুনের কোমী ... ১৩১০-	=		নিক্ষেপ ... ১৩৬২	৪০	
দ্বাদশ আদিত্যের নাম .. ১৩১৭	৭০-		সর্পগণকর্তৃক ভীমের দংশন ১৩৬৩	৪২	
অশ্ব পুরুষ দ্বারা মাতীর পুত্র			সেই বিষে পূর্ববিষনাথ ১৩৬৩	৪৩	
উৎপাদন করাইবার জন্ত কুস্তীর			নাগলোকে ভীমের রসায়নপান ১৩৬৫	৫৬	
নিকট পাণ্ডুর অতুরোধ ... ১৩২২	৯-		ভীমের অধেষণ ... ১৩৭০	১৫	
নকুল ও সহদেবের জন্ম ... ১৩২৩	১৭		রসায়নপাননিবন্ধন ভীমের দশ		
ব্রাহ্মণগণকর্তৃক পাণ্ডুর পুত্রগণের			সহস্র হস্তীর বল লাভ ... ১৩৭১	২৪	
নাম করণ ... ১৩২৪	২০-		কুস্তীর নিকট ভীমের আগমন ১৩৭৩	৩১	
স্থিতিরপ্রভৃতি হইতে ভীমপ্রভৃতি			কৃপাচার্য্যের জন্মবৃত্তান্ত কথন ১৩৭৬	২-	
এক এক বৎসরের কনিষ্ঠ ( কিশ্ব			গোতমের নিকট রূপের		
নকুল ও সহদেব যমজ ) ... ১৩২৪	২৩		অশ্বশিকা ... .. ১৩৭৯	২২-	
মাতীর সহিত পাণ্ডুর সঙ্গম			কৃপাচার্য্যের নিকট কুরুবালক-		
এবং মৃত্যু ... ১৩৩০	১৪		গণের অশ্বশিকা .. ১৩৮০	২৪-	
মাতীর সহায়ণ ... ১৩৩৪	৩৩		জ্ঞানের জন্মবৃত্তান্তকথন ১৩৮২	৯-	
পাণ্ডু ও মাতীর শব এবং কুস্তী			অগ্নিবেশের নিকট জ্ঞানের		
ও পাণ্ডবগণকে লইয়া অবিগণের			আয়ের অশ্বশিকা ... ১৩৮৪	১৫	
হস্তিনায় গমন ... ১৩৩৬	৭		ক্রপদের সহিত জ্ঞানের প্রণয় ১৩৮৪	১৮	
পাণ্ডবগণ কত কত বয়সে হস্তিনায়			জ্ঞানের বিবাহ ... ১৩৮৫	২২	
গিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কত			অশ্বখামার জন্ম ... ১৩৮৫	২৩	
কত সময় কোন্ কোন্ কাজ			পরশুরামের নিকট জ্ঞানের		
করিয়াছিলেন তাহার হিসাব ১৩৩৭	১১-		গমন ... .. ১৩৮৭	২৯	



বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক
পরশুরামের নিকট দ্রোণের			পরীক্ষায় অর্জুনের প্রাথমিক নিশ্চয় ১৪২৭	২৭	
ধনপ্রার্থনা ...	১৩৮৮	৩৬	জলজন্তুকর্ষক দ্রোণকে		
ঋষদরাজার নিকট দ্রোণের			আক্রমণ ...	১৪২৭	১০০
গমন ও সখা বলিয়া পরিচয় দান ১৩৯০	১		অর্জুনকর্ষক জলজন্তুবধ ও		
ঋষদকর্ষক দ্রোণের তিরস্কার ১৩৯১	৪-		দ্রোণরক্ষা ...	১৪২৮	১০২
দ্রোণের হস্তিনায় গমন ১৩৯২	১১		দ্রোণকর্ষক অর্জুনের 'ব্রহ্ম-		
দ্রোণকর্ষক কূপ হইতে বীটা			শির' নামক অস্ত্র দান ...	১৪২৮	১০৬
( ৩৩ ) উত্তোলন ...	১৩৯৬	২৯	দ্রোণশিক্ষাগণের অস্ত্র শিক্ষা-		
দ্রোণকর্ষক কূপ হইতে আংটা			কৌশলপ্রদর্শনের জন্ত		
উত্তোলন ...	১৩৯৭	৩২-	রক্তস্থাননির্মাণ ...	১৪৩১	৮-
ভীষ্মের নিকট দ্রোণের আশ্র-			কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা-		
বৃত্তান্ত কথন ...	১৩৯৮	৪০-	কৌশলপ্রদর্শন ...	১৪৩৫	২৫-
অশ্বখামার পিটুপির জল পান			অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন করিতে		
ও নৃত্য ...	১৪০১	৫৪	করিতে ভীম ও দ্রুপদাদ্বয়ের		
ভীষ্মকর্ষক দ্রোণের গঠন ১৪০৬	৭৮-		কৃষ্ণ ও দ্রুপদ এবং তাঁহাদের		
অস্ত্রশিক্ষার জন্ত দ্রোণের নিকট			অশ্বখামার নিবারণ ...	১৪৩৯	৫
ভীষ্মের পৌত্রগণসমর্পণ ...	১৪০৭	১	অর্জুনকর্ষক নানাবিধ অস্ত্র		
শিক্ষাগণের নিকট দ্রোণের অস্ত্র			কৌশলপ্রদর্শন ...	১৪৪১	১২-
পূরণের প্রার্থনা ...	১৪০৯	১১	রক্তস্থানে কর্তার প্রবেশ ১৪৪৫	১১-	
তাঁহাতে অর্জুনের প্রতিক্রিয়া ১৪১০	১৩		অর্জুনের নিকট কর্তার		
দ্রোণকর্ষক অর্জুন ও অশ্বখামার			আশ্রয়ন ...	১৪৪৬	৯
সখির স্থাপন ...	১৪১০	১৫	অর্জুনের তুলসী কর্তার অস্ত্র		
দ্রোণকর্ষক অস্ত্রশিক্ষা দান ১৪১০	১৮		শিক্ষাকৌশলপ্রদর্শন ...	১৪৪৭	১২
শিক্ষাগণের মধ্যে অর্জুনের প্রাথমিক ১৪১১	২৩		কর্ণ ও দ্রুপদাদ্বয়ের সখির ...	১৪৪৭	১৪
অস্ত্রশিক্ষাদানে দ্রোণের শঠতা ১৪১২	২৫-		কর্ণ ও অর্জুনের পরস্পর কটুক্তি ১৪৪৮	১৮-	
অস্ত্রশিক্ষার জন্ত একলব্যের			রূপাচংঘিকর্ষক কর্ণ ও		
আগমন ও তাহার প্রত্যাখ্যান ১৪১৫	৪০-		অর্জুনের যুদ্ধ নিবারণের ১৪৪১	৩১-	
দ্রোণের মুষ্টিনির্মাণপুঙ্ক			দ্রুপদাদ্বয়কর্ষক কর্ণের		
একলব্যের অস্ত্রশিক্ষা ...	১৪১৬	৫২-	অজরাজ্যে অভিষেক ...	১৪৫২	৩৬
একলব্যের অস্ত্রশিক্ষানৈপুণ্য ১৪১৭	৪৯		ব্রহ্ম ও কল্মিষ অবস্থায় কর্ণ-		
একলব্যকর্ষক নিজের অস্ত্র			পিণ্ডা অধিরথের প্রবেশ ...	১৪৫৩	১
ছেদন করিয়া দ্রোণকে দান ১৪২১	৬৭		কর্ণসম্বন্ধে ভীম ও দ্রুপদাদ্বয়ের		
কোন বিষয়ে কে প্রধান			উক্তি-প্রতীতি ...	১৪৫৪	৩-
হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ১৪২২	৭০-		শিক্ষাগণের নিকটে দ্রোণের		
দ্রোণকর্ষক শিক্ষাগণের পরীক্ষা ১৪২৩	৭৬-		জ্ঞানদক্ষিণা জ্ঞাপন ...	১৪৫৯	৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
পাকালসৈন্তের সহিত কুরু-			দুর্যোধনকর্তৃক পুরোচনকে		
সৈন্তের বৃদ্ধ ...	১৪৬০	১০	কুমন্ত্রণা দান ...	১৪২২	৩-
দুর্যোধনপ্রভৃতির সহিত			পুরোচনকর্তৃক জতুগৃহ-নির্মাণ	১৪২৬	১২
পাকালগণের বৃদ্ধের সময়ে			পাণ্ডবগণের বারণাবতে যাত্রা	১৪২৬	১-
পাণ্ডবগণের দূরে অবস্থান ...	১৪৬১	১৪	পাণ্ডবগণকে নিবাসিত হইতে		
দুর্যোধনপ্রভৃতির পরাজয়	১৪৬৩	২৫	দেখিয়া পুরবাসিগণের আক্ষেপ	১৪২৭	৭-
পাণ্ডবগণের বৃদ্ধ গমন ...	১৪৬৩	২৮	বাসকূট শ্লোক ...	১৪৩০	২০
অৰ্জুনের সহিত সত্যজিতের			বৃদ্ধিরের প্রতি বিহ্বল হওয়া		
বৃদ্ধ ও পরাজয় ...	১৪৬৬	৪৫-	ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার		
অৰ্জুনপ্রভৃতিক বৃদ্ধ রূপদকে			সংস্কারবাদ ...	১৪৩১	২১-
ধরিয়া লইয়া যাইয়া দ্রোণের			বিহ্বলিত বিষয় বৃদ্ধিবার ভয়		
নিকট গুরুদক্ষিণারূপে সমর্পণ	১৪৭০	৬৩	কুন্তীর প্রশ্ন ...	১৪৩৫	৩০-
রূপদকৃত পূর্বভিত্তিকারের			বিহ্বলিত বিষয় কুন্তীকে		
দ্রোণকর্তৃক প্রত্যুত্তর ...	১৪৭০	৬৫	বৃদ্ধিবার ভয় বৃদ্ধিরের উত্তর	১৪৩৬	৩২-
দ্রোণকর্তৃক রূপদের			পাণ্ডবগণের বারণাবতে উপ-		
রাজ্যভাগ ...	১৪৭১	৭০	স্থিত হইবার তারিখ ...	১৪৩৬	৩৪
দ্রোণকর্তৃক রূপদের মুক্তি	১৪৭১	৭২	পাণ্ডবগণ বারণাবতে যাইয়া		
তৎকালে রূপদের রাজধানী			প্রথম একখানি পুরাতন বাড়ীতে		
মাকন্দীনগরী ...	১৪৭১	৭৩	বাস করেন ...	১৪৩৮	১০
দ্রোণের রাজধানী অধিষ্করণগরী	১৪৭২	৭৬	তাঁহার সেখানে দশ দিন		
বৃদ্ধিরের পৌরোহিত্য			থাকিয়া নতুন বাড়ীতে যান	১৪৩৮	১১-
অভিষেক ...	১৪৭৩	১	সে বাড়ীখানি আশ্রয়দান-		
বলরামের নিকট ভীমের			নির্মিত হইয়া বৃদ্ধিরের পারায়		
অবশিষ্টা ...	১৪৭৩	৪	ভীমের নিকট বৃদ্ধিরের সে		
পাণ্ডবগণের অস্ত্রাস্ত্র রাজ্য জয়	১৪৭৬	১০	বিষয় জ্ঞাপন ...	১৪৩৯	১৪-
বৃদ্ধিরের কণিকের উপদেশ	১৪৮০	৫-	ভীম ও বৃদ্ধিরের উক্তি-প্রত্যুত্তর	১৪৪০	২০-
বায় ও জয়প্রভৃতির			বিহ্বল হওয়া দ্রোণের		
উপাখ্যান ...	১৪৮৬	২৬-	বিষয় বৃদ্ধিরের নিকট বলিয়া-		
পুরবাসিগণের আলোচনা ...	১৪৯০	২৫-	ছিলেন, তাহার প্রমাণ	১৪৪৫	৬
বৃদ্ধিরের সহিত দুর্যোধনের			পরিবাসনির্মাণক্ষেত্রে খননকর্তৃক		
কুমন্ত্রণা ...	১৪৯৩	৪২-	একটা বিশাল গর্ত এবং স্তম্ভ		
বৃদ্ধিরপ্রভৃতিকে বারণাবতে			নির্মাণ ...	১৪৪৭	১৬-
পাঠাইবার ভয় বৃদ্ধিরের উক্তি	১৪৯৯	৭-	দিনের বেলায় পাণ্ডবগণের		
বারণাবতে যাওয়ার বিষয়ে			মুগ্ধা এবং রাহিত্যে সেই		
বৃদ্ধিরের সম্মতি ...	১৪২০	১১	গর্তে বাস ...	১৪৪৮	১২

বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
ভীমকর্ক জটুগৃহে অগ্নিদান	১৫৫০	১০	হিড়িম্বের প্রতি ভীমের কটুক্তি	১৫৮৪	২০-
স্বরূপে পাণ্ডবগণের প্রস্থান	১৫৫২	১৮-	ভীম ও হিড়িম্বের বৃদ্ধ	১৫৮৭	৩৮-
বিহ্বলের প্রেরিত অপর লোক			কুন্তী ও হিড়িম্বার আলাপ	১৫৮৯	৩-
যাইয়া পাণ্ডবগণকে কলের			অর্জুন ও ভীমের কথোপকথন	১৫৯২	১৮-
নৌকা দেখাটল ... ..	১৫৫৭	৫-	ভীমকর্ক হিড়িম্ববধ	১৫৯৩	৩০-
সেই কলের নৌকায় গঙ্গা পার			কুন্তীর প্রতি হিড়িম্বার প্রার্থনা	১৫৯৭	৫-
হইয়া পাণ্ডবগণের প্রস্থান	১৫৫৮	১৬	হিড়িম্বার সহিত ভীমের রমণে		
বারণাবতবাসিলোককর্ক			মুদিত্তির সম্মতি	১৬০০	১৬-
মৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডবগণের			হিড়িম্বার সহিত ভীমের রমণ	১৬০১	২১-
মৃত্যু জ্ঞাপন ... ..	১৫৫৮	৯	দ্রৌপদীর উৎপত্তি	১৬০২	৩১
মৃতরাষ্ট্রপ্রজ্ঞাতকর্ক পাণ্ডব			'দ্রৌপদী' নামের ব্যুৎপত্তি	১৬০৩	৩৮
গণের ভূষণ ... ..	১৫৫৯	১৫-	দ্রৌপদীর প্রস্থান	১৬০৫	৪৫
কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে বচন করিয়া			পাণ্ডবগণের প্রতি ব্যাসের উপদেশ		
লইয়া ভীমের গমন ... ..	১৫৬০	২৮	ও আশ্বাস দান ... ..	১৬০৭	৭-
সন্ধ্যাকালে বনপ্রান্তে পাণ্ডব			একচক্রাপুরীতে কোন ব্রাহ্মণের		
গণের উপস্থিতি ... ..	১৫৬৭	৮-	বাড়ীতে পাণ্ডবগণকে রাখিয়া		
জল আনয়ন করিতে ভীমের			ব্যাসের প্রস্থান ... ..	১৬০৮	১২-
গমন ... ..	১৫৬৮	৮	পাণ্ডবগণের ত্রিকাল করণ	১৬১১	৪
জুতলে নিম্নিত মাণা ও দাত			ব্রাহ্মণের দ্বারা অর্জুনের		
গণকে দেখিয়া ভীমের ভাষণ	১৫৬৭	২২	অপর অর্জুনের সকলে ভোজন		
কুন্তী গৌরবর্ণা ভোজন	১৫৬৭	২৬	করিতে ... ..	১৬১২	৬
মৃতরাষ্ট্রপ্রজ্ঞাতের উপরে ভীমের			ব্রাহ্মণের অস্ত্রপুর্বে আশ্বিন		
আক্রোশ ... ..	১৫৭০	১৭	ভীমের কুন্তী ও ভীমের		
পাণ্ডবগণকে দেখিয়া হিড়িম্বার			কথোপকথন ... ..	১৬১২	২-
প্রতি হিড়িম্বের উক্তি ... ..	১৫৭১	৮	ব্রাহ্মণের বিলাপ ... ..	১৬১৪	২০-
ভীমকে দেখিয়া হিড়িম্বার			বান্ধবীর উক্তি ... ..	১৬২১	১-
কামোদ্বেগ ... ..	১৫৭২	১৮	ব্রাহ্মণের কস্তার উক্তি	১৬২৯	২-
স্বন্দরীর রূপ দারণ কবিতা			ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রের উক্তি	১৬৩৩	২০-
হিড়িম্বার ভীমের সহিত			একরাক্ষসের ভোজনের নিয়ম-কথন	১৬৩৬	৭-
কথোপকথন ... ..	১৫৭৫	২৫	কুন্তী ও ব্রাহ্মণের উক্তি-প্রত্যুক্তি	১৬৩৯	১২-
হিড়িম্বাকে আসিতে দেখিয়া			মুদিত্তির ও কুন্তীর উক্তি-প্রত্যুক্তি	১৬৪৪	৩-
ভীম ও হিড়িম্বার উক্তি-			খাওয়া লইয়া ভীমের বকবনে গমন	১৬৫০	৪-
প্রত্যুক্তি ... ..	১৫৮০	৫-	বকরাক্ষসকে দেখিয়াও ভীমের		
হিড়িম্বাকে মাছুষী দেখিয়া			সেই অন্ন ভক্ষণ ... ..	১৬৫১	১১
হিড়িম্বার আক্রোশ ... ..	১৫৮৩	১৭-	ভীম ও বকরাক্ষসের বৃদ্ধ	১৬৫৩	১২-

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
ভীমকর্তৃক বকরাক্ষসবধ	১৬৫৪	২১	পাণ্ডবগণের নিকটে ব্যাসকর্তৃক		
বকরাক্ষসের শব নগরঘাটে			মুনিকজ্ঞার উপাখ্যানকথন	১৬৮৫	৬-
নিষ্কপ করিয়া ভীমের প্রস্থান	১৬৫৬	৭	মুনিকজ্ঞার তপস্তা	১৬৮৫	৮
নগরবাসীদের নিকটে ব্রাহ্মণকর্তৃক			শিবের নিকটে পাচ বার মূনি-		
বকবধবৃত্তান্ত কথন	১৬৫৮	১৬-	কজ্ঞার পতিবর প্রার্থনা	১৬৮৫	১০
পাণ্ডবগণের নিকটে আগন্তুক-			‘জন্মান্তরে তোমার পাঁচটী পতি		
ব্রাহ্মণকর্তৃক দ্রোণদীর			হইবে’ এইরূপ মুনিকজ্ঞার প্রতি		
স্বয়ম্বর কথন	১৬৬১	৭-	শিবের বর দান	১৬৮৬	১৩
পুনরায় দ্রোণের উৎপত্তি-			সেই মুনিকজ্ঞা দ্রোণদীরূপে		
প্রভৃতি বৃত্তান্ত কথন	১৬৬৩	১-	জন্মিয়া পক্ষ পাণ্ডবের পত্নী		
দ্রোণহস্তা পুত্র জন্মাইবার			হইবে এইরূপ শিবের নির্দেশ	১৬৮৬	১৪
উদ্দেশে যজ্ঞ করিবার জন্ত			পাকালরাজ্য লক্ষ্য করিয়া		
ক্রপদরাজ্যের ব্রাহ্মণ-অধিবস	১৬৬৯	১-	পাণ্ডবগণের উত্তরমুখে গমন	১৬৮৭	১-
যজ্ঞ করিবার জন্ত ক্রপদ			ভীষ্মদের অগ্রে অগ্রে মশাগ		
রাজার পুরোহিত বরণ	১৬৭৩	২২-	ধরিয়া অর্জুনের গমন	১৬৮৮	৪
যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পুরোহিত			গন্ধর্ব ও অর্জুনের বিবাদ	১৬৮৮	৮-
কর্তৃক হবিভক্ষণের জন্ত			গন্ধর্ব ও অর্জুনের যুদ্ধ	১৬৯৩	২৫-
মহিষীকে আহ্বান	১৬৭৬	৩৬	গন্ধর্বের পরাজয় এবং অর্জুন-		
মহিষীর বিলম্ব	১৬৭৬	৩৭	কর্তৃক তাঁহার কেশাকর্ষণ	১৬৯৪	৩২-
পুরোহিতকর্তৃক অগ্নিতে হবি			গৃহিষ্টির নিকটে গন্ধর্বপত্নী		
নিষ্কপ এবং যজ্ঞাগ্নি হইতে			কর্তৃক গন্ধর্বের মুক্তি প্রার্থনা	১৬৯৫	৩৫
ধুইছায়ের উৎপত্তি	১৬৭৭	৩৯	গন্ধর্বকে ছাড়িয়া দিবার জন্ত		
যজ্ঞবেদি হইতে দ্রোণদীর উৎপত্তি	১৬৭৮	৪৪	অর্জুনের প্রতি গৃহিষ্টির আদেশ	১৬৯৫	৩৬
দ্রোণদী শ্রামদণা ছিলেন	১৬৭৮	৪৫	অর্জুনের গন্ধর্ব পরিত্যাগ	১৬৯৫	৩৭
মহিষীকর্তৃক ধুইছায় ও			গন্ধর্বের অঙ্গারপর্ণ নাম ত্যাগ		
দ্রোণদীকে পুত্র ও কন্যা করণ	১৬৭৯	৫১	ও ‘চিররণ’ নাম দারণ	১৬৯৫	৩৮-
ধুইছায়নামের কারণ	১৬৮০	৫৩	গন্ধর্বকর্তৃক অর্জুনের নিকটে		
দ্রোণদীর কুকানামের কারণ	১৬৮০	৫৪	তাঁহার আশ্রয় অঙ্গ ও সখির		
দ্রোণকর্তৃক ধুইছায়কে অঙ্গ-			প্রার্থনা	১৭০০	৫৭
নিকা দান	১৬৮০	৫৫	পুরোহিতবরণের আগন্তুকতা	১৭০১	৭৫
পাকালরাজ্যে গমনসম্বন্ধে			তপতীর উপাখ্যান	১৭০১	৫-
কুন্তী ও গৃহিষ্টির আলোচনা	১৬৮২	৩-	বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র	১৭৩০	৫
পাণ্ডবগণের পাকালরাজ্যে			বশিষ্ঠনামের ব্যুৎপত্তি	১৭৩০	৬
গমনের উদ্দেশ্য	১৬৮৩	১১	পাণ্ডবগণের প্রতি পুরোহিত		
ব্যাসের আগমন	১৬৮৪	১	করিবার জন্ত গন্ধর্বের উপদেশ	১৭৩২	১৬

বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক
কাজুক্কের রাজা গাধি হইতে			পুত্রশোকে বশিষ্ঠের নানা উপায়ে		
বিশ্বামিত্রের উৎপত্তি ...	১৭০৩	৩-	আশ্বহত্যার চেষ্টা ...	১৭৫৩	৪৪-
বিশ্বামিত্রের যুগ্মায় গমন	১৭৩৩	৫	বশিষ্ঠের নদীতলে সন্ধান ...	১৭৫৫	৪-
বশিষ্ঠকর্তৃক বিশ্বামিত্রের অতিথি-			নদীকর্তৃক ভাষাকে তীরে		
সংকার ...	১৭৩৪	৭-	উত্তোলন ...	১৭৫৫	৫
বিশ্বামিত্রকর্তৃক বশিষ্ঠের			ভাষাতে নদীর নাম হইল 'বিপাশা' ১৭৫৫		৬
কামধেনুপ্রার্থনা ...	১৭৩৬	১৮	অশ্রু নদীতে বশিষ্ঠের সন্ধান	১৭৫৬	৮
বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের			বশিষ্ঠকে তীরে ভুলিয়া দিয়া		
বাদান্তবাদ ...	১৭৩৬	১৯-	সেই নদীর শতশত বেগে প্রস্থান,		
বিশ্বামিত্রকর্তৃক বশিষ্ঠের			ভাষাতেই ভাষার 'শতশ্রু' নাম ১৭৫৬		৯
কামধেনু হরণ ...	১৭৩৭	২৩	বশিষ্ঠকর্তৃক রাক্ষসভাব হইতে		
কামধেনু-নন্দিনীর সহিত			কল্যাণপাদের মোচন ...	১৭৫৯	২৭
বশিষ্ঠের কথোপকথন ..	১৭৩৮	২৫-	বশিষ্ঠের গুপ্তে কল্যাণপাদ রাজার		
কামধেনুর অঙ্গ হইতে শক-			পর্যায় গর্ভে অশ্বকরাজার উৎপত্তি ১৭৬৩		৪৫
যবনপ্রকৃতির উৎপত্তি ...	১৭৪০	৩৭-	বশিষ্ঠের পৌত্র উৎপত্তি ...	১৭৬৭	১
বশিষ্ঠসৈন্য ও বিশ্বামিত্র-			বশিষ্ঠপৌত্রের 'পরশর' এই		
সৈন্যের যুদ্ধ ...	১৭৪১	৪০-	নাম করণ ...	১৭৬৫	৩
বশিষ্ঠের প্রতি বিশ্বামিত্রের			সমস্ত রাক্ষসবিনাশের জ্ঞাত		
অস্ত্রবর্ষণ ...	১৭৪২	৪৫	পরশরের ক্রোধ ...	১৭৬৬	৯
বিশ্বামিত্রের পরাজয় ...	১৭৪৩	৫২	বশিষ্ঠকর্তৃক পরশরকে নিবারণ ১৭৬৬		১০
বিশ্বামিত্রের তপস্তা ও ব্রাহ্মণ-			কত্রিয়গণকর্তৃক ভার্গবগণের		
নাশ ...	১৭৪৪	৫৬	হত্যা এবং ভার্গবভাষ্যানের		
বশিষ্ঠপুত্র শকিকে কল্যাণ			গর্ভপর্যন্ত বিনাশ ...	১৭৬৮	১৯
পাদরাজার কণাঘাত ...	১৭৪৬	১১	কোন ভার্গবপত্নীকর্তৃক উরুতে		
কল্যাণপাদের প্রতি শকির			গর্ভ ধারণ ...	১৭৬৮	২১
অভিসম্পাত ...	১৭৪৭	১৩	সেই গর্ভ নির্গত হইয়া কত্রিয়দের		
বিশ্বামিত্রের আদেশে কল্যাণ-			দৃষ্টি হরণ ...	১৭৬৯	২৪
পাদের শরীরে রাক্ষসের প্রবেশ ১৭৪৮		২১	কত্রিয়গণকর্তৃক ব্রাহ্মণীর নিকট		
কল্যাণপাদের প্রতি পুনরায়			দৃষ্টি প্রার্থনা ...	১৭৬৯	২৫
ব্রহ্মশাপ ...	১৭৫১	৩৫-	সেই বালকের 'ঔর্ব' নাম ধারণ ১৭৭২		৮
রাক্ষসরূপি-কল্যাণপাদকর্তৃক			ঔর্বকর্তৃক নিজ ক্রোধানলকে		
শকিকে ভক্ষণ ...	১৭৫২	৪০	সমুদ্রে নিক্ষেপ ...	১৭৭২	২১
বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায়			সেই ঔর্বের ক্রোধানলই বহুবানল ১৭৭২		২২
রাক্ষসরূপি-কল্যাণপাদকর্তৃক			রাক্ষসবধের জ্ঞাত পরশরকর্তৃক		
বশিষ্ঠের সমস্ত পুত্রভক্ষণ	১৭৫২	৪১-	বজ্রাঘাতান ...	১৭৮১	২

বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক
পুলভ্যকর্তৃক সেই বজ্র হইতে			অৰ্জুনের ধন ধারণ, তাহাতে		
পরশরকে নিবারণ ...	১৭৮৪	২১	শুণারোপণ, বাণসজ্জান এবং		
রাক্ষসরূপি-কঙ্কাবশাদকর্তৃক			লক্ষ্যভেদ ... ..	১৮১৯	১৮-
ব্রাহ্মণভকণ ... ..	১৭৮৮	১৫	অৰ্জুনের কৰ্ণে শ্রোণদীর		
রাক্ষসরূপী কঙ্কাবশাদকে			বরমালা সমর্পণ ... ..	১৮২২	২৮
ব্রাহ্মণীর অভিসম্পাত ...	১৭৮৮	১৮-	ক্রপদরাজা শ্রোণদীকে অৰ্জুনের		
পাণ্ডবগণকর্তৃক ধোয়াকে			হস্তে দান করিবার ইচ্ছা করিলে		
পৌরোহিত্যে বরণ ...	১৭৯১	৬	আগত রাজাদের ক্রোধ ও		
পাণ্ডবগণের পাঞ্চালদেশে গমন ১৭৯৩		১-	পরস্পর আলোচনা ... ..	১৮২৩	১-
পাঞ্চালরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব-			স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণের অনধিকার	১৮২৪	৭
গণের কুন্তকারগৃহে বাস ...	১৭৯৮	৬	রাজাদের বৃদ্ধোপক্রম ...	১৮২৫	১২
অৰ্জুনের হস্তেই শ্রোণদীকে দান			শাস্তির অস্ত্র ক্রপদকর্তৃক		
করিবার ইচ্ছা ক্রপদরাজার ছিল ১৭৯৮		৮	ব্রাহ্মণদের আশ্রয় গ্রহণ ...	১৮২৫	১৪
আকাশে লক্ষ্যরূপে একটি কৃত্রিম			রাজাদের বিরুদ্ধে ভীম ও		
যন্ত্রনির্মাণ ... ..	১৭৯৮	১০	অৰ্জুনের বৃদ্ধোপক্রম ...	১৮২৬	১৭-
ক্রপদকর্তৃক কঙ্কাদানের পণ			কৃষ্ণকর্তৃক বলরামের নিকট ভীম		
ঘোষণা ... ..	১৭৯৯	১১	ও অৰ্জুন প্রভৃতির পরিচয় দান ১৮২৬		২০-
স্বয়ম্বরসভায় রাজগণের আগমন ১৭৯৯		১২-	অৰ্জুনের সহিত কর্ণের যুদ্ধ ১৮২৯		৭
স্বয়ম্বরসভায় শ্রোণদীর আগমন ১৮০৩		৩০	ভীমের সহিত শল্যের যুদ্ধ ১৮২৯		৮
ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক পণ জ্ঞাপন ...	১৮০৪	৩৫-	ব্রাহ্মণদের সহিত দুর্যোধন-		
ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক শ্রোণদীর নিকট			প্রভৃতির যুদ্ধ ... ..	১৮২৯	৯
রাজাদের পরিচয় দান	১৮০৫	১-	কর্ণের পরাজয় ... ..	১৮৩৩	২৭
দুর্যোধনপ্রভৃতি অনেক রাজাই			শল্যের পরাজয় ... ..	১৮৩৪	৩৩
ধনুতে শুণারোপণ করিতে			ভীম ও অৰ্জুনকে ব্রাহ্মণ মনে		
পারিলেন না ... ..	১৮১২	১৫-	করিয়া রাজাদের যুদ্ধ হইতে		
কর্ণকর্তৃক ধনুতে শুণারোপণ ও			নিবৃতি ... ..	১৮৩৫	৩৯-
বাণসজ্জান ... ..	১৮১৩	২১	শেষ বেলায় শ্রোণদীকে লইয়া		
শ্রোণদীকর্তৃক কর্ণের প্রত্যাখ্যান ১৮১৪		২৩	ভীম ও অৰ্জুনের সেই কুন্তকার-		
শিঙালার অক্ষমতা ...	১৮১৪	২৪-	গৃহে গমন ... ..	১৮৩৭	৫০
জরাসন্ধের অক্ষমতা ...	১৮১৪	২৬	ভীম ও অৰ্জুন শ্রোণদীকে লইয়া		
শল্যের অক্ষমতা ...	১৮১৫	২৮	যাইয়া কুটীরস্থিত কুতীকে জানা-		
ব্রাহ্মণসভা হইতে অৰ্জুনের			ইলেন যে 'মা ! ভিক্ষা		
উত্থান ... ..	১৮১৬	১	আনিয়াছি' ... ..	১৮৩৮	১
তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের			কুতীও না দেখিয়াই বলিলেন		
নানাপ্রকার ব্যবহার ... ..	১৮১৬	২-	যে, 'সকলে মিলিয়া ভোগ কর' ১৮৩৮		২

বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক
স্থিতির নিকট কুতীর			ক্রপদকর্তৃক পাণ্ডবদের পরিচর-		
উবেগপ্রকাশ ...	১৮৩৯	৪-	জিজ্ঞাসা ...	১৮৬১	১-
স্থিতির ও অর্জুনের			স্থিতিরকর্তৃক আপনাদের		
আলোচনা ...	১৮৪০	৭-	পরিচরদান ...	১৮৬৩	৮-
‘দ্রোণদী সকলেরই তথ্য। হইবেন’			বিবাহসম্বন্ধে ক্রপদ ও স্থিতির		
স্থিতির এইরূপ মত প্রকাশ	১৮৪১	১৬	উক্তি-প্রত্যুক্তি ...	১৮৬৫	২০-
পাণ্ডবগণের নিকটে বৃক ও			বাসের আগমন ...	১৮৬৯	৩৩
বলরামের গোপনে আগমন			বাসের নিকট ক্রপদের মত		
এবং প্রস্থান ...	১৮৪২	১৮-	প্রকাশ ...	১৮৭১	৭-
পূর্বে ভীষ্ম ও অর্জুন যখন			বাসের নিকট বৃষ্টিভ্রাতার মত		
কুন্তকারের গৃহে আসিতেছিলেন,			প্রকাশ ...	১৮৭১	১০-
তখন তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ			বাসের নিকট স্থিতির মত		
গোপনে বৃষ্টিভ্রাতার আগমন,			প্রকাশ ...	১৮৭২	১৩
তাঁহাদের ব্যবহার দর্শন ও			গোষ্ঠী জটিলার সাতটি পতি		
আলাপ শ্রবণ ...	১৮৪৪	১-	ছিল ...	১৮৭২	১৪
তৎপরে বৃষ্টিভ্রাতার ক্রপদের			মুনিক্তা বাকীর দশটি পতি		
নিকট গমন ...	১৮৪৭	১৩	ছিল ...	১৮৭২	১৫
বৃষ্টিভ্রাতার নিকট ক্রপদের প্রাণ	১৮৪৮	১৫-	ক্রপদকে লইয়া বাসের গৃহান্তরে		
ক্রপদের নিকট বৃষ্টিভ্রাতার			প্রবেশ ...	১৮৭৩	২১
সমস্ত বৃত্তান্ত কখন ...	১৮৫০	২-	পক্ষেত্রোপাখ্যান ...	১৮৭৫	১-
পাণ্ডবগণের নিকটে ক্রপদকর্তৃক			পক্ষ ইন্দ্রের পক্ষ পাণ্ডবরূপে এবং		
পুরোহিতপ্রেরণ ...	১৮৫৩	১৪	বর্গলক্ষীর দ্রোণদীপ্তিতে জন্ম	১৮৮৪	৩৫
পুরোহিতকর্তৃক পাণ্ডবদের			ব্যাসকর্তৃক ক্রপদকে দিয়া চক্ষু		
নিকট পরিচর জিজ্ঞাসা ...	১৮৫৩	১৬-	দান এবং ক্রপদকর্তৃক পক্ষ		
স্থিতির উত্তর ...	১৮৫৫	২৩	পাণ্ডবকে পক্ষ ইন্দ্ররূপে ও দ্রোণ-		
পাণ্ডবদের নিকটে দূতের আগমন	১৮৫৬	২৯	দীকে বর্গলক্ষীরূপে দর্শন ...	১৮৮৫	৩৮-
রাজবাড়ীতে বাইবার অস্ত্র দূত-			পুনরায় ঋষিকল্পার উপাখ্যান	১৮৮৬	৪৪-
কর্তৃক পাণ্ডবদের আহ্বান ...	১৮৫৭	১-	এক দ্রোণদীকে পক্ষ পাণ্ডবের পত্নী		
ক্রপদের বাড়ীতে পাণ্ডবদের			হইবার অস্ত্র দান করিতে		
গমন ...	১৮৫৭	৩	ক্রপদের সম্ভাতি ...	১৮৮৯	১-
লক্ষ্যভেদকারীর আভিনিষদের			দেবাবতারদের মধ্যেই অনেক		
অস্ত্র বিবিধ দ্রব্য স্থাপন ...	১৮৫৮	৫	পুরুষের একটি স্ত্রী হওয়া সম্ভব,		
অস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া			মাতৃবৃদ্ধের মধ্যে নহে ...	১৮৯০	৫
সুদ্রোণকরণের গৃহে পাণ্ডবদের			দ্রোণদীর সহিত স্থিতির		
প্রবেশ ...	১৮৬০	১৪	বিবাহ ...	১৮৯৩	১৬-

বিবরণ	পৃষ্ঠার	শ্রোকার	বিবরণ	পৃষ্ঠার	শ্রোকার
পূর পূর চারি দিনে জোপদীর সহিত			পাণ্ডবগণের প্রতি নারদের উপদেশ ১২৫৭	১৮	
ভীষ্মকৃষ্ণ চারি জনের বিবাহ ১৮২৪	২১		হৃদয় ও উপহৃদয়ের উপাখ্যান ... ১২৫৯	২০	
জোপদীর সহিত প্রত্যেক পাণ্ডবের			বিশ্বকর্মানকর্তৃক ভিলোতমার সৃষ্টি ১২৭৪	১১	
কিরূপ সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা			ভিলোতমাকর্তৃক হৃদয় ও উপ-		
নিরূপণ ... ১৮২৪	২৩		হৃদয়ের প্রলোভন ... ১২৮১	২০	
জোপদীর প্রতি কুন্তীর আশীর্বাদ: ১৮২৭	৫-		ভিলোতমার জন্ত হৃদয় ও উপ-		
পাণ্ডবদিগকে কৃষ্ণের উপহার দান ১৮২৯	১৩-		হৃদয়ের দুঃখ এবং মৃত্যু ... ১২৮৩	১৮-	
ক্রপদের রাজধানী হইতে বিবাহ			জোপদীর সহবাসসম্বন্ধে পাণ্ডব-		
দ্বয়ের রাজাদের প্রস্থান ... ১২০২	৮-		গণের নিয়মবিধান ... ১২৮৪	২৭-	
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাণ্ডবসম্বন্ধে			দম্যকর্তৃক ব্রাহ্মণের গোহরণ ... ১২৮৭	৫	
চর্যোপদেশের কুমন্ত্রণা ... ১২০৮	৫-		পাণ্ডবদের প্রতি ব্রাহ্মণের উক্তি ১২৮৭	৭-	
পাণ্ডবসম্বন্ধে কর্ণের মত ... ১২১২	১-		সেই উক্তি শুনিয়া মনে মনে		
ভীষ্মকর্তৃক পাণ্ডবসম্বন্ধে কর্তব্যোপ-			অর্জুনের পর্যালোচনা ... ১২৮৯	১৫-	
দেশ ... ১২১৮	১-		যে ঘরে অস্ত্র থাকিত, সেই ঘরে		
জোপকর্তৃক পাণ্ডবসম্বন্ধে			জোপদীর সহিত যুধিষ্ঠির ছিলেন ;		
কর্তব্যোপদেশ ... ১২২২	১-		তথাপি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া		
কর্ণ ও দ্রোণের পরস্পর কটুক্তি ১২২৫	১৩-		অস্ত্র লইয়া অর্জুনের ব্রাহ্মণগো-		
বিভ্রকর্তৃক পাণ্ডবসম্বন্ধে			রক্ষার্পণ গমন ... ১২২১	২২-	
কর্তব্যোপদেশ ... ১২২৯	১-		অর্জুনকর্তৃক দম্যদের হস্ত হইতে		
পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্ত			ব্রাহ্মণের গোধন প্রত্যাহারন ১২২১	২৪-	
বিভ্রের গমন ... ১২৩৭	৭-		অর্জুনকর্তৃক আপন বনবাসের		
ক্রপদের নিকট বিভ্রের প্রিয়			প্রস্তাব ... ১২২১	২৭-	
ভাষণ ... ১২৩৯	১৬-		অর্জুনের বনবাসসম্বন্ধে তাঁহার		
বিভ্রের নিকট ক্রপদের প্রীতি-			সহিত যুধিষ্ঠিরের আলোচনা ১২২২	২৯-	
নিবেদন এবং পাণ্ডবগণের			অর্জুনের বনবাসার্থ গমন ১২২৩	৩৫	
হস্তিনাগমনে সম্মতি জ্ঞাপন ... ১২৪১	১-		অর্জুনের সহিত ব্রাহ্মণদের		
পাণ্ডবগণের হস্তিনায় গমন ... ১২৪৩	১০-		গমন ... ১২২৪	১-	
পাণ্ডবগণের শিষ্ট ব্যবহার ... ১২৪৫	২৪-		গজাধারে অর্জুনের আশ্রম নির্মাণ ১২২৫	৬	
অর্জু রাজ্য পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে			গজাশ্রম করিয়া উত্তীর্ণার সময়ে		
বাইবার জন্ত পাণ্ডবগণের প্রতি			উল্লীকর্তৃক অর্জুনকে হরণ ১২২৬	১৩	
ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ ... ১২৪৮	৩৭-		০ অর্জুনের নিকট উল্লীর সন্ধান		
পাণ্ডবগণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ... ১২৪৮	৪০		প্রার্থনা ... ১২২৭	১৮-	
ইন্দ্রপ্রস্থ সংস্কার ... ১২৪৯	৪২-				
পাণ্ডবগণের নিকটে নারদের					
আগমন ... ১২৫৬	২				

০ উল্লী যে বিবদা ছিল না, এই কথাটি উল্লেখ ২০  
শ্রোকের ভারতভৌগোলিকায় প্রদর্শিত করা হইয়াছে ।



বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক	বিষয়	পৃষ্ঠা	শ্লোক
সঙ্গমে অর্জুনের আগতি ...	১১৯৭	২১	অর্জুনের সূত্রজাতিসম্বন্ধে		
দ্রোণদীতির অন্ত রমণীসঙ্গমে			কৃষ্ণ ও অর্জুনের আলোচনা	২০২৬	১৬-
ব্রহ্মচর্যা নষ্ট হইবে না, এই বিষয়ে			• অর্জুনের সূত্রজাপরিণয়ে		
উল্লসীকর্তৃক মূর্তি প্রদর্শন ...	১২২৮	২৪-	মুন্নিটির অল্পমোদন ...	২০২৮	২৫
উল্লসীর সহিত অর্জুনের সঙ্গ	২০০০	৩৩-	কৃষ্ণের অমুমতিক্রমে অর্জুন-		
অর্জুনের তীর্থপর্যটন ...	২০০১	২-	কর্তৃক সূত্রাহরণ ...	২০২৯	১-
অর্জুনের মণিপুরে চিত্রাঙ্গদা			অর্জুন সূত্রাকে হরণ করিয়াছেন		
দর্শন ...	২০০৪	১৫-	ইহা সভাপালের নিকট শুনিয়া		
অর্জুনের চিত্রাঙ্গদাকে প্রার্থনা	২০০৪	১৭-	দাদবংশের যুদ্ধোদ্যোগ ...	২০৩২	১৫-
অর্জুনের সেই প্রার্থনার চিত্রাঙ্গ-			বীরগণের প্রতি বলরামের		
দার পিতার সম্মতি ...	২০০৫	১২-	উপদেশ ...	২০৩৩	২১-
অর্জুনের চিত্রাঙ্গদাপরিণয় ও			রক্ষের প্রতি বলরামের		
বক্রবাহনের জন্ম ...	২০০৬	২৬-	উদ্ভেজনা প্রকাশ ...	২০৩৪	২৫-
অর্জুনের দক্ষিণতীর্থে গমন	২০০৭	১-	বলরামপ্রভৃতির নিকট রক্ষের		
জলজন্তুকর্তৃক অর্জুনকে আক্রমণ	২০০৯	১০	সুপরামর্শদান ...	২০৩৬	২-
অর্জুনকর্তৃক জলজন্তুকে উদ্ভোলন	২০০৯	১১	অর্জুনের দ্বারকায় প্রত্যাগমন		
সেই জলজন্তুর স্তম্ভন দারণ	২০০৯	১২	এবং সূত্রাকে বিবাহ করণ	২০৩৮	১৩-
সেই জীকর্তৃক আশ্রয়ভাঙ কথন	২০১০	১৫-	দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে সূত্র-		
অর্জুনকর্তৃক অস্ত্র চারিটী			দ্রাকে লইয়া অর্জুনের ইন্দ্র প্রস্থে		
অঙ্গারার উদ্ধার ...	২০১৬	২১-	আগমন ...	২০৩৯	১৫-
অর্জুনের পুনরায় মণিপুরে গমন	২০১৬	২৩	সূত্রার শিষ্টাচার ...	২০১০	২১-
চিত্রাঙ্গদাকে আশ্রয় করিয়া			প্রচুর উপহার লইয়া কৃষ্ণ ও		
অর্জুনের গোকর্ণতীর্থে গমন	২০১৭	২৫-	বলরামপ্রভৃতি দাদবংশের		
অর্জুনের পশ্চিম তীর্থপর্যটন ও			ইন্দ্র প্রস্থে আগমন ...	২০৪১	২৭-
প্রভাসতীর্থে গমন ...	২০১৯	১-	কৃষ্ণকর্তৃক উপহার দান ...	২০৪৪	৪৪-
কৃষ্ণ ও অর্জুনের সন্মেলন ...	২০২০	৪	বলরামকর্তৃক উপহার দান	২০৪৬	৫৩-
কৃষ্ণ ও অর্জুনের রৈবতকপর্বতে			বলরামপ্রভৃতি দাদবংশের		
বাস ...	২০২১	১১-	দ্বারকায় প্রতিগমন ...	২০৪৮	৬২
অর্জুনের দ্বারকায় গমন	২০২২	১৫	কৃষ্ণের ইন্দ্র প্রস্থে অবস্থান ...	২০৪৮	৬৩
রৈবতকপর্বতে মহোৎসব ...	২০২৩	১	অভিমুখ্যর জন্ম ...	২০৪৮	৬৫
রৈবতকপর্বতে পুনরায় কৃষ্ণ ও					
অর্জুনের আগমন ...	২০২৫	১৩			
অর্জুনের সূত্রজাপর্শন ...	২০২৬	১৪			
সূত্রাকে দেখিয়াই অর্জুনের					
কাষোদ্রেক ...	২০২৬	১৫			

• অর্জুনের সূত্রজাপর্শন পাঠ্যসম্বন্ধেই হইয়াছিল, এই-  
 বিষয় উক্ত ২৫ শ্লোকের ভারতকৌলীলিকার প্রমাণ  
 দ্বিধিত হইয়াছে ।

বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক
'অভিমত্যা'-নামের ব্যুৎপত্তি	২০৪৮	৬৭
অর্জুনের নিকটেই অভিমত্যা		
অস্ত্রশিক্ষা ...	২০৪৯	৭২
দ্রোণদ্বীর গর্ভে যুধিষ্ঠির হইতে		
প্রতিবিজ্ঞার, ভীষ্ম হইতে স্ত্রু-		
সোমের, অর্জুন হইতে ঞ্জতকর্ণার,		
নকুল হইতে শতানীকের এবং		
সহদেব হইতে ঞ্জতসেনের উৎপত্তি	২০৫১	৭৯-
প্রতিবিজ্ঞাপ্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তি	২০৫২	৮১-
অর্জুনের নিকটেই প্রতিবিজ্ঞা-		
প্রভৃতির অস্ত্রশিক্ষা ...	২০৫৩	৮৮
যুধিষ্ঠিরের শাসনে প্রজাদের		
সুখে বাস ...	২০৫৪	২
রাজহকালে যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার	২০৫৫	৩
কৃষ্ণ ও অর্জুনের যমুনায় গমন	২০৫৮	১৭
যমুনাতীরস্থ উজানে কৃষ্ণ ও		
অর্জুনের আমোদপ্রমোদ ...	২০৫৯	১৯-
উজানের নিকটবর্তী একটি স্থানে		
কৃষ্ণ ও অর্জুনের অবস্থান ...	২০৬১	৩১
কৃষ্ণ ও অর্জুনের নিকটে ব্রাহ্মণ-		
ব্রহ্মী অগ্নির আগমন ...	২০৬১	৩৩
কৃষ্ণ ও অর্জুনের নিকট অগ্নির		
খাণ্ডবদাহের প্রার্থনা ...	১০৬৩	৫-
অগ্নির খাণ্ডবদাহের কারণ ...	২০৬৫	১৫-
যেতকিরাজার উপাখ্যান ...	২০৬৬	১৭-
যেতকিরাজার যজ্ঞে বার		
বৎসর পর্য্যন্ত অগ্নির দ্বত পান	২০৭৪	৬৪
তাৎহাতেই অগ্নির অগ্নিমান্দ্য-		
রোগের উৎপত্তি ...	২০৭১	৬৭
অগ্নিমান্দ্যরোগের নিরুত্তি		
উচ্চেস্ত্রে খাণ্ডববন দগ্ধ করিবার		
অগ্নির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ	২০৭৭	৭৫-
অগ্নির সাত বার খাণ্ডববনে		
প্রজলন এবং তত্ত্বাপ্রাণিগণ-		
কর্তৃক নিৰ্বাপণ ...	২০৭৮	৮৩

বিবরণ	পৃষ্ঠা	শ্লোক
খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণ ও অর্জুনের		
সাহায্য প্রার্থনা করিবার অস্ত্র		
অগ্নির প্রতি ব্রহ্মার আদেশ...	২০৮০	১০
অগ্নির নিকট অর্জুনের ধর্ম, বাণ		
ও রথের অভাব জ্ঞাপন ...	২০৮১	১৫-
অগ্নিকর্তৃক অর্জুনকে গাণ্ডীব,		
ধর্ম, দুইটা অস্ত্র তুণ এবং		
কপিধ্বজ রথ প্রদান ...	২০৮৪	৬-
অগ্নিকর্তৃক কৃষ্ণকে স্তম্ভদর্শন		
চক্র দান ...	২০৮৭	২৩-
বক্রগজকর্তৃক কৃষ্ণকে কোমোদকী		
গদা দান ...	২০৮৮	২৮
অগ্নিকর্তৃক খাণ্ডবদাহ আরম্ভ	২০৮৯	৩৫
খাণ্ডবদাহ আরম্ভ হইলে ভয়ঙ্কর		
প্রাণিগণের অবস্থা ...	২০৯১	৪-
ইন্দ্রের নিকট দেবগণকর্তৃক		
খাণ্ডবদাহ জ্ঞাপন ...	২০৯৪	১৬
খাণ্ডববনের অগ্নি নির্বাণের অস্ত্র		
ইন্দ্রকর্তৃক জলবর্ষণ ...	২০৯৪	১৮-
অর্জুনকর্তৃক জলপতন নিবারণ	২০৯৫	১
তক্ষকনাগ তখন খাণ্ডববনে		
ছিল না, কুরুক্ষেত্রে ছিল ...	২০৯৬	৪
তক্ষকপুত্র অশ্বসেনকে উদ্বোধন		
প্রতিরে রাখিয়া দগ্ধ করিবার		
অস্ত্র তক্ষকপুত্রের চেষ্টা ...	২০৯৬	৭
দেবগণের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জুনের		
যুদ্ধ ...	২০৯৭	১২-
দেবগণের পরাজয় ...	২১০৩	৪২-
ইন্দ্রের প্রতি দৈববাণী ...	২১০৮	১৫-
যুদ্ধ হইতে ইন্দ্রের প্রস্থান ...	২১১০	২২
কৃষ্ণকর্তৃক মরদানবের হত্যার চেষ্টা	২১১৩	৭১
অর্জুনকর্তৃক মরদানবকে অস্ত্র দান	২১১৩	৪৩
• মক্ষপালদুর্গের উপাখ্যান ...	২১১৫	৪-

• এই ৪ শ্লোকের ভারতকৌমুদীস্বরূপ আখ্যায়িকার আখ্যায়িক ব্যাখ্যা আছে ।

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	শ্লোকঙ্ক
মন্দপালকর্তৃক অগ্নির স্তব ...	২১১৯	২৩-	পুত্রগণের নিকট মন্দপালের		
পুত্রগণের সহিত করিতার			আগমন ...	২১৪৫	২১
কথোপকথন ...	২১২৬	১৬-	করিতার সহিত মন্দপালের উক্তি	২১৪৬	২৫
মন্দপালের পুত্রগণকর্তৃক অগ্নির			ভাৰ্য্যা ও পুত্রদের সহিত		
স্তব ...	২১১৪	৭-	মন্দপালের অন্তর গমন ...	২১৪৯	৪
পুত্রগণের অন্ত মন্দপালের চিন্তা	২১৪১	১-	ইন্দ্রকর্তৃক কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে বর		
লপিতার সহিত মন্দপালের উক্তি-			দান ...	২১৫০	৮
প্রত্যক্তি ...	২১৪২	৭-	কৃষ্ণ, অৰ্জুন ও ময়নানবের একত্র		
			উপবেশন ...	২১৫১	১৮-

পাঠক্রমে আদিপর্বের বৃহৎ সূচীপত্র সমাপ্ত ॥১॥

## মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের নাম ।

১। আদিপর্ব।	১০। সৌপ্তিকপর্ব।
২। সভাপর্ব।	১১। দ্রৌপদীপর্ব।
৩। বনপর্ব।	১২। শান্তিপর্ব।
৪। বিরাটপর্ব।	১৩। অনুলম্বনপর্ব।
৫। উদ্যোগপর্ব।	১৪। আশ্বমেধিকপর্ব।
৬। ভীষ্মপর্ব।	১৫। আশ্রমবাসিকপর্ব।
৭। দ্রোণপর্ব।	১৬। যৌগন্ধ্যপর্ব।
৮। কর্ণপর্ব।	১৭। মহাপ্রস্থানিকপর্ব।
৯। শল্যপর্ব।	১৮। স্বর্গারোহণপর্ব।
	হরিবংশ-খিল (অর্থাৎ সমাপ্তিগ্রন্থ)

## আদিপর্বের উপপর্ব ।

উপপর্বের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক	উপপর্বের নাম	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। অমূল্যবিশ্বকামপর্ব	১-	১১। চৈত্ররথপর্ব	১৬৬০-
২। পক্ষসংগ্রহপর্ব	২৮-	১২। স্বয়ম্বরপর্ব	১৭৯৩-
৩। পৌণ্ড্রপর্ব	১২৩-	১৩। বৈবাহিকপর্ব	১৮৪৯-
৪। পোলোমপর্ব	২৫৩-	১৪। বিহরাগমন-রাজ্য-	
৫। আত্মিকপর্ব	৩০৪-	লাভপর্ব ...	১৯০১-
৬। আদিবংশাবতারপর্ব	৫৩০-	১৫। অৰ্জুনবনবাসপর্ব	১৯৮৬-
৭। সম্ভবপর্ব	৭২১-	১৬। হস্তদ্রাহরণপর্ব	২০২৩-
৮। অত্মগৃহপর্ব	১৫০৫-	১৭। হরণাহরণপর্ব	২০৩৬-
৯। হিড়িম্ববধপর্ব	১৫৭২-	১৮। খাণ্ডবদাহপর্ব	২০৫৪-
১০। বক্রবধপর্ব	১৬১১-	১৯। ময়নানবপর্ব	২১০৬-

# আদিপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা ।

∴∴∴

মহর্ষি নিম্নেই পর্কসংগ্রহাব্যাসে ( আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ) আদিপর্বের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা গণনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

“অধ্যায়ানাং শতে যে তু সংখ্যাতে পরমর্ষিণা ।

সপ্তবিংশতিরথায়্য ব্যাসেনোত্তমতেজসা ॥১৩২॥

অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ ।

শ্লোকাশ্চ চতুরাশীতির্মুনিনোক্তা মহাশ্বনা ॥১৩৩॥”

অর্থাৎ—মহর্ষি বেদব্যাস আদি পর্ক ২২৭ অধ্যায় এবং ৮৮৮৪ শ্লোক বলিয়াছেন ।

পাঠকমহোদয়গণ নিম্ন-লিখিত তালিকাটি দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, আদিপর্কে উক্ত অধ্যায়সংখ্যার ও শ্লোকসংখ্যার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে ।

অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
১	...	২৬	৩১	...	২৬
২	...	৪০৬	৩২	...	৩৩
৩	...	২০৪	৩৩	...	২২
৪	...	১৩	৩৪	...	১৪
৫	...	৩৪	৩৫	...	৩২
৬	...	৪২	৩৬	...	৩৩
৭	...	২৬	৩৭	...	৪২
৮	...	২৮	৩৮	...	৩৬
৯	...	৩৪	৩৯	...	১১
১০	...	৩১	৪০	...	৩৪
১১	...	১৮	৪১	...	২৩
১২	...	২৭	৪২	...	৪৩
১৩	...	১৩	৪৩	...	১২
১৪	...	৪২	৪৪	...	৩২
১৫	...	৩১	৪৫	...	৩১
১৬	...	১৬	৪৬	...	১৫
১৭	...	১৮	৪৭	...	১৫
১৮	...	১২	৪৮	...	১৫
১৯	...	২৭	৪৯	...	১৫
২০	...	২০	৫০	...	১৫
২১	...	২৫	৫১	...	১৫
২২	...	১৬	৫২	...	১৫
২৩	...	২২	৫৩	...	১৫
২৪	...	৪৮	৫৪	...	১০
২৫	...	৫২	৫৫	...	২৪
২৬	...	৩৫	৫৬	...	১৫
২৭	...	২৫	৫৭	...	১০
২৮	...	২৫	৫৮	...	১৫৬
২৯	...	৩০	৫৯	...	১৫
৩০	...	১২	৬০	...	১৫

অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
২১	...	২২	১৩৭	...	১২
২২	...	৪৪	১৪৮	...	১৩
২৩	...	৪২	১৩২	...	৩৪
২৪	...	১০০	১৪০	...	৩১
২৫	...	১৮	১৪১	...	২১
২৬	...	৭৩	১৪২	...	২২
২৭	...	২৭	১৪৩	...	১৬
২৮	...	৪৪	১৪৪	...	২৮
২৯	...	৪২	১৪৫	...	৪৭
১০০	...	৩৬	১৪৬	...	৩৭
১০১	...	১৭	১৪৭	...	৪৫
১০২	...	১২	১৪৮	...	৩৬
১০৩	...	১৬	১৪৯	...	৪৬
১০৪	...	১২	১৫০	...	২১
১০৫	...	৪৪	১৫১	...	৪০
১০৬	...	১৩	১৫২	...	৩৮
১০৭	...	৪৪	১৫৩	...	২৬
১০৮	...	১৪	১৫৪	...	৩৮
১০৯	...	৪২	১৫৫	...	২৭
১১০	...	১২	১৫৬	...	১৮
১১১	...	১৭	১৫৭	...	২১
১১২	...	৩৬	১৫৮	...	১২
১১৩	...	৪০	১৫৯	...	২৮
১১৪	...	৪২	১৬০	...	৪৬
১১৫	...	৩৭	১৬১	...	১১
১১৬	...	৪২	১৬২	...	১৬
১১৭	...	৮২	১৬৩	...	৮০
১১৮	...	৩৩	১৬৪	...	৪৪
১১৯	...	৩৩	১৬৫	...	২৫
১২০	...	৪৩	১৬৬	...	৪০
১২১	...	৩২	১৬৭	...	১৬
১২২	...	১৩	১৬৮	...	৪৭
১২৩	...	৪৮	১৬৯	...	৪২
১২৪	...	৪২	১৭০	...	৪৮
১২৫	...	২৫	১৭১	...	১৮
১২৬	...	৪৩	১৭২	...	২২
১২৭	...	৭২	১৭৩	...	১৩
১২৮	...	১১১	১৭৪	...	১৩
১২৯	...	৩৬	১৭৫	...	২৬
১৩০	...	৩২	১৭৬	...	১২
১৩১	...	৪১	১৭৭	...	২২
১৩২	...	২৫	১৭৮	...	৩৭
১৩৩	...	৭৭	১৭৯	...	১৬
১৩৪	...	২৭	১৮০	...	২২
১৩৫	...	২৮	১৮১	...	৩০
১৩৬	...	৬২	১৮২	...	২৫

১২৬৭

১৪৪১

১৪৪৬

$$৪৮৮৪ = ১২৬৭ + ১৪৪১ + ১৪৪৬ + ০০৫৫ + ১০৫৮ + ১৫৮২$$

# যুধিষ্ঠিরের সময়\*

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধবৎসর।

মহাভারত জগতে অতুলনীয় গ্রন্থ। ইহার তুলা উৎকৃষ্ট বা বিশাল গ্রন্থ পুণিবীতেই দেখা যায় না। ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও কলাপ্রকৃতি সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা আবার যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এইটুকু মাত্র বলিলেই চলিতে পারে যে, ‘মহুঘের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই মহাভারতে আছে।’ তাই কবি স্বয়ং বলিয়াছেন—“যদিহাস্তি তনুস্তয় ধরেহাস্তি ন কুত্রচিৎ” ইহার ‘অজ্ঞবান্দে বাজালীও বলিয়া থাকে—“যা’ নাই ভারতে, তা’ নাই ভারতে।” তা’র পর, ইহার ভাষা প্রাজ্ঞ ও মধুর, ভাবও মনোহর এবং বৈচিত্র্যময়। সর্লোপেক্ষ ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই গ্রন্থ ইতিহাস হইলেও অমিপ্রণীত বলিয়া হিন্দু ইহাকে আপ্তবাক্য ধর্মগ্রন্থ মনে করে, দর্ম উল্লেখে পাঠ করে এবং পক্ষম বেন বলিয়া স্বীকার করে, আর, জগতের সকল সম্প্রদায়ের লোক ইহার আদর করে এই জন্ত যে, ইহা সকল প্রকার জ্ঞানের আকর এবং ভারতের প্রাচীন চিত্র দেখিবার পক্ষে বিশাল আলেক্সাণ্ডার।

এহেন মহাভারতগ্রন্থের নায়ক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং প্রতিনায়ক কুরুরাজ দুর্যোধন। স্ততরাং ইহাদের চরিত্র জানিবার জন্ত যেমন ‘আকাক্ষা ও কৌতুক জন্মিয়া থাকে, তেমন সময় জানিবার জন্তও আকাক্ষা ও কৌতুক জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সেই সময়নিরূপণসম্বন্ধে বহুতর মতভেদ আছে; তবে, তাহাতে কোন তথ্য বা আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। কেন না, হুই এক শতাব্দীপূর্বের ঘটনা নিয়াই যখন মতভেদ হইতে দেখা যায়, তখন বহুশতাব্দীপূর্বের ঘটনা নিয়া সে মতভেদ হইবে, তাহা ত সম্পূর্ণ সম্ভবপর। তা’র পর, এ বিষয়ে যতগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাও পরস্পরবিরোধী। অতএব যুধিষ্ঠিরপ্রকৃতির সময়নিরূপণসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে প্রথমে ইহাই আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, পরস্পরবিরোধী প্রমাণগুলির মধ্যে কোন প্রমাণ প্রবল এবং কোন্ প্রমাণ দুর্বল। প্রমাণের প্রবলতা বা দুর্বলতা জানিবারও ইহাই সমীচীন উপায় যে, যে উল্লেখে যে শাস্ত্র বা যে গ্রন্থ রচিত, সেই বিষয়ে সেই শাস্ত্র বা সেই গ্রন্থই প্রবল প্রমাণ, অপরগুলি দুর্বল প্রমাণ। ইহার উদাহরণও আমরা এইরূপ দেখিতে পাই; ‘আত্মা বা অদ্যাত্মবিশয় নিরূপণের জন্ত বেদান্তশাস্ত্র, স্ততরাং সে বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ, ধর্মনিরূপণের জন্ত স্মৃতিশাস্ত্র রচিত, অতএব ধর্মনিরূপণসম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ এবং শব্দব্যুৎপাদনের জন্ত ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণীত, স্ততরাং সে বিষয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রই প্রবল প্রমাণ। এইরূপ আরও বহুতর উদাহরণ দেখা যায়। অতএব কুরু-পাণ্ডবের ইতিহাস বিবৃত করিবার জন্ত মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলিয়া কুরু-পাণ্ডবসম্বন্ধে কোন বিষয় নির্ণয় করিতে হইলে মহাভারতকেই প্রবল প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি

• ১৩১৭ সাল ২৭শে অক্টোবর কলিকাতা বঙ্গীয়সাহিত্যসমিতি এবং ২৭ নবেম্বর ১৯১৭ সালেই ৪১১ পৌষ কলিকাতা উৎসবসভায় এই গ্রন্থ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল।

ধাকিতে পারে না। অতএব আমরাও এই নিয়মের অনুসরণ করিয়াই যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ-  
নবন্ধে প্রথমে মহাভারতের বচনই উদ্ধৃত করিলাম।

১। “অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিধাপরয়োঃ ৷”

সমস্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ॥”

(মহাভারত-আদিপর্ব দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩ শ্লোক)

কলি ও ধাপরযুগের সন্ধিকাল অত্যন্ত হ্রস্ব ; তাহাতে অষ্টাদশদিনব্যাপী যুদ্ধ হইতে পারে না। অতএব দুর্গাপূজার অষ্টমীর শেষ দণ্ড এবং নবমীর প্রথম দণ্ড, এই দণ্ডদ্বয়াকাল কাল যেমন সন্ধিপূজার একটি কাল বলিয়া পরিভাষিত হইয়াছে † এবং দিনের শেষ অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত ও রাত্রির প্রথম অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত, এই মুহূর্ত্তদ্বয়াকাল যেমন সাংস্কৃত্যের একটি কাল বলিয়া পরিভাষিত আছে ‡, তেমন এখানেও ধাপরযুগের শেষ কতটুকু এবং কলিযুগের প্রথম কতটুকু, এমন একটি কালকেই ধাপর ও কলির ‘অন্তর’ নামে পরিভাষিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তবে, সেকাল কতটুকু, তাহা আমরা অল্প একটি পরিভাষা দ্বারা ধরিয়া লইতে পারি। সে পরিভাষা এই—“সংখ্যাহিনাদেশে শতম্ ৷” অর্থাৎ কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকিলে শত সংখ্যা ধরিতে হইবে। এই হিসাবে ধাপরের শেষ ৫০ বৎসর এবং কলির প্রথম ৫০ বৎসর এই এক শত বৎসর কালকেই ধাপর ও কলির অন্তর কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে \*। কিন্তু শাস্ত্রে যুগসঙ্খ্যা বা যুগসঙ্খ্যাংশ বলিয়া যে সূদীর্ঘকালের পরিভাষা করা আছে, § তাহা ধরা যাইতে পারে না। কারণ, তত দীর্ঘকাল ধরিলে যুদ্ধের প্রকৃত কাল বুঝিবার জন্য অল্প প্রমাণের সাহায্য লইতে হয় বলিয়া বক্তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না ; বিশেষতঃ তাহা হইলে, অবশ্যই মহর্ষি “অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে” এইরূপ না বলিয়া নিঃসন্দেহাৰ্থ “সঙ্খ্যাকালে চ সম্প্রাপ্তে” এইরূপই বলিতেন। অতএব এইরূপ উক্ত মহাভারতের বচনটির এইরূপ অর্থ দাঁড়াইল যে, ধাপর ও কলিযুগের মধ্যবর্ত্তী একশত বৎসরের অনধিক সময়ের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে কুরুসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল।

† “অষ্টমীনবমীসঙ্কো তৃতীয়া খলু কথ্যতে। তত্র পূজা স্বহং পূত্র। যোগিনীগণসংযুতা ॥ অষ্টম্যাঃ শেবদণ্ডে নবম্যাঃ পূর্বে এব চ। অত্র বা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাকলা ॥” তিথিতত্ত্বত কালিকাপুরাণ।

‡ “উপান্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্ত চ। তমেব সঙ্খ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥” ব্যাসসংহিতা। “ব্রাহ্মবৃদ্ধী চ সত্যং দিনরাত্র্যোৰ্ধাখ্যক্রমম্। সঙ্খ্যামুহূর্ত্তমাখ্যাত্য ব্রাহ্মে বৃদ্ধৌ সন্না স্মৃত্য ॥” বোণিবাঞবক্যসংহিতা।

\* “সংখ্যাহিনাদেশে শতম্” এই শতশব্দদ্বারা কেহ একশত মাস বা দিন ধরিতে চাহিলেও তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কেন না, তাহাতে কোন বস্তুক্ষতি হয় না।

§ “.....ষে সহস্রে ধাপরে তু সঙ্খ্যানৌ তু চতুঃশতে। সহস্রসেকং বর্ধাণাং দিব্যং কলৌ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ যে শতে চ তথাত্তে বৈ সংখ্যাং ন মনীষিভিঃ। .....” মৎস্রপুরাণ ১১৮ অধ্যায়। বরাহসিহিরের বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থেও এই জাতীরই লিখিত আছে। ইহার অর্থ—দেবপরিমাণের দুই হাজার বৎসরে ধাপরযুগ, তাহার সঙ্খ্যা ঐ পরিমাণে দুইশত বৎসর এবং সঙ্খ্যাংশও ঐরূপই দুইশত বৎসর, আবার দেবপরিমাণের এক হাজার বৎসরে কলিযুগ, তাহার সঙ্খ্যা ঐ পরিমাণে একশত বৎসর এবং সঙ্খ্যাংশও ঐরূপই একশত বৎসর। মনুস্তের ৩৬০ বৎসরে দেবতার ১৬০০০ বৎসর হয়। এই হিসাবে মনুস্তপরিমাণে ধাপরযুগের সঙ্খ্যা ১২০০০ বৎসর এবং মনুস্তপরিমাণে কলিযুগের সঙ্খ্যা ৩৬০০০ বৎসর। এই হিসাবে ধাপর ও কলি এই উভয়ের সঙ্খ্যাকাল মনুস্তপরিমাণে ১০৮০০০ একলক্ষ আট হাজার বৎসর।

২। সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে অল্পপর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে একটা কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, ‘দ্বাপন্যশুগেন্ন শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।’ এই কিংবদন্তীও উক্ত মহাভারতের বচনটির সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছে। পুরুষপরম্পরায় এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিবার কারণ এই যে, এ যাবৎ ভারতবর্ষে যত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ একটা প্রধান ঘটনা এবং সেই যুদ্ধই ভারতবর্ষের অবনতির প্রথম ও প্রধান কারণ। কেন না, সেই যুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বীরই নিহত হইয়াছিলেন; যে দুই চারিজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাও বিবাদে যতপ্রায় থাকিয়াই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহাতে উপযুক্ত শিক্ষক না থাকায় উপযুক্ত যুদ্ধশিক্ষা না পাইয়া ক্ষত্রিয়জাতি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্তই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের পরে আর ‘নারায়ণ’ ও ‘ব্রহ্মশির’ প্রভৃতি ভীষণ অস্ত্রের নামও শুনা যায় নাই। তা’র পর, কর্তব্যপরায়ণ রাজারা সেই যুদ্ধে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া পূর্বের জ্ঞান আর ব্রাহ্মণপ্রতিপালক লোক ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা সংসারযাত্রা নির্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জননের জন্তই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহাতে আর তাঁহাদের পূর্বের জ্ঞান অধ্যাত্মবিষয়-প্রভৃতি আলোচনা করিবার অবসর ছিল না। এই জন্তই সেই কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধের পূর্বে রচিত ‘পূর্বমীমাংসা’ এবং ‘উত্তরমীমাংসা’ দর্শনের পরে আর গভীর গবেষণা-পূর্ণ কোন মূল শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল বলিয়া শুনাও যায় না; কেবল পূর্বরচিত শাস্ত্রগুলির উপরে ভাষ্য, টীকা ও টিপ্পনী এবং তাহার সংগ্রহগ্রন্থ রচিত হইয়া আসিতেছে দেখা যায়। অতএব সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই যে ব্রাহ্মণজাতিরও অবনতির কারণ, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে। আবার সেই যুদ্ধে ভারতের প্রায় সকল প্রতাপশালী রাজাই নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া জলে ও স্থলে সর্বত্রই দস্যু ও তন্ত্রের প্রাজ্ঞর্ভাব হইয়াছিল; তাহাতেই সমুদ্রযাত্রা ও দূরতীর্থপর্যটনপ্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছিল ‡। সেই কারণেই বহির্কর্ণাণিজ্য ও অন্তর্কর্ণাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় বৈশ্বজাতিরও সেই সময় হইতেই অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র শূদ্রজাতি যথাস্থানে থাকিলেও উপরের তিনটা জাতিই অবনতির দিকে ধাবিত হওয়ায় সম্পূর্ণ হিন্দুজাতিই ক্রমশঃ অবনত হইয়াছিল। অতএব বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতে যে, সেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধই ভাস্করতবাসী হিন্দু-ব্রাহ্মণ প্রথম ও প্রধান অবনতির কারণ। সুতরাং যে বিপদ উপস্থিত হওয়ায় চিরকালের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যে রোগ উপর হওয়ায় শরীরটা চিরকালের জন্ত স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়ে, সেই বিপদ এবং সেই রোগের উপস্থিতির দিন যেমন চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে, সেইরূপ কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের সময়ও ভারতবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহাতেই ভারতবর্ষে পুরুষপরম্পরায় এই কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, ‘দ্বাপন্যশুগেন্ন শেষে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল’।

কাশ্মীরদেশবাসী রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কল্লণমিশ্রও প্রতিবাদের উপক্রমে ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে \*

‡ “সমুদ্রযাত্রাবীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণঃ ।.....তীর্থসেবাতিদুরতঃ.....। এতানি লোকশুণ্যার্থ কল্যেয়ানি মহাশক্তিঃ। নিবর্তিতানি কৰ্ম্মানি ব্যবহাৎপূৰ্বকং বৃথৈঃ”। উদ্বাহতবস্ত্রত আদিত্যপুৰাণ।

\* রাজতরঙ্গিণী-প্রথমতরঙ্গ-৫২ শ্লোক—“লৌকিকেহংগে চতুর্বিংশে শককালস্ত সাম্রাজ্যং। সপ্ততাত্ত্য-ধিকং বাতঃ সহস্রং পরিবৎসরঃ।” রাজতরঙ্গিণী রচনা করিবার সময়ে কাশ্মীরক ২৪ এবং শকক ১০৭০ অতীত হইয়াছিল। শককের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ ২৪। সুতরাং ১০৭০ + ৭৮ = ১১৪৮।



এই কিংবদন্তীর অতিথি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—“.....ভারতঃ ষাণ্মাসঃ-  
হৃদ্ব্যৰ্থয়েতি বিমোহিতাঃ।” ( রাজতরঙ্গিনী-প্রথমভরঙ্গ-৪৯ শ্লোকাংশ ) অর্থাৎ ষাণ্মাসের শেষে  
কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল এইরূপ কিংবদন্তী দ্বারা অনেক লোকই মোহিত। বন্ধিমবাবুও এই  
কিংবদন্তী শুনিয়া তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে লিখিয়া গিয়াছেন যে, “ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের  
পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ ষাণ্মাসের শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে  
হইয়াছিল।” সুতরাং প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে কাশ্মীরের কল্পণ এবং অনধিক পূর্বে বঙ্গের  
বন্ধিম এই কিংবদন্তী স্বীকার করায় ইহা যে দীর্ঘকাল হইতে ভারতের সর্বত্র চলিতেছে,  
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩। এই কিংবদন্তী এবং উক্ত মহাভারতের বচন অনুসারে এই পর্য্যন্ত জানা গেল যে,  
ষাণ্ম ও কলিযুগের-সন্ধিসময়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এখন কল্যাণ কত, তাহা জানিতে  
পারিলেই সাধারণভাবে যুধিষ্ঠিরের সময় জানা যাইবে। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি-  
গ্রন্থে কালমানাখ্যায় কল্যাণের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—

“যাতাঃ যগ্ননবো যুগানি ভমিতাংগুদ্যুগাঙ্গি ত্রয়ং

নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্তান্তে কলেবৎসরাঃ।...।”

দ্বিতীয় পাদের স্থলার্থ—শকাস্থ আরম্ভ হইবার পূর্বে কলিযুগের ৩১৭২ বৎসর অতীত  
হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মকরন্দকারও বলিয়াছেন—

“শাকো নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ কলেবৃত্যকগণো যুগস্ত” ॥ ৭।

যখন কলিযুগের ৩১৭২ বৎসর অতীত হইয়াছিল, তখন শকাস্থ আরম্ভ হইয়াছিল।

এখন হিসাব করিয়া দেখা যাউক, বর্তমান সময়ে কল্যাণ কত হয়। বর্তমান সময়ে ১৮৫২  
শকাস্থ ( ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ ) চলিতেছে। সুতরাং উক্ত কল্যাণের ৩১৭২ সংখ্যার সহিত, শকাস্থের  
১৮৫২ যোগ করিলেই বর্তমান কল্যাণ পাওয়া যাইবে ; ৩১৭২ + ১৮৫২ = ৫০২৪। অতএব জানা  
গেল যে, আজ হইতে পাঁচ হাজার একত্রিশ বৎসর পূর্বে ( অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে ) কলিযুগ  
আরম্ভ হইয়াছিল ; সুতরাং বর্তমান কল্যাণ ৫০২৪ \*। এখন পূর্বোক্ত মহাভারতের বচন ও  
কিংবদন্তী অনুসারে এইটুকু জানা গেল যে, উক্ত কল্যাণ আরম্ভের অনধিক  
পূর্বে বা সেই বৎসরে, কিংবা তাহার অনধিক পরে কুরু-  
পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল।

৪। এখন যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত সময় জানা অত্যন্ত সহজ হইয়া আসিয়াছে। কেন না,  
মহারাজ যশোধর্মদেব-বিজয়াদিত্যের নবরত্ন-সভার † অন্ততম রত্ন জগদ্বিখ্যাত মহাকবি

† শকনৃপস্ত শকাস্থ, অন্তে আরম্ভাদৌ, নন্দাদ্রীন্দুগুণাঃ কলেবৎসরাঃ, তথা যাতাঃ। নন্দাঃ ২, অত্রয়ঃ  
১, ইন্দুঃ ১, গুণাঃ ৩, অকৃত্ত বামা গতিরিত্তি ৩১৭২।

ণা- বদা কলেবৎসর্য নবাগেন্দুকৃশানুযুক্তঃ অকগণো ভবতি, তদা শাকঃ শকাস্থারম্ভঃ। নব ২, অগাঃ পবত্যঃ  
১, ইন্দুঃ ১, কৃশানবঃ ৩, অকৃত্ত বামা গতিরিত্তি ৩১৭২।

\* আধুনিক পঞ্জিকাঙ্গুহে এই কল্যাণই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† “যশোদরি-কপণকামর-সিংহ-শঙ্খ-বেতালভট্ট-খটকপুত্র-কালিদাসাঃ।

গ্যাতে বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বরকচিন ব বিব্রজত।”

কালিদাস ৩.৬৮ কল্যাণে † ( খৃষ্টাব্দের ৩৩ বৎসর পূর্বে ) তাঁহার “জ্যোতির্বিদ্যাত্মক” ‡ গ্রন্থের দশমাধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—

“যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনো নরাধিনার্থো বিজয়াভিনন্দনঃ ।

ইমেহমু নাগার্জুনমেদিনীবিভুবলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকা নৃপাঃ ॥১১০॥”

যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জুন এবং বলি এই ছয় জন রাজ।  
ক্রমশঃ শকাল- ( লৌকিক গণনাক ) প্রবর্তক ।

তৎপরে লিখিয়াছেন—

“যুধিষ্ঠিরাদ্বেদযুগান্ধরাগ্নয়ঃ কলম্ববিশ্বেহভ্র-খ-খাফটুময়ঃ ।

ততোহমুতং লক্ষচতুষ্টয়ং ক্রমাদ্ধরা-দৃগাষ্টাবিতি শাকবৎসরাঃ ॥১১১॥”

এই জ্যোতির্বিদ্যাত্মকের “সুখবোধিকা” নামী টীকা অনুসারে এইরূপ অর্থ জানা যায়—  
যুধিষ্ঠির হইতে ৩০৪৪ বৎসর, বিক্রমাদিত্য হইতে ১৩৫ বৎসর, শালিবাহন হইতে ১৮০০০, বিজয়াভিনন্দন হইতে ১০০০০ বৎসর, নাগার্জুন হইতে ৪০০০০০ বৎসর এবং বলি হইতে ৮২১ বৎসর, এইভাবে গণনাক চলিয়াছিল, চলিতেছে এবং চলিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪৪ বৎসর অতীত হইলে, বিক্রমাক বা বিক্রমসংবৎ আরম্ভ হইয়াছে ; তাহাতে এখন আর সর্বত্র যুধিষ্ঠিরাক চলে না ; আবার এই বিক্রমাব্দের ১৩৫ বৎসর অতীত হইলে, শকাক বা শালিবাহনাক আরম্ভ হইবে, তখনও আর এ বিক্রমাক সর্বত্র চলিবে না ইত্যাদি । এখন যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের ঐ অক্ষসংখ্যাগুলি যোগ করিলে কি হয় তাহা দেখা যাউক—

যুধিষ্ঠিরাক	...	৩০৪৪
বিক্রমাক	..	১৩৫
শকাক বা শালিবাহনাক ( বর্তমান )		১৮৫২
		৫০৩১

এখন দেখা যাইতেছে যে, পূর্বে যে কল্যাণ ৫০৩১ জানা গিয়াছে, যুধিষ্ঠিরাকও অবিকল তাহাই ৫০৩১ ।

সম্ভবতঃ এবিষয়ে জগতের সকল মনস্বীই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় ‘নবরত্ন’ বলিয়া বিখ্যাত যে নয় জন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা পণ্ডিতমণ্ডলীর

† “বর্ষে: সিদ্ধুর-দর্শনাবধ-ভূশৈখ্যে কলৌ সন্নিতে মাসে মাধবসংজ্ঞিতে চ বিহিতো গ্রহক্রিয়োপক্রমঃ ।

নানাকালবিধানশাস্ত্রগণিতজ্ঞানং বিলোক্যাদরাং উর্দ্ধে গ্রহসমাপ্তিরত্র বিহিতা জ্যোতির্বিদ্যাঃ শ্রীতরে ॥”

জ্যোতির্বিদ্যাত্মক ২২ অধ্যায় ২১ শ্লোক ।

“সিদ্ধুর: ( পুং ) হস্তা” শব্দকল্পদ্রুমঃ । সিদ্ধুর ৮, দর্শন ৬, অধর ০, গুণ ৩, “অক্ষস্য বামা গতিঃ” এই নিয়মে

৩০৩৮ । কালিদাসের এই সময়সম্বন্ধে আমার টীকা ও বঙ্গাবুহাদের সহিত প্রকাশিত মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলপ্রভৃতিগ্রন্থের সুধবন্ধে বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে ।

‡ “জ্যোতির্বিদ্যাত্মককালবিধানশাস্ত্রঃ শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বহুঃ ॥”...

জ্যোতির্বিদ্যাত্মক ২২ অধ্যায় । এই অধ্যায়ে বিক্রমাদিত্যসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে ।

শীর্ষস্থানীয়ই ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কালিদাস কবিষে যেমন সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তেমন জ্যোতিষশাস্ত্রেও অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ‘জ্যোতির্বিদ্যভরণ’ গ্রন্থ দেখিলে এবং কাব্যগ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করিলে প্রমাণিত হইবে\*। তাঁর পর, জ্যোতির্বিদ্যভরণগ্রন্থ যে সেই নবরত্নসভার আলোচিত, সম্ভব ও আদৃত হইয়াছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। অতএব যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণসম্বন্ধে প্রাচীন বা অর্কাচীন যত রকম প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই জ্যোতির্বিদ্যভরণোক্ত প্রমাণের গুরুত্ব যে সর্বাধিক, সে সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে, উক্ত বিষয়ে ভ্রমশ্রান্ত হইতে পারে যে কালিদাস মহাকবি এবং অসাধারণ জ্যোতিষী ছিলেন বটে, কিন্তু বেদব্যাঙ্গপ্রভৃতির ত্রায় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন না, সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরকে বা বিক্রমসংবৎ মিলিতেছিল বলিয়া তাহার কথা লিখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সময়ে দূর ও সূদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত শকাব্দপ্রভৃতির কথা তিনি লিখিয়া গেলেন কি করিয়া? যদিও এবিষয় পর্যালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি আমরা সংক্ষেপে একথা বলিতে পারি যে, অসাধারণ জ্যোতির্বিৎ কালিদাস জ্যোতিষগণনার সাহায্যেই জ্যোতির্বিদ্যভরণে ঐ শকাব্দপ্রভৃতির কথা লিখিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়েও জ্যোতিষিকদিগকে দূর ভবিষ্যৎ গণনা করিতে দেখা যায় এবং সে গণনাও ফলের সঙ্গে মিলিয়া থাকে।

৫। সে যাহা হউক, এখনও এই সন্দেহ রহিয়াছে যে, “যুধিষ্ঠিরাদেবযুগাধরাধ্বয়ঃ” এই জ্যোতির্বিদ্যভরণের লেখা দ্বারা যুধিষ্ঠির হইতে যে ৩০৪৪ বৎসর পাওয়া যাইতেছে, তাহা যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতে, বা তাঁহার রাজ্যলাভ হইতে, অথবা তাঁহার স্বর্গারোহণ হইতে ধরা হইয়াছিল? এই সন্দেহ ভজনেরও পর্যালোচনা প্রমাণই রহিয়াছে। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে † গুজরাটের গালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলিকেশী রবিকীর্তিনামক কোন কবিদ্বারা ‡ রচনা করাইয়া কতকগুলি শ্লোক একখানি শিলাফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; তাহার মধ্যে এই দুইটি শ্লোক দেখা যায়—

“...ত্রিংশংসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।

সপ্তাঙ্গ-শত-যুক্তেষু গতেষ্বেষু পঞ্চসু ॥

পঞ্চাংশংসু কলৌ কালে ষট্শ পঞ্চশতাসু চ।

সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্ ॥”§

\* “...হারা হি ভূমে: শশিনো মলঘোনোরোপিতা শুদ্ধিমত: প্রজাভি:।” রঘুবংশ ১৪ সর্গ, ৪০ শ্লোক। এই বিষয়টা যুক্তিধারাও নিরূপিত হইতে পারে।

“প্রহৈতত: পঞ্চভিক্রমসংক্রমেরন্থধাগৈ: স্মৃতিভাগ্যাসম্পদম্।” রঘুবংশ ৩৯ সর্গ, ১৩ শ্লোক।

“...অজারও রাসিঃ বিম্ব অণুবকঃ পড়িগমণং ৭ করেরি।” মালবিকাগ্নিমিত্র ৩৯ অঙ্ক।

† ৫৫৬ শকালে এই শিলালিপি খোদিত হইয়াছিল, ইহা এই শিলালিপি হইতেই জানা যাইতেছে এবং কালের সহিত ৭৮ বোপ করিলে খৃষ্টাব্দ হয় ইহাও দেখা গিয়াছে। অতএব ৫৫৬ + ৭৮ = ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ জানা গেল।

‡ রবিকীর্তিনামক কোন কবি যে এই শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই শিলালিপিতেই আছে।

§ এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা—“ভারতীয় আহবাস কুরুপাণ্ডবীরাব যুদ্ধে পরম্, ইত: পূর্বেক ত্রিসহস্রেষু। পঞ্চাঙ্গতযুক্তেষু ত্রিংশংসু পঞ্চসু কলৌ কালে ষট্শ পঞ্চশতাসু পঞ্চাংশংসু ষট্শ চ সমাসু। তসরেণ, সমতীতাসু সমতীত, কলৌ কালে ইত্যুৎকীর্ণবিতার্থঃ।

ইহার মৰ্য্যাদ এই যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে ৩৭৩৫ বৎসর অতীত হইলে এবং শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর অতীত হইলে, ( এই শিলাকলক উৎকীর্ণ হইল । )

ইহাতে বুঝা গেল যে, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইতে যখন ৩৭৩৫ বৎসর, তখন শকাব্দের ৫৫৬ বৎসর ছিল। অতএব ৩৭৩৫ হইতে ৫৫৬ বাদ দিলে ৩১৭৯ থাকে ; ঐ ৩১৭৯ যুধিষ্ঠিরাজেরই শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল ইহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি। সুতরাং এখন এই যুধিষ্ঠিরাজ এবং শকাব্দ যোগ করিয়া দেখা যাউক কি হয়—

যুধিষ্ঠিরাজ	...	৩১৭৯
বর্তমান শকাব্দ	...	১৮৫২
		<hr/>
		৫০৩১

বর্তমান ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কল্যাণ ও ৫০৩১ ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। অতএব এই শিলালিপি অনুসারে নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে যে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিন অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাজের রাজ্যলাভের দিন হইতেই যুধিষ্ঠিরাজ আরাব্ধ হইয়াছিলেন।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হইবার পরদিনই যে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার কারণ এই যে, “সপ্ত বিভাগমা ধর্ম্মা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ.....” এই মন্তব্য অনুসারে জয়কেও একটা স্বত্বের কারণ বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ জয় হইলেই বিজিত দ্রব্য বিজেতার স্বত্ব জন্মে। সুতরাং যুদ্ধে জয় হওয়ার পরেই রাজ্যে যুধিষ্ঠিরের স্বত্ব জন্মিয়াছিল।

এই ক্ষণ মহাভারত হইতে উদ্ধৃত “অস্ত্রে চৈব সস্ত্রাপ্তে” ইত্যাদি বচন, ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচলিত উল্লিখিত চিরকিংবদন্তী, ভাস্করাচার্য্য ও মকরন্দকারের কল্যাণনিরূপণ, কালিদাসের জ্যোতির্বিদ্যাতরঙ্গ এবং গুর্জররাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর শিলালিপি, এই কয়টা বিষয়ের অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য দেখিয়া, যুধিষ্ঠিরের এই সময়নিরূপণসম্বন্ধে সন্দেহ না থাকায় বস্তুতই হৃদয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছে এবং আনন্দে উদ্বেলিত হইতেছে। সে যাহা হউক, এখন সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সত্যতঃ হইতে ৫০৩১ বৎসর পূর্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই বৎসরকেই যুধিষ্ঠিরাজের রাজ্যলাভের দিন এবং কল্যাণের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।

তবে একমাসে বা একদিনে যুধিষ্ঠিরাজ এবং কল্যাণ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল না। ইহার প্রমাণ, ভারতসাবিত্রীতে পাওয়া যায়। †

“হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্।

প্রবৃত্তং ভারতং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে ॥

... ..

অমাবস্তান্ত মধ্যাহ্নে নিহতঃ শল্য এব চ।

অমাবস্তান্ত সন্ধ্যায়াং রাজা দুৰ্য্যোধনো হতঃ ॥”

বেদে অগ্রহায়ণ ও পৌষমাসকে হেমন্ত ঋতু বলা হইয়াছে, আর যমদৈবতনক্ষত্র ভরণী \*।

† ভারতসাবিত্রী যে কোন্ গ্রন্থের অন্তর্গত তাহা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তবে, ইহা যে আর্ব এবং প্রমাণিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেন না, অনেক স্থানে আছে এই ভারতসাবিত্রী পঠিত হইয়া থাকে এবং ভীষ্ম-পর্বের ১৭ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকের টীকার নীলকণ্ঠ ইহার অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

\* “.....সহস্র সহস্রতঃ হৈমন্তিকাবুতঃ...” তিথিতত্ত্বতঃ ভিত্তিঃ। “অবি-বহ-দহন-কমলজ-শশি-সুলভ-বসিতি-জীব-কনি-পিতরঃ...” ইত্যাদি জ্যোতিষবচন অনুসারে ভরণী যমদৈবতনক্ষত্র।

অতরাং অগ্রহায়ণমাসের গুরুপক্ষের ত্রয়োদশী দিন ভরণীনক্ষত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং পরবর্তী অমাবস্যার দিন মধ্যাহ্নকালে শল্য রাজা এবং সন্ধ্যাকালে কুরুরাজ দুর্যোধন ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। অতএব মুখ্যচাক্স অগ্রহায়ণমাসের অমাবস্যাতে যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল, তাহার পরদিনই পৌষমাসের গুরুপক্ষের প্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন এবং সেই দিন হইতেই যুধিষ্ঠিরাক্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল; আর সেই পৌষমাসের গুরুপ্রতিপদ হইতে দেড় মাস অর্থাৎ ৪৫ দিন পরে মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া সেই মাঘী পূর্ণিমা হইতেই কল্যাক্ষ গণনা চলিয়া আসিতেছে। মাঘী পূর্ণিমাতেই যে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তিথিতত্ত্বত বিষ্ণুপুরাণের বচন—

“বৈশাখমাসস্ত তু যা তৃতীয়া নবম্যসৌ কার্ত্তিকগুরুপক্ষে।

নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে ত্রয়োদশী, পঞ্চদশী চ মাঘে ॥

এতা যুগাভাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ।”

অতএব একই বৎসরে পৌষী গুরুপ্রতিপদে যুধিষ্ঠির-রাজ্য এবং তৎপরবর্তী মাঘী পূর্ণিমাতে কল্যাক্ষ আরম্ভ হইয়াছিল।

অতরাং যুধিষ্ঠির ষাপরযুগের শেষ দেড়মাস এবং কলিযুগের প্রথম অবস্থায় রাজত্ব করিয়া ছিলেন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অতএব আধুনিক পঞ্জিকাকারগণ যে, যুধিষ্ঠিরকে ষাপরের শেষরাজা এবং কলিযুগের প্রথম রাজা বলিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহাও ইহা দ্বারা সমর্থিত হইল।

— :: —

পঞ্চ পাণ্ডব এবং দুর্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুর সময়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক মনস্বী যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া আপন আপন মতানুসারে সুদীর্ঘ এক এক শতাব্দী বা তদন্তর্গত একটী মাত্র বৎসরই নিরূপণ করিয়া চরিতার্থ এবং সাধারণের ধন্ববাদভাজন হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমাদের সে শতাব্দী বা তাহার অন্তর্গত একটী বৎসরমাত্র নিরূপণ করিলে চলিবে না। কারণ, আমরা মহাভারতের যথাস্থানে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন এবং দুর্যোধনের কোলী সঙ্লিবেশিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি; তাহাতে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জন্মসম্বন্ধীয় বৎসর, মাস, দিন, এমন কি দণ্ডপর্য্যন্ত আমাদের নিরূপণ করা আবশ্যিক; তবে তাহা অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেন না, মহাভারত যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির ইতিহাস; অতরাং তাহাতে উহাদের প্রায় সমস্ত বৃত্তান্তই পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির যে বৎসর রাজা হইয়াছিলেন, সে বৎসরের কথা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদেই বলিয়া আসিয়াছি, এখন সেই সময়ে তাঁহার ও ভীমপ্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল, ইহা জানিতে পারিলেই অনায়াসে তাঁহাদের জন্মবৎসর জানা যাইবে; তা’র পর মহাভারতের আদিপর্ক ১১৭ অধ্যায়ে উহাদের জন্ম-মাস-তিথি এবং লগ্নপ্রভৃতি কোলী করিবার উপকরণ প্রায় সমস্তই সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। অতরাং উহাদের কোলী করা ছুটর হইবে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, যুধিষ্ঠির যখন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার ও ভীমপ্রভৃতির কত বৎসর করিয়া বয়স হইয়াছিল, ইহাই এখন পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইক। মহাভারত-

আদিপর্ব ১২০ অধ্যায়ে (মুদ্রার নির্ণয়সাগরবয়ে মুদ্রিত পুস্তকে আদিপর্ব ১৩৪ অধ্যায়ে) এই কবচী বচন দেখা যায়—

“পাণ্ডবানামিহামুখ্যং শৃণু কোরবনন্দন ।।

জগাম হাতিনপুংঃ ষোড়শাকো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১০॥

ভীমসেনঃ পঞ্চদশো বীভৎসুর্বে চতুর্দশঃ ।

ত্রয়োদশাকো চ যমো জগদুর্নগসাহবয়ম্ ॥১১॥

তত্র ত্রয়োদশাকানি ধার্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিতাঃ ।

যথাসান্ জাতুবগৃহান্মুক্তা জাতো যটোৎকচঃ ॥১২॥

যথাসানেকচক্রায়াং বর্ষং পাঞ্চালকৈ গৃহে ।

ধার্তরাষ্ট্রৈঃ সহোষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি ভারত ! ॥১৩॥

ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্তে ত্রীণি বর্ষাণি বিংশতিম্ ।

দ্বাদশাকানথৈকঞ্চ বভূবুদ্যুতিনির্জিতাঃ ॥১৪॥

ভুক্তা যটত্রিশতং রাজন্ ! সাগরাস্তাং বহুঙ্করাম্ ।

মাসৈঃ ষড়্ভিমহাত্মানঃ সর্বৈ বৃক্ষপন্নায়ণাঃ ॥১৫॥

রাজ্যে পরীক্ষিতং স্থাপ্য দিষ্ঠাং গতিমবাগ্নুবন্ ।

এবং যুধিষ্ঠিরস্যাসীদায়ুর্যোতুরং শতম্ ॥১৬॥

এই বচনগুলির মর্মার্থ—যুধিষ্ঠিরের ১৬ বৎসর, ভীমের ১৫ বৎসর, অর্জুনের ১৪ বৎসর এবং নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়সের সময় তাঁহারা জন্মস্থান শতশৃঙ্গপর্বত (হিমালয়ের অংশবিশেষ) হইতে হস্তিনারাজধানীতে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা দুর্যোধনপ্রভৃতির সঙ্গে ১৩ বৎসর বাস করেন, পরে জটুগৃহে যাইয়া ৬ মাস থাকিয়া তথা হইতে চলিয়া যান; পথে যটোৎকচের জন্ম হয়; তৎপরে তাঁহারা একচক্রাপুরীতে ৬ মাস থাকিয়া ক্রপদ রাজার ভবনে ১ বৎসর থাকেন, তথা হইতে আসিয়া আবার হস্তিনায় দুর্যোধনপ্রভৃতির সঙ্গে ৫ বৎসর থাকিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া ২৩ বৎসর অতিবাহিত করেন, তৎপরে দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ১২ বৎসর বনবাস এবং ১ বৎসর অজ্ঞাত বাস করেন, (তাঁহার পর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুধিষ্ঠির রাজা হন) তৎপরে তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর তাঁহারা পরীক্ষিৎকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির ৬ মাসে স্বর্গলোকে যাইয়া উপস্থিত হন। (আর, ভীমপ্রভৃতি সকলেই স্বর্গে যাইবার পথে পর্বত হইতে পতিত হন) এই হিসাবে স্বর্গারোহণ করিবার সময়ে যুধিষ্ঠিরের ১০৮ বৎসর ৬ মাস বয়স হইয়াছিল।

হস্তিনায় উপস্থিত হইবার সময়ে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির যে উক্তরূপই বয়স হইয়াছিল, তাহা আদিপর্ব-প্রথম অধ্যায়ের ৭৭ শ্লোকটী পর্যালোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। যথা—

“ঋষিভিঃ তদা নীতা ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রীতি স্বয়ম্ ।

শিশবশ্চাভিরূপাশ্চ জটীলা ব্রহ্মচারিণঃ ॥৭৭॥”

মুনিরা নিজেরাই দুর্যোধনপ্রভৃতির নিকটে তখন ব্রহ্মচারী, জটীধারী ও স্তম্ভরাকৃতি সেই বালক কবচীকে নিয়া গেলেন ॥৭৭॥

উপনয়ন না হইলে ব্রহ্মচারী হয় না ; অথচ কত্বির উপনয়ন একাদশ বৎসরে বিহিত \* । হতরাং নকুল ও সহদেবের একাদশ বৎসরে উপনয়ন হইলে এবং তাহার পর এক বৎসরের কিছু অধিক কাল সেই পৰ্ব্বতে থাকিয়া পাণ্ডু পরলোক গমন করিলে, নকুল ও সহদেবের ১৩ বৎসর বয়স হয় ; তাহাতে যুধিষ্ঠিরের ১৬, ভীমের ১৫ এবং অৰ্জুনের ১৪ বৎসর বয়সই দাঁড়ায় ।

সে বাহা হউক, উক্ত বচনগুলি পর্যালোচনা করিয়া ইহাই বুঝা যায় যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরের ৭২, ভীমের ৭১, অৰ্জুনের ৭০ এবং নকুল ও সহদেবের ৬৯ বৎসর বয়স হইয়াছিল † । তাহার পর, জ্যোতিষপ্রভৃতি শাস্ত্রের নিয়ম আছে যে, বয়স হিসাবে যে বৎসর, মাস বা দিন লিখিত হয়, তাহা অতীতই ধরিতে হয় । সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির বয়সক্রমে ৭২, ৭১, ৭০ ও ৬৯ বৎসর এবং কয়েক মাস ও দিন অতীত হইয়াছিল । ওদিকে পূৰ্ব্ণ পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, অগ্রহায়ণমাসে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং পরবর্তী মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ ও কল্যাক আরম্ভ হইয়াছিল, আবার আদিপর্কেরই ১১৭ অধ্যায়ের সুস্পষ্ট বচন ও যুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের, চৈত্রমাসের গুরুজ্যোদশীতে ভীম ও দ্রুপ্যোধনের এবং ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমায় অৰ্জুনের জন্ম হইয়াছিল ‡ । এখন ইহা জানা গেল যে, সেই জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় যুধিষ্ঠিরের ৭২ বৎসর, চৈত্রমাসের গুরু জ্যোদশীতে ভীমের ৭১ বৎসর, এবং ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমায় অৰ্জুনের ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল ; তখন তাঁহারা অজ্ঞাতবাস হইতে মুক্ত হইয়া দ্রুপ্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা করেন এবং তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে থাকেন ; তাহাতে আষাঢ়মাস হইতে অগ্রহায়ণমাসের গুরুজ্যোদশীপর্যন্ত সময় অতীত হয় । তাহার পর, অগ্রহায়ণমাসের গুরুজ্যোদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া আঠার দিনের দিন অমাবস্যাতে জয়লাভ করেন, তাহার পরদিন পৌষী গুরুপ্রতিপদে যুধিষ্ঠির রাজা হন এবং তৎপরবর্তী মাঘী-পূর্ণিমাতে কলিযুগ ও কল্যাক আরম্ভ হয় । সুতরাং এই হিসাবে নিম্নে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির জন্ম ও মৃত্যুর সময় লিখিত হইল ।

১। কল্যাক আরম্ভের ৭২ বৎসর, ৭ মাস, ২৯ দিন পূর্বে, ( ৩১৭৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) জ্যৈষ্ঠ-মাসে, পূর্ণিমা তিথিতে, দিনের বেলা ১৬ দণ্ডসময়ে শতশৃঙ্গপর্বতে যুধিষ্ঠিরের জন্ম এবং ৩৭ কল্যাকে ( ৩০৬৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) স্বর্গারোহণ হইয়াছিল ।

২। কল্যাক আরম্ভের ৭১ বৎসর, ১০ মাস ২ দিন পূর্বে ( ৩১৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) চৈত্র-মাসে, গুরুপক্ষের জ্যোদশী তিথিতে, দিনের বেলা ১৬ দণ্ড সময়ে শতশৃঙ্গপর্বতে ভীমসেনের জন্ম এবং ৩৭ কল্যাকে ( ৩০৬৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) মৃত্যু ।

৩। কল্যাক আরম্ভের ৭১ বৎসর, ১০ মাস, ২ দিন পূর্বে ( ৩১৭৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) চৈত্র-

\* “পৰ্ব্বতিমেষ্টমে বাখে ব্রাহ্মপ্তোপনায়নম্ । রাজ্যমেকাদশে সৈকে বিশামেকে বখা কুলম্ ।”  
বাক্যবাসংহিতা ।

† এই বয়সে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি বৃদ্ধ এবং অকম হইবারই সম্ভাবনা ; এরূপ ধারণা করা সম্ভব নহে । কারণ, উঁহাদেরই, পিতামহ ভীম এবং জ্যোতিষপ্রভৃতি বখানিয়মে বৃদ্ধ করিয়াছিলেন ইহা মহা-ভারতেই দেখা যায় । তাঁর পর, ইয়ুরোপীয় মহাবুদ্ধের সময় জার্মানসেনাপতি হিটলবার্গেরও ৮২ বৎসর বয়স ছিল বলিয়া শুনা যায় এবং বর্তমান সময়েও এরূপ বয়সের অনেক লোককেই সমস্ত কার্যকর দেখা যায় ।

‡ এই আদিপর্কের ১১৭ অধ্যায়ে নকুল ও সহদেবের জন্মবাসপ্রভৃতির কোর উল্লেখ নাই । হতরাং উঁহাদের কোন্নি বেত্তা হইবে না ।

মাসে, গুরুপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে, রাত্রি ৬ দণ্ডসময়ে হুগোখনের জন্ম এবং কল্যাক আরম্ভের দেড় মাস পূর্বে ( ৩০২৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) রণক্ষেত্রে মৃত্যু । \*

৪। কল্যাক আরম্ভের ৭০ বৎসর, ১০ মাস ২২ দিন পূর্বে ( ৩১৭২ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) ফাল্গুনমাসে, পূর্ণিমা তিথিতে, দিনের বেলা ২১ দণ্ডসময়ে, শতশৃঙ্গপর্বতে অজ্ঞানের জন্ম এবং ৩৭ কল্যাকে ( ৩০৬৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) মৃত্যু ।

৫। কল্যাক আরম্ভের ৬৯ বৎসর পূর্বে ( ৩১৭১ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) শতশৃঙ্গপর্বতে নকুল ও সহসেবের জন্ম এবং ৩৭ কল্যাকে ( ৩০৬৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে ) মৃত্যু । †

অন্ত ৫০৩১ কল্যাকের, ১৮৫২ শকাব্দের এবং ১৩৩৭ সালের ১২শে অগ্রহায়ণ ( ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর ) । স্মরণ্যে অন্ত হইতে ৫১০৩ বৎসর পূর্বে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইয়াছিল । এই নিয়মে ভীমপ্রভৃতিরও গণনা করিতে হইবে ।

### বিরোধ সমাধান ।

এই সম্বন্ধে জানা গেল যে, যুধিষ্ঠির যে দিন রাজা হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে যুধিষ্ঠিরাক্ষ এবং তাহার দেড় মাস পর হইতে কল্যাক আরম্ভ হইয়াছিল । ওদিকে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ ও কঙ্কিপুুরাণে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে দিন মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন, সেই দিন কলি প্রবেশ করিয়াছিল । যথা—

‘যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহহনি ।

প্রতিপন্নঃ কলিযুগমিতি প্রাহঃ পুরাবিদঃ ॥’ শ্রীমদ্ভাগবত ১২-২ ৩৩ শ্লোক ।

“যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহহনি ।

প্রতিপন্নঃ কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে ॥ “বিষ্ণুপুরাণ ৪-৩৪-৪০ শ্লোক ।

“যস্মিন্ দিনে হরির্ধাতো দিবং সমুজ্য মেদিনীম্ ।

তস্মিন্ দিনেহবতীর্ণোহয়ং কালকায়ঃ কলিঃ কলি ॥” ব্রহ্মপুরাণ ২১২-অ-৮৫ শ্লোক ।

“গতে কৃষ্ণে স্বনিলয়ং প্রাচুভূতো যথা কলিঃ ।” কঙ্কিপুুরাণ ১অ-১৩ শ্লোক ।

এই বচনগুলি যুক্তিসঙ্গতও বটে । কেন না, সাক্ষাৎ ধর্মপ্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকিতে, পাপপ্রবর্তক কলি প্রবেশ করিতে সমর্থ ছিল না । এদিকে যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং সেই ষট্‌ত্রিংশতম বৎসরেই শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রয়াণ করেন । যথা—

“ষট্‌ত্রিংশেহথ সম্প্রাপ্তে বর্ষে কৌরবনন্দনঃ ।

দদর্শ বিপরীতানি নিমিত্তানি যুধিষ্ঠিরঃ ॥

ষট্‌ত্রিংশেহথ ততো বর্ষে কৃষ্ণীনামনয়ো মহান্ ।

অন্তোণ্ড্য মুসলৈস্তে তু নিজম্নঃ কালচোদিতাঃ ॥”

( মহাভারত, মৌসলপর্ব, প্রথম অধ্যায়, প্রথম ও ত্রয়োদশ শ্লোক )

\* “যস্মিন্ হনি ভীমস্ত জন্মে ভরতসন্তনু । হুগোখনোহপি তত্রৈব প্রজন্মে বহুবাণি ।” আদিপর্ব ১১৭ অধ্যায় ২১ শ্লোক । ইহাতে জানা যায়—ভীম ও হুগোখনের এক তারিখেই জন্ম ; যথাক্রমে ভীমের জন্ম সেখানে লিখিতই আছে, আর যুক্তি দ্বারা জানা যায় যে, সেই রাত্রিতে তুলসীরে হুগোখনের জন্ম হইয়াছিল । তদ্ব্যতীত ভারতকৌমুদীকার যুক্তি অব্যর্থ ।

† নকুল ও সহসেবের জন্মকালপ্রভৃতি মূলে লিখিত নাই বলিয়া তাহা দেখা গেল না । স্মরণ্যে ইহাদের কেজিও মেওয়া বাইবে না ।



অতএব যুধিষ্ঠিরের ৩৬ বৎসর পরে কল্যাণের আরম্ভ ধরা উচিত ছিল। ইহার উত্তরে আমরা বলিব—যেমন সূর্য্যোদয়ের চারি দণ্ড পূর্বে হইতেই-শাশ্বে দিন বলিয়া ধরা হয় \*, অথচ সূর্য্যোদয় হয় তাহার পরে; তেমন এক্ষেত্রেও বিধাতার নিয়মামুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যালাভের দেড়মাস পর হইতেই কলির অধিকার হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞমান ছিলেন বলিয়া তৎকালে প্রবেশ করিতে না পারায় ৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ হইলেই কলি প্রবেশ করিয়াছিল বা নিজের প্রভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং ভাস্করাচার্য্যপ্রভৃতি কলির অধিকার ধরিয়া কল্যায় গণনা আরম্ভ করিয়াছেন; আর শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি কলির প্রভাব ব্যক্ত করাকেই কলির প্রবেশ বলিয়াছেন। অতএব উভয় মতের কোন বিরোধ নাই।

২। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতার ১৩ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

“আসন্ মবাস্ত্ৰ মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতো।

যড়্বিগপঞ্চবিম্বতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥

একেক্স্মিন্দ্বৈ শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।”...

ইহার তাৎপর্য্য এই—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যালাভ হইতে ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শককাল আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং বর্তমান শককাল ১৮৫২, তাহার সহিত ঐ ২৫২৬ যোগ করিলে ৪৩৭৮ হয়। এদিকে বর্তমান কল্যায় ৫০৩১, তাহা হইতে ঐ ৪৩৭৮ বাদ দিলে ৬৫৩ থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, বরাহমিহিরের মতে ৬৫৩ কল্যায়ে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন।

বরাহমিহিরের এই মত অনুসরণ করিয়াই কল্লণমিশ্র ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ-তরঙ্গিনী-গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে লিখিয়া গিয়াছেন—

“শতেষু ঘটনু সার্কেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।

কলেগতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥৫১॥”

(কুরুপাণ্ডবান্তেযাং যুদ্ধানি) ৬৫৩ কল্যায়ে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই মতেও কল্যায় ঠিকই আছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকাল তাহা হইতে ৬৫৩ বৎসর পরবর্তী হইতেছে ইহাই বিরোধ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নয়জন পণ্ডিত “নবরত্ন” নামে বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের মতের গুরুত্ব অস্বাভাবিক পণ্ডিতের মত অপেক্ষা অনেক অধিক। তাঁর পর, এই বরাহমিহিরও সেই নবরত্নসভার বরাহমিহির নহেন। কেন না, আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, সেই নবরত্নসভা খৃষ্টাব্দের ৩৩ বৎসর পূর্বে বিজ্ঞমান ছিল, আর এই বরাহমিহির খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহার শেষ ভাগে তিরোভূত হন †। সুতরাং জ্যোতির্বিদ্যভরণকার কালিদাসের মত অপেক্ষা এই বরাহমিহিরের মত বিশেষ দুর্বল। দ্বিতীয় কথা এই যে, কুরুপাণ্ডবের সমস্ত বৃত্তান্ত বলাই যে গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই মহাভারতের সুস্পষ্ট বচনের সঙ্গে যে মতের মিল হইবে, সেই মত গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। অতএব পূর্ব্বোক্ত “অন্তরে ঠৈব সম্ভ্রান্তে” ইত্যাদিমহাভারতবচনের সহিত কালিদাসের মত ও উক্ত শিলালিপিকারের মত মিলিত হয় বলিয়া তাহাই গ্রাহ্য।

\* “ত্রিবাণাং রজনীং প্রাহত্যাভ্যন্তর্য্যতঃ। নাদীনাং তদ্বতে সজ্জা দিবসাত্তমসজিতঃ।” তিথিতত্ত্বং।

† ব্রহ্মগুপ্তরচিত পঞ্চাঙ্গের লিখিত বরাহমিহিরের মত—“নবরত্নকল্পকলসংখ্যাপাশে বরাহমিহিরচারণো দিবং গতাঃ”।

ইহাতে বরাহমিহির ও কল্লণমিশ্রের মত পরিভ্রাণ করিতে বলা হইল না ; কিন্তু পণ্ডিতসম্প্রদায়সিদ্ধ এই রীতির অনুসরণ করিতে বলা হইল যে, স্বভিত্তি মধ্যে মনুষ্যভিত্তি প্রধান † স্তত্রাং তাহার সঙ্গে অস্ত্র স্বভিত্তি বিরোধ হইলে, সেই মনুষ্যভিত্তি বখাশ্রুত অর্থ রাখিয়া, ‡ অস্ত্র স্বভিত্তি বিত্তিন্নার্থ করিয়া, সেই অস্ত্র স্বভিত্তিকে যেমন মনুষ্যভিত্তির সহিত মিলিত করিবার রীতি আছে ; এ ক্ষেত্রেও তেমন কালিদাস ও শিলালিপিকারের মতের সহিত বিরোধ হইয়াছে বলিয়া এই ভাবে বরাহমিহির ও কল্লণমিশ্রের মতের মিল করিতে হইবে যে, কলি ও ষাপরের স্তত্রার্থ সন্ধিকালের মধ্যে ষাপরের অন্তঃপাতী শেষ ৬৫৩ বৎসর ধরিয়া বরাহমিহির ও কল্লণমিশ্র ঐ কথাগুলি বলিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই বিরোধভঞ্জনের অস্ত্র কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

৩। তা'র পর অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের কয়েকটী বচন দেখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। সে বচন কয়টী এই—

“আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্বর্ষসহস্রস্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥২৬॥

সপ্তর্ষীগান্ত যৌ পূর্বেদী দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।

তয়োস্ত মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যেতে যৎ সমং নিশি ॥২৭॥

তেনৈব ঋষয়ো যুক্তান্তিষ্ঠন্ত্যকশতং নৃণাম্।

তে স্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘাঃ ॥২৮॥

... ..

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মঘাসু বিচরন্তি হি।

তদা প্রবৃত্তস্ত কলির্দশাশ্বতাত্মকঃ ॥৩১॥

যদা মঘাভ্যো যান্তস্তি পূর্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।

তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেব কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩২॥”

( শ্রীমদ্ভাগবত, ষাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায় )

রাজা পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব বলিতেছেন—“আপনার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দের অভিব্যেকপর্য্যন্ত এক হাজার এক শত পঞ্চদশ বৎসর। নক্ষত্ররূপী সপ্তর্ষিগণের মধ্যে যে ছই জন ঋষিকে আকাশে প্রথম উদিত হইতে দেখা যায়, তাঁহাদের মধ্যে আবার বাহাকে রাজিতে সমান দেখা যায়, সেই নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইয়া সপ্তর্ষিগণ মনুষ্যপরিমাণের এক শত বৎসর অবস্থান করেন। সেই সপ্তর্ষিগণ এখন আপনার সময়ে মঘানক্ষত্রে আছেন। সপ্তর্ষিগণ যখন ( এখন ) মঘা নক্ষত্রে বিচরণ করিতেছেন, তখন ( এখন ) কলি ষাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছে। যখন ঐ সপ্তর্ষিরা মঘা হইতে পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে যাইবেন, তখন নন্দ হইতেই এই কলি বৃদ্ধি পাইবে ( যথাক্রম অনুবাদ )।

† “সপ্তর্ষিগণীতা বা সা স্বভিত্তি” প্রসক্ততে। বোদার্বোপনিবন্ধুৎ প্রাচ্যতঃ হি সনোঃ স্বতন।”  
স্বতনভিত্তিহিত।

‡ “স্বতন্ত্রবিরোধে মনুষ্যভিত্তিরেব প্রাচ্য।”। প্রাচ্যবিরোধের উপায় স্বতন্ত্রবিরোধকার।

“বানঃ পরীক্ষিতো জন্ম বানরস্বাভিবেচনম্ ।  
এতৎস্বৰ্ণহস্তস্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥৩২॥”

( বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ অংশ, চতুর্বিংশ অধ্যায় )

এই অধ্যায়ে আরও কতিপয় বচন, উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের বচনগুলিরই প্রায় অনুরূপ দেখা

।। আবার এই অধ্যায়ে আরও দেখা যায়—

“মহানন্দিস্থতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলকত্রিয়ান্ত-  
রী ভবিতা । ...মহাপদ্মস্তৎসুতাসৈচকং বর্ষশতমবনীপত্যো ভবিষ্যন্তি । নবৈব  
ন নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুৎকরিষ্যতি । তেষামভাবে মৌর্য্যাস্ত পৃথিবীং  
শাস্যন্তি । কোটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেহভিষেক্যতি ।”

শ্রীমদ্ভাগবতের ষাটশ স্বন্ধে প্রথমাধ্যায়েও প্রায় অবিকল এইরূপ বচন দেখা যায়—

“মহানন্দিস্থতো রাজন্ । শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী ।

মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ ॥

তস্ত চাকৌ ভবিষ্যন্তি স্ত্রমাল্যপ্রমুখাঃ সূতাঃ ।

য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥

নব নন্দান্ বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুৎকরিষ্যতি ।

তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যো ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥

স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ বিজো রাজ্যেহভিষেক্যতে ।”

পুরাণের এই বচনগুলিতে চন্দ্রগুপ্তের কথা পর্য্যাপ্ত পাওয়া গেল । তাহার পর ইতিহাসে  
যায় এই চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ৩২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে \* স্প্রসিক গ্রীকবীর আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ  
সম্রাট করিয়াছিলেন ; তাহার কয়েক বৎসর পরে আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের  
যুদ্ধ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত জয় লাভ করেন এবং সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করেন ।

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কতিপয় মনস্কী লোক যুধিষ্ঠিরের সময়-  
াণে নানাবিধ মতের আবিষ্কার করিয়া ঐতিহাসিক তথ্যকে অত্যন্ত সন্দেহসঙ্কুল করিয়া  
য়া গিয়াছেন । রমেশচন্দ্র ১২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দে, প্রোট ১২০০  
র্বাব্দে, বুকানন ১৩০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে এবং উইলসন, কোলব্রক ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ১৪০০ খৃষ্ট-  
ব্দ, এতদ্বিন্ন কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহারও বহুপরে যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ করিয়া  
হন । ইহার প্রত্যেক মতের অনুরূপ যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে হইলে, প্রবন্ধ অত্যন্ত  
হুটয়া পড়ে ; সুতরাং সে বিষয়ে বিরত থাকা গেল ।

উক্ত মতগুলি পর্যালোচনা করিয়া ইহা জানা যায় যে, পরীক্ষিতের জন্ম অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের  
ভ হইতে নন্দের অভিব্যেককালের মধ্যে এইরূপ ব্যবধান হয় ; রমেশচন্দ্রের মতে ৯২৩  
বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ১১০৩, প্রোটের মতে ৮৭৩, বুকাননের মতে ৯৭৩ এবং উইলসন-  
র মতে ১০৭৩ বৎসর মাত্র ।

ইহার প্রতিবাদে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই যে, ইহারা যে মহাভারতের নায়ক

এবংই আশ্রয় যে, এই আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ নিষাণ তিনটি মতভেদ আছে । কেহ ৩২৪,  
এবং কেহ ৩২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ বলেন ।

যুধিষ্ঠিরের সময়নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইরাছিলেন, সেই মহাভারতেরই দুইটা বচন পর্যালোচনা করিলে, নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরকে এত অর্কাটন করিতে পারিতেন না। সে বচন দুইটা এই—

“ততঃ পুরুষশ্রেষ্ঠ ! ধর্ম্মেণ প্রতিপেদিবান্ ।

ইদং বর্ষসহস্রাণি সর্বভুতানুপালকঃ ॥১৮॥”

“পরিত্রাস্তো বয়স্বশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরাস্বিতঃ ।

ক্ষুদিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসন্তমম্ ॥২৬॥”

(মহাভারত, আদিপর্ব, ৪৪ অধ্যায়। পুস্তকবিশেষে আদিপর্ব ৪২ অধ্যায়।) প্রাচীন চীকায় প্রথম বচনটির কোন অর্থ দেখা যায় না।

(জনমেজয়ের নিকট বুদ্ধমন্ত্রিগণ বলিতেছেন)—“তৎপরে আপনি কুলক্রমাগত এই রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন এবং অভিশেষবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সহস্র বৎসর প্রজাবর্গ শাসন করিতেছেন ॥১৮॥” ৮কালীপ্রসন্নসিংহকৃত অনুবাদ।

(জনমেজয়ের নিকট বুদ্ধমন্ত্রিগণই বলিতেছেন)—“তৎকালে তিনি (পরীক্ষিৎ) ষষ্টিবর্ষ বয়স ও অভিজীর্ণকালের হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত অতি অল্পকালের মধ্যে একান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত আক্রান্ত হইলেন। পরে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে অরণ্যমধ্যে এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥২৬॥” ৮কালীপ্রসন্নসিংহকৃত অনুবাদ।

মহাভারতের এই স্থান হইতে জানা যায় যে, ইহার পরে সেই মুনি পরীক্ষিতের কথার উত্তর না দেওয়ায় পরীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া মুনির গলায় মড়া সাপ বুলাইয়া দেন, এই বৃত্তান্ত জানিয়া ঐ মুনির পুত্র পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত করেন, তাহাতেই সপ্তমদিনে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়। তৎপরে জনমেজয় রাজা হন।

এখন মহাভারতেরই সুস্পষ্ট বচন অনুসারে জানা যাইতেছে যে, পরীক্ষিতের জন্ম হইতে ৬০ বৎসর এবং তাঁহার পুত্র জনমেজয়ের রাজত্বকাল ১০০০ বৎসর এই ১০৬০ বৎসরের মধ্যে জনমেজয়ের রাজত্বকালেই রমেশচন্দ্র, প্রাট ও বৃকাননের মতে নন্দ্রের অভিষেক হইয়াছিল; আর, জনমেজয়ের পুত্র শতানীকের রাজত্বকালেই বক্ষিচন্দ্র ও উইলসনপ্রভৃতির মতে নন্দ্রের অভিষেক হইয়াছিল, ইহা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয়; অগচ ইহাদের রাজ্যকাল হইতে অতিদূর ভবিষ্যতে নন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল, ইহা সর্ববাদিসিদ্ধ। অতএব এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত কোন ঐতিহাসিকই স্বীকার করিতে পারেন না।

তবে, জনমেজয়ের এক হাজার বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব মনে করিয়া, উক্ত বচন দুইটিকে প্রক্ষিপ্ত বা অতিরঞ্জক বলিয়া, বা পাঠান্তর কল্পনা করিয়া, কিংবা ব্যাখ্যাস্তর ঘটাইয়া, উহার আপন আপন মত রাখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, উহাদের মধ্যে অনেকই আপন সিদ্ধান্তের অমূল্যে শ্রীমদ্ভাগবতের যে বচনটিকে প্রধান অবলম্বন বলিয়া ধরিয়াছেন, সে বচনটির শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা দেখিলে, তাঁহার সন্তবতঃ উক্তরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। সে বচনটা ও তাহার শ্রীধরস্বামিকৃত ব্যাখ্যা এই—

“আরভ্য ভবতো জন্ম বাবন্নম্মাভিষেচনম্ ।

এতবর্ষসহস্রস্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥” শ্রীমদ্ভাগবত ১২-২-২৬

আমি নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখতে চাই। “অধিকার” শব্দটির  
 অর্থ “অধিকার” অর্থ “অধিকার”।

ইহার তাৎপৰ্য্য এই—“এই যে এক হাজার, এক শত পনের সংখ্যা বলিয়াছেন,  
 সেব কোন উদ্দেশ্যবশতঃ কোন বৃহত্তর সংখ্যার অন্তর্গত সংখ্যাই বলিয়াছেন।”

ইহাতে বেশ বুঝা গেল যে, ঋষিকল্প ত্রিধরস্বামীর মতেও পরোক্ষিতের জন্মকাল হইতে  
 ১২ অভিবেককালের মধ্যে এক হাজার এক শত পনের বৎসর অপেক্ষা অনেক অধিক  
 র গিয়াছিল।

এখন যদি অপর পক্ষ ত্রিধরস্বামীর এই যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাটিকেও প্রকৃষ্ট বলিয়া অগ্রাহ  
 ন, তবে আমাদের বাধ্য হইয়াই সেই দারভাগলিখিত জীমূতবাহনের উপহাসোক্তিটির উল্লেখ  
 ত হইবে যে, “পন্নমপ্রেক্ষাবন্ননুগৌতম-দক্ষাদিপ্রযুক্তপদানাং  
 তক্ষণমবিবক্ষামাচক্ষাণঃ সসৈব সাক্ষাদবিবক্ষিতস্ত  
 শস্তি।”

তার’ পর, বক্ষিমবাবু, হিন্দুসভ্যতার অর্কাটীনতাবাদী যে সাহেবদের উপর নানাবিধ  
 ক্রটি করিতে ছাড়েন নাই, সেই সাহেবদের মধ্যেই হিপার্কস্ ও মাস্কোলাইনের দেখার  
 নৈর্ভর করিয়া, জ্যোতিষগণনা দেখাইয়া, তাঁহার কক্ষচরিত্রে এক প্রৌঢ়িবা দ বলিয়াছেন  
 চরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ  
 র শেষে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হইয়াছিল।” আমরা কিন্তু ঐ সাহেব দুইটির দেখাকে  
 বলিয়া মনে করি না, সুতরাং বক্ষিমবাবুর এই সিদ্ধান্তকেও অস্বীকার বলিয়া স্বীকার  
 না।

এখন দেখা যাউক, প্রকৃত সিদ্ধান্ত ঠিক রাখিয়া ত্রীমড়াগবত ও বিষ্ণুপুরাণের ঐ বচন  
 সামঞ্জস্য করা যায় কি না। আমরা পূর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া আসিয়াছি যে, আজ  
 ১০ খৃষ্টাব্দ) হইতে ৫০৩১ বৎসর পূর্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল, আর ইহাও যুক্তির  
 দ্বা বলিয়াছি যে, কুরুপাণ্ডবসম্বন্ধে মহাভারতের প্রমাণই সর্বাধিক প্রবল এবং অস্বাভাবিক  
 । দুর্বল; তৎপরে আবার দেখাইয়াছি যে, পরস্পর বিরোধস্থানে প্রবল প্রমাণের  
 ত অর্থ রাখিয়া দুর্বল প্রমাণের অর্থান্তর করিতে হইবে। পাঠকমহোদয়গণ! এইগুলি  
 রাখিয়া পর্যালোচনা করিবেন।

“অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিরাপরয়োরভূৎ।

সমস্তপক্ষকে যুদ্ধঃ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ।”

মহাভারতান্ত প্রবল প্রমাণের সঙ্গে ত্রীমড়াগবত ও বিষ্ণুপুরাণোক্ত

“আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্মন্ডাভিষেচনম্।”

এতদ্ব্যসহস্রশতং পঞ্চদশোত্তরম্।”

চনের বিরোধ হয় বলিয়া, “পঞ্চদশোত্তরম্” এই পঞ্চদশ শব্দের অর্থ  
 ৫৫০০ শত। ইহাতে লক্ষণা হইল বটে, তবে তাহা অজহংসার্থা বলিয়া তত দোষাবহ  
 বিশেষতঃ ঋষিকল্প ত্রিধরস্বামীই এই লক্ষণা করিবার ইচ্ছিত করিয়া গিয়াছেন। তাহা  
 ১ অনতিপূর্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং এই ত্রীমড়াগবত ও বিষ্ণুপুরাণের বচনেই পাণ্ডবা  
 ১০০০+১০০+১৫০০=২৬০০ বৎসর। তার’ পর,

**শ্রীমদ্ভাগবত-সংস্কৃত-ভাষ্য-সংগ্রহ**  
**১৮-ইয়াং-ভাষ্য-সংগ্রহ-সংস্কৃত-ভাষ্য-সংগ্রহ**

এই শ্রীমদ্ভাগবতের বচন অনুসারে ইহা জানা যাইতেছে যে, মহাপদ্মনন্দের পুত্রেরাই একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণোক্ত পঞ্চদশ এইরূপই অর্থ করিতে হইবে। তাহাতে মহাপদ্মনন্দের নির্দিষ্ট রাজত্বকাল পাওয়া না গেলেও বাধ্য হইয়াই বলিতে হইবে যে, মহাপদ্মনন্দ ৭৪ বৎসর রাজ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছিলেন; \* না হইলে, উক্ত মহাভারতবচনের সহিত সামঞ্জস্য হয় না। এক্ষণে খৃষ্টজন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্বে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ৩২৭ বৎসর ধরিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা যে খৃষ্টজন্মের ৩১০১ বৎসর পূর্বে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা বর্ষে বর্ষে মিলিয়া যাইবে। যথা—

“আরভ্য ভবতো জন্ম”—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত—	২৬০০ বৎসর।
মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকাল ... ..	৭৪ ”
মহাপদ্মনন্দের পুত্রগণের রাজত্বকাল ... ..	১০০ ”
খৃষ্টজন্মের পূর্বে হইতে আলেকজান্ডারের ভারতাক্রমণকাল	৩২৭ ”
	৩১০১

এখন শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের অবশিষ্ট বচন কয়টির সামঞ্জস্য দেখাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সে বচন কয়টি এই—

“সপ্তযৌগাস্ত্র যৌ পূর্বো দৃশ্যতে উদিতো দিবি।

তয়োস্ত্র মধ্যে নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি ॥২৭॥

ভেনৈব ঋষয়ো যুক্তান্তিষ্ঠন্ত্যকশতং নৃণাম্।

তে স্বদীয়ে বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মযাঃ ॥২৮॥

যদা দেবর্ষয়ঃ সপ্ত মযাস্তু বিচরন্তি হি।

তদা প্রবৃত্তস্ত কলির্দ্বাদশাব্দশতাব্দকঃ ॥৩১॥

যদা মযাত্তো বাস্তুস্তি পূর্বাষাঢ়াঃ মহর্ষয়ঃ।

তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেব কলির্জিৎ গমিষ্যতি ॥৩২॥”†

\* মহাপদ্মনন্দের ১৭৪ বৎসর বয়স এবং তাঁহার পুত্রগণের ঐ হিসাবে বর্ষাসম্বৎ বয়স ছিল; এমন অবস্থায় চাণক্য তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করেন; ইহা স্বীকার করিলে, চাণক্যকর্তৃক নয় জন মন্দের হত্যাত্ত সম্ভবপর হয়। এরূপ দীর্ঘ জীবনলাভ অসম্ভব নহে। কেন না, যুদ্ধকটিকে দেখা যায়—“লঙ্ক। চানুঃ শতাব্দং বশদিকসহিতং পুত্রকোহয়িং এবিষ্টঃ”; আমরাও ১২০ বৎসর এবং ১৩২ বৎসর বয়সের লোক দেখিয়াছি। সংবাদপত্রে দেখা যায় বর্তমানে কন্ট্রোলমেন্সের জারো আদ্য নামক এক ব্যক্তির বয়স ১৪৬ বৎসর এবং কুলগেরিয়ার রাজা ডা। মিড্ডা নামক একটা স্রীলোকের বয়স ১৪২ বৎসর। এই দুই জনই বর্তমান সময়ে কার্যকর আছেন। তাঁর পর, রাজমহরাজী প্রবন্ধতত্ত্ব ৩০১ সৌক (স বর্ষসংক্রান্তিঃ কুল। জুবং কুলোকতৈরবঃ।...) ইহাতে জানা যায় কান্দীররাজ মিহিরকুল ৭০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডের দিট্টোরিয়ার ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মন্দের ৭৪ বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব বলিয়া মনে করা সম্ভব নহে।

† ৩১-৩২ সৌকর্যোরকঃ—যদা সপ্ত দেবর্ষয়ো মযাস্তু বিচরন্তি, তদা যুগিতিরামকসময়ে পরীক্ষিতস্ত শৈশবনৌবকসময়ে কলিঃ প্রবৃত্তাঃ। তু কিল বলা তে মহর্ষয়ো মযাত্তো পূর্বাষাঢ়াঃ বাস্তুস্তি, তদা প্রভৃতি দ্বাদশাব্দশত

ইহার শেষ বচনটির “তদানন্দাৎ” এইখানে নন্দনক ধরিলে এবং তাহার অর্থ মহাপুত্রনন্দ করিলেই অত্যন্ত অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। সুতরাং পূর্ব বচন দুইটির অর্থ, সকলের মতেই সমান থাকিবে, পরের বচন দুইটির অর্থ এইরূপ করিতে হইবে—যখন সপ্তর্ষিগণ মদানন্দ্রে আসিয়াছিলেন, তখন (যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে এবং পরীক্ষিতের শৈশব ও যৌবনকালে) কলি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সেই সপ্তর্ষিরা মদানন্দ্রে হইতে পূর্ক্সাঘাটা নন্দ্র ভোগ করিয়া বাইবেন, তখন হইতে, (কলির প্রবৃতি অবধি) বার শত বৎসর আরম্ভ হইবার উপক্রমে, এই কলি নিজের অশুকুল রাজা ও প্রজা লাভ করায় আনন্দে বৃদ্ধি লাভ করিবে।

সপ্তর্ষিরা এক একটী নন্দ্রে এক এক শত বৎসর অবস্থান করেন, মদা হইতে পূর্ক্সাঘাটা এগার নন্দ্র; সুতরাং সপ্তর্ষিদের এগারটী নন্দ্র ভোগ করিতে এগার শত বৎসর লাগে। অতএব এখন আর কোথাও কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। সুতরাং এই প্রবন্ধটী সংস্কৃত ভাষায় লিখিলে, অবশ্যই এখন লিখিতাম যে, “ইতি সৰ্ব্বমবদাতম্।”

—::—

## মহাভারতরচনার সময়।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন \*। এই বেদবিভাগ অত্যন্ত জ্ঞান ও গবেষণা-সাধ্য বলিয়া সম্ভবতঃ তৎকালবর্তী জ্ঞানীরা তাঁহাকে ‘বেদব্যাস’ উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন; তাহার পর তিনি মহাভারত রচনা করেন। ইহার প্রমাণ আমরা মহাভারতেই দেখিতে পাই। আদিপর্ব-প্রথম অধ্যায়-৫৪ শ্লোক—

“তপসা ব্রহ্মচর্যোগ ব্যাস্ত বেদং সনাতনম্।

ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীশ্বতঃ॥”

আর, প্রথম হইতে শেষপর্যন্ত প্রত্যেক অধ্যায়সমাপ্তিতেই ‘বৈয়াসিক্যাম্’ এই শব্দটী লেখা আছে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রথম হইতে আত্মকোপাখ্যান ও কথামুবন্ধপর্যন্ত পঞ্চাশটী অধ্যায় মহাভারতের প্রস্তাবনা; তাহার বক্তা সূত; সুতরাং সে অংশ বেদব্যাস রচনা করেন নাই; তথাপি সে অংশের অধ্যায়সমাপ্তিতেও ‘বৈয়াসিক্যাম্’ এইরূপ লেখা আছে কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, প্রসিদ্ধ মৃচ্ছকটিকপ্রকরণ শূদ্রককৃত; তাহার প্রস্তাবনায় লিখিত আছে—“লঙ্ক। চাম্: শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোহগ্নিঃ প্রবিষ্টঃ”। একথা তৎকালমৃত শূদ্রককবি লিখিতে পারেন নাই, নিশ্চয়ই অস্ত্র কোন কবি লিখিয়াছেন; তথাপি সেই প্রস্তাবনা যেমন শূদ্রককৃত মৃচ্ছকটিকের সহিত সম্বন্ধ থাকায় শূদ্রককৃত বলিয়াই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে; সেইরূপ মহাভারতের ঐ প্রস্তাবনা তৎকালবর্তী অস্ত্র কোন ঋষির রচিত হইলেও বৈয়াসকী মহাভারতসংহিতার সহিত সম্বন্ধ থাকায় ‘বৈয়াসকী’ বলিয়া লিখিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অথবা কালিদাসপ্রভৃতি কবিগণ যেমন শাকুন্তলপ্রভৃতি নাটকের প্রস্তাবনা হইতে সমস্ত অংশ রচনা করিয়া তাহার প্রস্তাবনা অংশ সূত্রধার দ্বারা এবং প্রকৃত অংশ দুয়ন্তপ্রভৃতি দ্বারা বলাইয়াছেন; বেদব্যাসও তেমন মহাভারতের প্রথম হইতে সমস্ত অংশ রচনা করিয়া

দাদশাঙ্গপতোপক্রমে আত্মা বরুণং বসু স তাদৃশঃ, এব কলিঃ, আনন্দাৎ বাহুকুলরাজপ্রজালাভানন্দাৎ বৃদ্ধিঃ প্রযুক্তিঃ।

\* “বিদ্যাসৈকং চতুর্ভাষ্যং বেদং বেদবিদ্যাং বরঃ।” আদিপর্ব-৫৫ অধ্যায়-৫ শ্লোক।

তাহার প্রতাবনা অংশ হৃত দ্বারা এবং প্রকৃত অংশ বৈশম্পায়ন দ্বারা বলাইয়াছেন। সুতরাং প্রতাবনাভাগেও ‘বৈয়াক্যাম্’ এইরূপ লেখা সম্ভবই হইয়াছে।

“ইতিহাসমিমাং চক্রে পুণ্যং সভ্যবতীভূতঃ” এই মহাভারতের বচন অনুসারেই জানা যায় যে, মহাভারত একখানি ইতিহাসগ্রন্থ। সুতরাং তাহা উপজ্ঞাসের দ্বারা কবিকল্পনাগ্রন্থ হইতে পারে না। অতএব যুধিষ্ঠিরপ্রকৃতির জীবনচরিত শেষ হইলে পরই বেদব্যাস যে মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসেই বুঝা যায় এবং মহাভারতের একটা বচনের আভাসেও তাহা জানা যায়। আদিপর্ক—প্রথম অধ্যায় ৫৮ শ্লোক—

“তেষু জাতেষু বৃদ্ধেষু গতেষু পরমাং গতিম্।

অত্রবীন্তারতং লোকে মানুবেহশ্মিন্ মহানৃষিঃ ॥”

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিহুর জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়া স্বর্গলাভ করিলে পর, মহর্ষি বেদব্যাস এই মন্তব্যলোকে মহাভারত বলিয়াছিলেন। পূর্বেই পাণ্ডুর মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার অনেক পরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ হয়, সেই রাজত্বের শেষ সময়ে ধৃতরাষ্ট্র আশ্রমে বাস করিয়া স্বর্গারোহণ করেন, তৎপরে যদুবংশধ্বংস হয় এবং কুরু মহাপ্রাণ করেন এই সময়ে যুধিষ্ঠিরের ৩৬ বৎসর রাজত্ব করা হইয়াছিল; ইহা আমরা পূর্বেই (যুধিষ্ঠিরের সমন-প্রবন্ধে ৩৭ পৃষ্ঠে) বলিয়া আসিয়াছি। তখন ৩৬ বৎসরব্যয় পরীক্ষিতকে রাজা করিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ করেন; তাহার পর পরীক্ষিত ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে তক্ষকদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত মহাভারতেই লিখিত আছে; আবার সেই পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সর্পসত্তা সমাপ্ত হইলে, বৈশম্পায়ন ব্যাসরচিত মহাভারত বলিতেছেন, ইহাও মহাভারতেই দেখা যায়। সুতরাং বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে, পরীক্ষিতের মৃত্যুর পরে জনমেজয়ের সর্পসত্তার পূর্বে প্রকৃত মহাভারত রচিত হইয়াছিল এবং জনমেজয়ের নিকট প্রকৃত মহাভারত বলার পরে অল্প কোন ক্রমি, অথবা স্বয়ং বেদব্যাসই সমগ্র উপাখ্যানটিকে সুসংলগ্ন করিবার জন্ত প্রতাবনাভাগ রচনা করিয়া প্রকৃত মহাভারতের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

এখন মহাভারতরচনার সময় জানা সহজ হইয়া আসিয়াছে। কেন না, আমরা পূর্বেই (৩৬ পৃষ্ঠে) নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া আসিয়াছি যে, ৩৭ কল্যানে অর্থাৎ ৩০৬৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; আর এখন মহাভারতের প্রমাণ দ্বারা দেখাইলাম যে, তৎকালে পরীক্ষিত রাজা হইয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন এবং তাহার পর মহাভারত রচিত হয়। অতএব এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ৩৭ কল্যানের (৩০৬৫ খৃষ্টপূর্বাব্দের) ২৪ বৎসর পরে অর্থাৎ ৩১ কল্যানে (৩০৪১ খৃষ্টপূর্বাব্দে) বেদব্যাস মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন এবং তিন ২৫সনে সে রচনা সমাপ্ত করেন। বেদব্যাস

† “পরিক্রান্তো বরহুত বহুবর্ষো জরাযিতঃ। কুখিতঃ স মহারণো দর্শনমুদিতমব্ধ।” আদিপর্ক ৪৪ অধ্যায় ২৬ শ্লোক।

‡ “জনমেজয় উবাচ। “কখিতং বৈ সমাসেন দ্বরা সর্কং বিজোভব।। মহাভারতমাখ্যানং কুরুণাং চরিতং মহৎ। ... বৈশম্পায়ন উবাচ। ... “জিতিবর্ষে সন্দোখারী কুরুবৈপারনো যুনিঃ। মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিবন্ধুতম্।” আদিপর্ক ৫৭ অধ্যায় ১ ও ৫০ শ্লোক।



এই বৎসরে যে মহাভারত রচনা করেন, তাহার প্রমাণও মহাভারতেই পাওয়া যায়। কথা—  
আদিপর্ব-৫৭ অধ্যায়-৪০ শ্লোক—

“ত্রিভিবর্ষমহাভাগঃ কৃষ্ণদৈপার্যনোহবীৎ ।

নিত্যোপখিতঃ শুচিঃ শস্তো মহাভারতমাসিতঃ ॥”

মহাভারতের প্রস্তাবনাভাগে বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও বৌদ্ধমঠের উল্লেখ \* দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, মহাভারতের ঘটনা অভিপ্রাচীন হইলেও মহাভারতগ্রন্থ বা অন্ততঃ তাহার প্রস্তাবনা-  
াগ বুদ্ধ শাক্যসিংহের ধর্মপ্রচারের পরে রচিত হইয়াছিল। আমরা কিন্তু ঐক্লপ ধারণাকে  
ত্যাগ অসমীচীন বলিয়া মনে করি। কারণ, মহাভারতের ঐ প্রস্তাবনাভাগেই দেখা যায় যে,  
বৌদ্ধসন্ন্যাসি-স্বামী তক্ষক কুণ্ডল হরণ করিলে, উতক পাতালে বাইয়া, সেই কুণ্ডল আনিয়া, তাহাই  
ক্ষয়ক্ষিপা দেন এবং তক্ষকের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য হস্তিনায়  
হিয়া জনমেজয় রাজাকে উত্তেজিত করেন † । ইহাতে ঐ বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও জনমেজয় রাজা  
বনাময়িক ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়; তা’র পর, বৌদ্ধসন্ন্যাসী জনমেজয়ের সময়ে থাকিলে বৌদ্ধ-  
ও তখন ছিল, ইহাও বুঝিতে হইবে। কেন না, বিহার বা বৌদ্ধমঠ বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগেরই  
প্রস্থান। শুদিকে যুদ্ধিরের স্বর্গারোহণের পরে পরীক্ষিৎ রাজা হইয়া ২৪ বৎসর রাজত্ব  
রিয়া পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র জনমেজয় রাজা হন, ইহা মহাভারতেই দেখা যায়।  
তএব জনমেজয় যুদ্ধিরের স্বর্গারোহণের পূর্বে বা অব্যবহিত পরে জন্মিয়াছিলেন এবং খৃষ্ট-  
৫ ৩১০০ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর শাক্যসিংহ  
পূর্বে ৬০৩ অব্দে জন্মিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। অতএব শাক্যসিংহ জনমেজয়  
তে প্রায় আড়াই হাজার বৎসরের পরবর্তী ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধ-  
্যাসী কখনই জনমেজয়ের সময়ে থাকিতে পারেন না। তা’র পর, মহাভারতরচয়িতা  
দব্যাসেরই রচিত বেদান্তদর্শন বা শারীরকহৃত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বৌদ্ধমত  
ন দেখিতে পাওয়া যায় ‡ । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, শাক্যসিংহের বহুপূর্ব  
ল হইতেই বৌদ্ধমত, বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও বৌদ্ধমঠ চলিয়া আসিতেছিল। তাহা আমরা  
স্বতভাবায় লিখিত ললিতবিস্তরহৃত্র, বুদ্ধচরিতকাব্য, লঙ্কাবতাহৃত্র ও অবদানকল্পলতাপ্রভৃতি  
হ এবং পালিভাবায় লিখিত জাতকগ্রন্থভিঃগ্রন্থেও দেখিতে পাই। ঐ গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা  
লে ইহাও জানিতে পারি যে, ক্রুচ্ছন্দনামক বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে, কনকমুনি নামক  
খৃষ্টপূর্ব ২০২০ অব্দে, কাশ্মপনামক বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ১০১৪ অব্দে এবং শাক্যসিংহ খৃষ্টপূর্ব ৬০৩  
ব্দে জন্মিয়াছিলেন; আবার ইহাদের পূর্বেও ১২০ জন বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং মহা-  
রতে বা বেদান্তদর্শনে বৌদ্ধসন্ন্যাসী বা বৌদ্ধমত খণ্ডন থাকায় তাহা শাক্যসিংহের পরে রচিত  
য়া অসম্ভব করা যায় না।

\* “সোহপত্তমঃ পথি নগ্নঃ কপণকমাগচ্ছত্ব.....। আদিপর্ব ৩ অধ্যায় ১৩৪ বহু। “ইমাং মহী  
কনোপপন্নং সসাগরপ্রাণবিহারপত্তনান্ .....।” আদিপর্ব ৩১ অধ্যায় ১২ শ্লোক।

† “ন উপাখ্যারেনানুজ্ঞাতো ভগবানুতকঃ ক্রুদ্ধতকং প্রতিচিকীর্ষ্যামো হাতিমপূরং প্রত্যহে ॥১০৩।.....অতঃসিন্ধু  
রে তু কাণ্ডে পার্শ্বমভব ॥। বাণ্যাবিভাবেন হং ক্রুৎবে নৃপসত্তম ॥” ১১০১ আদিপর্ব ৩ অধ্যায়।  
‡ “নদ্বার উত্তরহেতুকংপি ভগবানুঃ” ইত্যাদি হৃত্র, ভাট ও লীলাপ্রভৃতি গ্রন্থে।

হুসংরকোহপি বামানাং ন কুৰ্বাদপ্রিয়ং নরঃ ।  
 রতিং প্রীতিঞ্চ ধৰ্ম্যঞ্চ তান্মায়ত্তমবেক্ষ্য হি ॥৫১॥  
 আত্মনো জগদনঃ কেত্রং পুণ্যং বামা-সনাতনম্ ।  
 স্বাবীণামপি কা শক্তিঃ অকৌং বামাস্বতে প্রজাম্ ॥৫২॥  
 পরিপত্য যদা সুখধরীণৈরুগুষ্ঠিতঃ ।  
 পিতুরাল্লিগ্যতেহঙ্গানি কিমন্ত্যভ্যধিকং ততঃ ॥৫৩॥  
 স ত্বং স্বয়মভিপ্রাপ্তং সাভিলাষমিমং হৃতম্ ।  
 প্রেক্ষমাণং কটাক্ষেণ কিমর্থমবমম্ভ্যসে ॥৫৪॥  
 অণানি বিভ্রতি স্থানি ন ভিন্দন্তি পিপীলিকাঃ ।  
 ন ভরেথাঃ কথং নু ত্বং ধৰ্ম্মজ্ঞঃ সন্ম সমাত্মজম্ ॥৫৫॥

### ভারতকৌমুদী

যিতি । হুসংরকোহপি অভিযয়েন ক্রুদ্ধোহপি । বামানাং জীণাম্ ॥৫১॥  
 আত্মন ইতি । বামা জী । সনাতনং চিরকালীনম্ । স্বতে বিনা । প্রজাং সন্ত  
 পরীতি । ধরীণৈরুগুষ্ঠিতো ধূলিস্রবিতঃ । পরিপত্য ক্রোড়ং গতাঃ ॥৫৩॥  
 ন ইতি । অভিপ্রাপ্তমুপহৃতম্, তবৈবাক্ষমারোচুং সাভিলাষম্ ॥৫৪॥  
 অণানীতি । বিভ্রতি পরিপালয়ন্তি ; কিন্তু ন ভিন্দন্তি ন পরিত্যজন্তি ॥৫৫॥

### ভারতভাবদীপঃ

বং ॥৫৮—৫০। হুসংরকোহপ্যতিক্রুদ্ধোহপি । বামাণাং রম্যজীণাম্ ॥৫১—৫২॥

রতি, প্রীতি ও ধৰ্ম্ম এ সমস্তই পত্নীর অধীন ইহা বুঝিয়া মাহুয অত্যন্ত  
 ক্রুদ্ধ হইয়াও জীলোকের অপ্রিয় কার্য্য করিবে না ॥৫১॥

জীলোকই নিজের পবিত্র ও চিরন্তন উৎপত্তিস্থান । জীলোক ব্যতীত  
 ঋষিদেরও সম্ভান সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই ॥৫২॥

যখন ধূলিস্রবিত পুত্রটী বাইয়া পিতার অঙ্গ আলিঙ্গন করে, তখন তাহা  
 হইতে অধিক সুখ জগতে আর কি আছে ? ॥৫৩॥

এই পুত্রটী নিজে উপস্থিত হইয়াছে, আপনার কোলে উঠিবার জন্ত ইচ্ছা  
 করিতেছে এবং বক্ত্র নয়নে আপনার দিকে চাহিতেছে ; এ অবস্থায় আপনি  
 উহাকে কেন অবজ্ঞা করিতেছেন ? ॥৫৪॥

অতিক্রুদ্ধপ্রাণী পিপীলিকারাও আপনাদের ডিমগুলিকে প্রতিপালন করে,  
 কিন্তু পরিত্যাগ করে না ; এ অবস্থায় আপনি ধৰ্ম্মজ্ঞ হইয়া নিজের পুত্রকে  
 কেন প্রতিপালন করিবেন না ? ॥৫৫॥

[৫১] হুসংরকোহপি বামাণাম্ ।

(৫২)...বামা সনাতনম্...বামাস্বতে প্রজাঃ । (৫৩) প্রতিপত্ত বদা... ।

স্বাসনাং ন রামাণাং নাপাং স্পর্শস্তথাবিধঃ ।

শিশোরালিঙ্গ্যমানস্ত স্পর্শঃ সূনোর্বধা স্বথঃ ॥৫৬॥

ত্রাক্ষণো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠো গোর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্ ।

গুরুগরীয়সাং শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স্পর্শবতাং বরঃ ॥৫৭॥

স্পৃশতু স্বাং সমাল্লিঙ্গ্য পুত্রোহয়ং প্রিয়দর্শনঃ ।

পুত্রস্পর্শাৎ স্বথতরঃ স্পর্শো লোকে ন বিদ্যতে ॥৫৮॥

ত্রিষু বর্ষেষু পূর্ণেষু প্রজাতাহমরিন্দম ।

ইমং কুমারং রাজেন্দ্র ! তব শোকবিনাশনম্ ॥৫৯॥

আহর্তা বাজিমেধস্ত শতসংখ্যস্ত পৌরবঃ ।

ইতি বাগন্তরিক্ষে মাং সূতকেহভ্যবদৎ পুরা ॥৬০॥

### ভারতকৌমুদী

নেতি । বাসনাং সূক্ষ্মবজ্রাণাম্, রামাণাং সুন্দরীণাম্, অপাং জলানাম্ ॥৫৬॥

ত্রাক্ষণ ইতি । গরীয়সাং গৌরবপাত্রাণাং মধ্যে, গুরুঃ পিতা । বরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥৫৭॥

স্পৃশত্বিতি । সমাল্লিঙ্গ্য সমাগালিঙ্গ্য । স্বথতর আধিকোন স্বথকরঃ ॥৫৮॥

ত্রিষিতি । হে অরিন্দম রাজেন্দ্র ! গর্ভধারণদিনাদারভ্য ত্রিষু বর্ষেষু পূর্ণেষু সংস্র অহম্, তব বিচ্ছেদেন মম যঃ শোকস্তস্ত বিনাশনম্ ইমং কুমারম্, প্রজাতা প্রসূতবতী । সর্কর্ষকৎ-মার্বম্ ॥৫৯॥

আহর্তেতি । পুরা সূতকে তৎপ্রসবকালে, ইতি অন্তরিক্ষে বাক্ ইয়মাকাশবাণী মামভ্যবদৎ, যৎ পৌরবঃ পুরুবংশীয়ঃ অয়ং কুমারঃ, শতসংখ্যস্ত বাজিমেধস্ত অশ্বমেধযজ্ঞস্ত, আহর্তা অহুষ্ঠাতা ভবিষ্যতি । অতঃ খবসাধারণ এবায়ঃ তব পুত্র ইতি ভাবঃ ॥৬০॥

সূক্ষ্ম বজ্র, সুন্দরী স্ত্রী এবং শীতল জলেরও স্পর্শ তেমন সুখ জন্মায় না ; শিশু পুত্রের আলিঙ্গনের সময়ে তাহার স্পর্শ যেমন সুখ জন্মায় ॥৫৬॥

দ্বিপদ প্রাণীর মধ্যে ত্রাক্ষণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে গরু শ্রেষ্ঠ, গুরু-জনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ, আর সুখস্পর্শ বস্তুর মধ্যে পুত্রই শ্রেষ্ঠ ॥৫৭॥

এই প্রিয়দর্শন পুত্রটি যাইয়া আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে স্পর্শ করুক । কেন না, পুত্রস্পর্শ অপেক্ষা অধিক সুখজনক স্পর্শ জগতে আর নাই ॥৫৮॥

মহারাজ । গর্ভধারণের দিন হইতে তিন বৎসর পূর্ণ হইলে, আমি এই পুত্রটিকে প্রসব করিয়াছিলাম এবং তখন হইতেই আমি আপনার বিরহকষ্ট কতক বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলাম ॥৫৯॥

নরনাথ । সেই প্রসবের সময়ে আমার প্রতি এইরূপ দৈববাণী হইয়াছিল 'এই পুরুবংশীয় বালকটি ভবিষ্যতে এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে' ॥৬০॥

ননু নামাক্ষমারোপ্য স্নেহাদ্গ্রামান্তরং গতাঃ ।

মুক্তি পুত্রোহুপাভ্রায় প্রতিমন্দন্তি মানবাঃ ॥৬১॥

বেদেষপি বদন্তীমং মন্ত্রগ্রামং বিজাতয়ঃ ।

জাতকর্মাণি পুত্রাণাং তবাপি বিদিতং তথা ॥৬২॥

অঙ্গাদঙ্গাং সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে ।

আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ॥৬৩॥

পোষো হি ত্বদধীনোহয়ং সন্তানোহপি তবাক্ষয়ঃ ।

তস্মাস্ত্বং জীব মে পুত্র ! স্নহুখী শরদাং শতম্ ॥৬৪॥

ত্বদক্লেভ্যঃ প্রসূতোহয়ং পুরুষাং পুরুষোহপরঃ ।

সরসীবামলে ত্বানং দ্বিতীয়ং পশু বৈ স্মৃতম্ ॥৬৫॥

#### ভারতকৌমুদী

নব্বিতি । ননু হে রাজন্ ! গ্রামান্তরং গতঃ প্রস্থিঃ? মানবাঃ, স্নেহাৎ অঙ্কং ক্রোড়-  
মারোপ্য মুক্তি পুত্রোহুপাভ্রায়, প্রতিমন্দন্তি অসকৃদানন্দন্তি, নাম ইতি সম্ভাবয়ামি ॥৬১॥

লোকাচারং প্রদর্শ্য বেদষপি প্রমাণয়তি বেদেষপীতি । মন্ত্রগ্রামং মন্ত্রসমূহম্ ॥৬২॥

অঙ্গাদিতি । বীজায়াং বিকৃতিঃ । হৃদয়াদিতি তন্ত্রাদেষু প্রাধান্তপ্রদশনার্থং গোবৃ-  
দ্ধায়াং ॥৬৩॥

পোষ ইতি । অয়ং পোষো বার্কিকে মম পরিপোষণম্ । অক্ষয়ো ভাবীতি শেষঃ ॥৬৪॥

ত্বদ্বিতি । অয়ং কুমারত্বদক্লেভ্যঃ প্রসূত উৎপন্নঃ ; অতএব একস্মাৎ পুরুষাদপরঃ পুরুষো

#### ভারত ভাবদীপঃ

প্রত্যেত্য ॥৫৩—৫৫॥ শিশোরজাতদন্তস্ত স্মৃনোঃ ॥৫৬—৬২॥ মন্ত্রগ্রামমেব পঠতি, অঙ্গাদিতি ।

মহারাজ ! আমি মনে করি—মাতৃষ স্থানান্তরে যাইবার সময়ে স্নেহবশতঃ  
পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মস্তক আভ্রাণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ  
অনুভব করে ॥৬১॥

পুত্রগণের জাতকর্ম করিবার সময়ে ব্রাহ্মণগণ এই সকল বেদমন্ত্রও পাঠ  
করিয়া থাকেন ; তাহা আপনারও জ্ঞানা আছে ॥৬২॥

পুত্র ! তুমি আমার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে, বিশেষতঃ হৃদয় হইতে  
জন্মিয়াছ ; সুতরাং তুমি আমার আত্মা এখন পুত্রনাম ধারণ করিয়াছ ; অতএব  
এক শত বৎসর বাঁচিয়া থাক ॥৬৩॥

বৃদ্ধকালে আমার ভরণ-পোষণ করা তোমার অধীন হইবে এবং তোমার  
শ অক্ষয় হইবে । অতএব পুত্র ! তুমি অত্যন্ত সুখী হইয়া এক শত বৎসর  
বিত থাক ॥৬৪॥

(৬১) হন্ত অক্ষমারোপ্য... । (৬৪) জীবিতং ত্বদধীনং মে সন্তানমপি চাক্ষয়ম্... ।

তথা স্বস্তঃ প্রসূতোহয়ং যমেকঃ সন্ বিধাকৃতঃ ॥৬৬॥

মৃগাবকৃষ্টেন পুরা মৃগয়াং পরিধাবতা ।

অহমাসাদিতা রাজন্ ! কুমারী পিতুরাশ্রমে ॥৬৭॥

উর্বশী পূর্বচিহ্নিচ্চ সহজ্ঞা চ মেনকা ।

বিশ্বাচী চ স্মৃতাচী চ বডেবাস্পরসাং বরাঃ ॥৬৮॥

তাসাং মাং মেনকা নাম ব্রহ্মযোনির্বরাপ্সরাঃ ।

দিবঃ সম্প্রাপ্য জগতীং বিশ্বামিত্রাদজীজনৎ ॥৬৯॥

### ভারতকৌমুদী

জাতঃ । তেন চ অমলে সরসীব, দ্বিতীয়ং আনন্ম আশ্বানন্ম আশ্বস্বরূপং স্ততং পশু ।  
আকারলোপ আর্ধঃ ॥৬৫॥

যথেন্টি । প্রণীয়তে যাজ্ঞিকৈকরূপাভূতে । স্বস্তস্তব সকাশাং । দ্বিধাকৃতো বিধাজ্ঞা ॥৬৬॥

ইদানীং রাজ্ঞা সহায়নঃ সদ্ধমং স্মারয়তি যুগেতি । মৃগেণাবকৃষ্ট আকৃষ্টেন্টি স্ময়া ॥৬৭॥

আশ্বান উৎকর্ষং দ্ব্যোতয়িতুং জন্ম পরিচায়য়তি উর্কশীতি । বরাঃ প্রধানাঃ ॥৬৮॥

তাসামিতি । ব্রহ্মৈব যোনিরূপাদকো যশ্চাঃ সা । দিবঃ স্বর্গাং । জগতীং পৃথিবীম্ ॥৬৯॥

### ভারতভাবদীপঃ

শরদো বর্ষাণি ॥৬৩—৬৪॥ আনমাশ্বানং দ্বিতীয়ম্, প্রতিবিম্বে ইব তব সাদৃশ্যমত্র পশ্যেতি  
ভাবঃ ॥৬৫॥ একঃ সন্ পুত্রে জাতে আহবনীয়াগ্নিঃ দ্বিধাকৃতো বৈরূপাং গতঃ ॥৬৬—৬৮॥

মহারাজ ! এই বালকটী আপনার অঙ্গ হইতেই জন্মিয়াছে ; সুতরাং  
একটী পুরুষ হইতে আর একটি পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব সরোবরের  
নির্ম্মল জলে যেমন আপন প্রতিবিম্ব দেখে, তেমন এক আত্মাই পুত্ররূপে হুই  
হইয়াছে দেখুন ॥৬৫॥

যাজ্ঞিকেরা যেমন গার্হপত্যনামক অগ্নি হইতে আহবনীয়নামক অগ্নি উৎ-  
পাদন করেন, তেমন বিধাতা আপন হইতে এই বালকটীকে উৎপাদন করিয়া-  
ছেন । সুতরাং আপনি একজন ছিলেন, এখন দুইজন হইয়াছেন ॥৬৬॥

মহারাজ ! আপনি পূর্বে মৃগয়া করিবার জন্ত বনে গিয়াছিলেন, তখন  
একটী মৃগ আপনাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই অবস্থায় আপনি  
মহর্ষি কণ্ঠের আশ্রমে বাইয়া কুমারী অবস্থাতেই আমাকে লাভ করেন ॥৬৭॥

উর্কশী, পূর্বচিহ্নি, সহজ্ঞা, মেনকা, বিশ্বাচী ও স্মৃতাচী এই ছয় জনই  
অপ্সরাদের মধ্যে প্রধান ॥৬৮॥

ঔহাদের মধ্যে আবার প্রধান অপ্সরা ব্রহ্মার কন্যা মেনকা স্বর্গ হইতে  
ভূমণ্ডলে আসিয়া বিশ্বামিত্র হইতে আমাকে উৎপাদন করেন ॥৬৯॥

সাঁ মাং হিমবতঃ প্রবেশমুবে মেনকাপরাঃ ।

অবকীৰ্ণা চ মাং বাতা পদাঙ্গজনিবাসিনী ॥৭০॥

কিমু কৰ্ম্মাশুভং পূৰ্ব্বং কৃতবত্যজ্ঞমনি ।

যদহং বাকবৈমুখ্যতা বাল্যে সম্প্রতি চ স্বয়া ॥৭১॥

কামং স্বয়া পরিত্যক্তা গমিষ্যামি স্বমাপ্রমম্ ।

ইমন্ত বালং সংত্যক্তুং নাইশ্চান্নজমাত্মন ॥৭২॥

দুঃস্বপ্ন উবাচ ।

ন পুত্রমভিজানামি ত্বয়ি জাতং শকুন্তলে ! ।

অসত্যবচনা নার্য্যঃ কন্তে প্রজ্ঞাস্ততে বচঃ ॥৭৩॥

মেনকা নিরনুজ্ঞোশা বদ্ধকী জননী তব ।

যয়াসি হিমবৎপৃষ্ঠে নির্মাল্যমিব চোজ্জ্বিতা ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । প্রবেশমতলদেশে । অসতী সন্তানস্নেহাভাবান্নিহ্নবতাবা ॥৭০॥

কিমিতি । অশুভং তজ্ঞনকং পাপম্ । বাকবৈমুখ্যতাপিতৃপ্রভৃতিভিঃ । স্বয়া পত্যা ॥৭১॥

কামমিতি । কামং যথেষ্টং পরিত্যাগকারণাভাবেৎপি স্বেচ্ছাত এব পরিত্যক্তেত্যর্থঃ ॥৭২॥

নেতি । নাভিজানামি ন স্মরামি । প্রজ্ঞাস্ততে বিশ্বসিত্তি ॥৭৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সা প্রসিদ্ধা । অতীজনং মামিতি শেবঃ ॥৬৯॥ অবকীৰ্ণা অধস্তাক্কা । অসতী অপত্য-

সেই নিষ্ঠুরস্বভাবা মেনকা হিমালয়ের কোন সমতল ভূমিতে আমাকে প্রসব করেন এবং তখনই পরের সন্তানের জ্ঞায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান ॥৭০॥

আমি পূৰ্ব্ব জন্মে কি গুরুতর পাপই যে করিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না । বাহ্যর কলে বাক্‌বগণ আমাকে বাল্যকালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আর সম্প্রতি আপনিও পরিত্যাগ করিতেছেন ॥৭১॥

তবে, ইচ্ছা করিয়া আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমি নিজের আশ্রমেই চলিয়া বাইব । কিন্তু এই বালকটি আপনারই পুত্র ; সুতরাং আপনি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না ॥৭২॥

দুঃস্বপ্ন বলিলেন—শকুন্তলা । তোমার গর্ভে যে আমার পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না । স্ত্রীলোকের কথা মিথ্যাই হইয়া থাকে ; সুতরাং তোমার কথা কে বিশ্বাস করিবে ॥৭৩॥

তোমার জননী বেস্তা মেনকা অত্যন্ত নির্দয়া ; কেন না, যে তোমাকে হিমালয়ের উপর নির্মাল্যের জায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ॥৭৪॥

স চাপি নিরহুক্রোশঃ কত্রযোনিঃ পিতা তব ।  
 বিশ্বামিত্রো ব্রাহ্মণহৃৎ লুকঃ কামবশং গতঃ ॥৭৫॥  
 মেনকাঙ্গরসাং শ্রেষ্ঠা মহর্ষীণাং পিতা চ তে ।  
 তয়োরগত্যং কস্মাস্বং পুংস্চলীব প্রভাবসে ॥৭৬॥  
 অশ্রদ্ধেয়মিদং বাক্যং কথয়ন্তী ন লজ্জসে ।  
 বিশেষতো মৎসকাশে দুষ্টতাপসি ! গম্যতাম্ ॥৭৭॥  
 ক মহর্ষিঃ স চৈবোগ্রঃ সাঙ্গরাঃ ক চ মেনকা ।  
 ক চ ত্বমেবং কৃপণা তাপসীবেশধারিণী ॥৭৮॥  
 অতিকায়শ্চ তে পুত্রো বালোহতিবলবানয়ম্ ।  
 কথমল্লেন কালেন শালন্তস্ত ইবোদগতঃ ॥৭৯॥

#### ভারতকৌমুদী

মেনকেতি । নিরহুক্রোশা নির্দয়া, বন্ধকী বেত্তা । উজ্জ্বিতা পরিত্যক্তা ॥৭৫॥  
 স ইতি । নিরহুক্রোশো নির্দয়স্তেনাপি পরিত্যাগাৎ । লুকো লোভী ॥৭৬॥  
 মেনকেতি । মহর্ষীণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ । পুংস্চলীব বেত্তেব ॥৭৬॥  
 অশ্রদ্ধেয়মিতি । অশ্রদ্ধেয়মবিশ্বাস্তম্, স্বর্গস্থামর্থাংস্বয়োঃ সদ্যসম্ভবাৎ ॥৭৭॥  
 কেতি । উগ্রঃ কোপনঃ । অঙ্গরাঃ সুবিলাসবেশধারিণী । কৃপণা দীনা । সুবিলা-  
 সিষ্ঠা অঙ্গরসন্তনয়া ইৎখং দীনা তাপসীবেশধারিণী চ ভবিতুং নার্তীতি ভাবঃ ॥৭৮॥  
 অতীতি । অতিকায়ো বৃহচ্ছরীরঃ । উদগতো দীর্ঘভূতঃ ॥৭৯॥

#### ভারতভাবদীপঃ

স্নেহহীন ॥৭০—৭৪॥ তব পিতরো নীচো, উচো চেৎ কথং ত্বমেবং ভাবস ইত্যাহ স্বাত্ম্যম্ ।

আর, ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন, অথ চ ব্রাহ্মণ হইবার ক্ষমতা লোভী এবং কামা-  
 তুর সেই বিশ্বামিত্র ও নির্দয় ॥৭৫॥

মেনকা অঙ্গরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং তোমার পিতা বিশ্বামিত্রও মহর্ষিদের  
 মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; তুমি তাঁহাদের সন্তান হইলে কি করিয়া । তুমি বেত্তার মত  
 বলিতেছ ॥৭৬॥

তুমি এই অবিশ্বাস্ত কথা বলিতে থাকিয়া লজ্জিত হইতেছ না ? বিশেষতঃ  
 আমার নিকটে । অতএব দুষ্টতাপসি । তুমি চলিয়া যাও ॥৭৭॥

সেই কোপনস্বভাব বিশ্বামিত্রই বা কোথায়, এবং সেই অঙ্গরা মেনকাই  
 বা কোথায়, আর এইরূপ দীনা ও তাপসীবেশা তুমিই বা কোথায় ? ॥৭৮॥

তোমার এই বালক পুত্রটী এত অল্প কালের মধ্যে বিশালশরীর, অত্যন্ত-  
 বলবান্ এবং শালবৃক্ষের স্তায় অত্যন্ত দীর্ঘ হইল কি করিয়া ? ॥৭৯॥

হনিকৃষ্টা চ তে যোনিঃ পুংসলীব প্রভাবসে ।

যদৃচ্ছয়া কামরাগাজ্জাতা মেনকয়া হসি ॥৮০॥

সর্বমেতৎ পরোকং মে যদ্বৎ বদসি তাপসি ।।

নাহং স্বামভিজানামি যথেকং গম্যতাং ত্বয়া ॥৮১॥ \*

শকুন্তলোবাচ ।

রাজন্ ! সর্বপ্রমাত্রাণি পরচ্ছিত্ত্রাণি পশ্যসি ।

আত্মনো বিশ্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি ॥৮২॥

মেনকা ত্রিদশেষেব ত্রিদশাশ্চানু মেনকাম্ ।

মমৈবোৎকৃষ্টতে জন্ম দুঃস্বপ্ন ! তব জন্মতঃ ॥৮৩॥

### ভারতকৌমুদী

স্থিতি । তে তব যোনিঃ কারীগীভূতা মেনকা হনিকৃষ্টা বেঙ্গায়াং ; অপি পুংসলীব বেষ্টেব প্রভাবসে, চাতুর্ধোণৈব পুমাংসং বশীকর্তৃং প্রবৃত্তত্বাৎ । যদৃচ্ছয়া স্বাতন্ত্র্যেণ, কাম-  
রাগাদেব মেনকয়া স্বং জাতাসি । অতস্তব জন্মাপি নিকৃষ্টমিতি ভাবঃ ॥৮০॥

সর্বমিতি । পরোকমসমক্ষম্, অতএবাবিশ্বাত্মমিতি ভাবঃ । অভিজানামি পরি-  
চিনোমি ॥৮১॥

রাজমিতি । অত্র ছিত্রং দোষঃ । অত্রায়মাশয়ঃ—মম খলু কামরাগপ্রযুক্তজন্মমাত্র  
এবাকিঞ্চিংকরো গোষঃ প্রায়োগেণ তদোষদর্শনাৎ, তব তু অপতিতভার্যাত্যাগেন পাতিত্যা-  
রূপো গুরুতর এব দোষঃ, “পতিতাত্যাগ্যপতিতত্যাগিনশ্চ পতিতাঃ” ইতি গোতম-  
বচনাৎ ॥৮২॥

মেনকেতি । মেনকা বেঙ্গাপি ত্রিদশেষেব দেবেষেব গণ্যতে ; কিঞ্চ ত্রিদশা দেবাঃ,  
মেনকাম্ অহু ততো নিকৃষ্টা এবৈতর্য্যঃ, প্রভাবনিকর্ষাদিতি ভাবঃ । অত্র হীনার্থে অল্পশব্দঃ,  
অতএব কর্ণপ্রবচনীয়বান্ধিতীয়া । উৎকৃষ্টতে, মাহুযতো দেবত্বোৎকর্ষাদিত্যিপ্রায়ঃ ॥৮৩॥

তোমার মাতা বেঙ্গা বলিয়া অত্যন্তনিকৃষ্টা, তুমিও বেঙ্গার মতই  
বলিতেছ ; তার পর সেই শৈবিরিণী মেনকাও কামাঙ্ক হইয়াই তোমাকে জন্মাইয়া-  
ছিল ; সুতরাং তোমার জন্মও অত্যন্তনিকৃষ্ট ॥৮০॥

তার পর, তাপসি । তুমি যাহা কিছু বলিতেছ, সে সকল আমার স্মরণ  
হইতেছে না বলিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য ; বিশেষতঃ আমি তোমাকে চিনিও  
না ; সুতরাং তুমি ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাও ॥৮১॥

শকুন্তলা বলিলেন—রাজা । আপনি সর্বপ্রমাণ পরচ্ছিত্রও দেখিতেছেন,  
কিন্তু নিজের বিশ্বপ্রমাণ ছিত্রগুলি দেখিয়াও দেখিতেছেন না ॥৮২॥

\* অতঃ পরং কচিৎ ‘দ্বিসপ্ততিতমোহন্যায়ঃ’ কচিচ্ছ ‘অষ্টনবতিতমোহন্যায়ঃ’ কচিৎ  
অধ্যায়সমাপ্তির্নাস্তি । (৮৩) ...মমৈবোৎকৃষ্টতে জন্ম দুঃস্বপ্ন ! তব জন্মতঃ... ।



কিতাবটগি রাজেন্দ্র ! অন্তরীকে চরাম্যহম্ ।  
 আবরোরস্তরং পশ্য মেরুসর্ষপয়োরিব ॥৮৪॥  
 মহেন্দ্রস্ত কুবেরস্ত যমস্ত বরুণস্ত চ ।  
 ভবনান্ধসুসংযামি প্রভাবং পশ্য মে নৃপ ! ॥৮৫॥  
 সত্যশ্চাপি প্রবাদোহয়ং যং প্রবক্ষ্যামি তেহনঘ ! ।  
 নিদর্শনার্থং ন ধ্বেষাচ্ছ ত্বা ত্বং ক্ষম্যমহীসি ॥৮৬॥  
 বিরূপো যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখম্ ।  
 মন্যতে তাবদাত্মানমগ্ৰেভ্যো রূপবন্তমম্ ॥৮৭॥  
 যদা স্বমুখমাদর্শে বিরূতং সৌভিভীবীকতে ।  
 তদাস্তরং বিজানীতে আত্মানঞ্চেতরং জনম্ ॥৮৮॥

### ভারতকৌমুদী

কিতাবিতি । আবরোরস্তব মম চ, অন্তরং ভেদম্ ॥৮৪॥

মহেন্দ্রস্তেতি । অহুসংযামি ইচ্ছ্যৈব যাতুমহীমি, বস্ত নেত্যাশয়ঃ ॥৮৫॥

সত্য ইতি । নিদর্শনার্থং কেবলং তদৈব জ্ঞাপনার্থম্ ॥৮৬॥

বিরূপ ইতি । এবমেব যাবদাত্মানং ন পরীক্ষয়সি, তাবদেব তং নির্দোষং মন্ত্বেথা ইতি ভাবঃ ॥৮৭॥

মেনকা বেষ্ঠা হইলেও দেবতার মধ্যে গণ্য ; এমন কি দেবতারা ত মেনকা অপেক্ষা নিকৃষ্ট । অতএব ছদ্মস্ত ! আপনার জন্ম অপেক্ষা আমার জন্ম উৎকৃষ্ট ॥৮৩॥

মহারাজ ! আপনি কেবল ভূতলেই বিচরণ করিতে পারেন, আর আমি সে ভূতল ও আকাশ ছই স্থানেই বিচরণ করিতে পারি । সুতরাং সূমেরু ও সর্ষপের মত আমার ও আপনার ভেদটা দেখুন ॥৮৪॥

তার পর, মহারাজ ! আমি ইচ্ছানুসারে ইন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণের বাড়ী যাতায়াত করিতে পারি । অতএব আমার ক্ষমতাটা দেখুন ॥৮৫॥

মহারাজ ! আমি যাহা বলিব, সে কথাগুলি সত্য । সে গুলি আপনাকে জানাইবার জন্যই বলিব, কিন্তু বিধেয়বশতঃ নহে । আপনি তাহা শুনিয়া ক্ষমা করিবেন ॥৮৬॥

কুৎসিত লোক যে পর্য্যন্ত আপনার মুখখানা দর্পণে না দেখে, সেই পর্য্যন্তই সে আপনাকে অত্যন্ত সুন্দর মনে করে ॥৮৭॥

[৮৬]...প্রবক্ষ্যামি... । [৮৭]...রূপবন্তমম্ ।

[৮৮]...তদেতরং বিজানীতে সোত্মানং নেতরং জনম্ ।

অতীবরূপসম্পন্নো ন কচ্ছিদবনম্ভতে ।

অতীব জলন্ দুৰ্বাচো ভবতীহ বিহেচকঃ ॥৮৯॥

মূৰ্খো হি জলতাং পুংসাং শ্রদ্ধা বাচঃ শুভাশুভাঃ ।

অশুভং বাক্যমাদতে পুরীষমিব শূকরঃ ॥৯০॥

প্রাজস্ত জলতাং পুংসাং শ্রদ্ধা বাচঃ শুভাশুভাঃ ।

গুণবদ্বাক্যমাদতে হংসঃ কীরমিবাস্তসঃ ॥৯১॥

অন্যান্ পরিবদন্ সাধুৰ্ঘথা হি পরিতপ্যতে ।

তথা পরিবদমন্যাংস্তৃক্টো ভবতি দুৰ্জনঃ ॥৯২॥

### ভারতকৌমুদী

যদেতি । বিকৃতং কুংসিতম্ । আত্মানম্ ইতরং জনক বিজ্ঞায়, অন্তরং দ্বয়োৰ্ভেদং বিজানীত ইত্যর্থঃ । এবমেবাত্মপরীক্ষণেন ত্বমপ্যাঅপরয়োৰ্ভেদং বিজানীয়া ইত্যশয়ঃ ॥৮৮॥

অতীবেতি । “বষ্টি ভাণ্ডিরল্লোপম্” ইত্যাদিনা বাক্শব্ধাং টাপি বাচেতি রূপম্, ততশ্চ দুৰ্বা বাচা যন্ত স দুৰ্বাচঃ । বিহেচকঃ পরপীড়কঃ । “হেচ বিবাধ্যাম্” ইতি হেচৈতৎ ॥৮৯॥

মূৰ্খ ইতি । শুভাশুভা উৎকৃষ্টনিকৃষ্টাঃ । অশুভং নিকৃষ্টম্ । পুরীষং বিষ্ঠাম্ ॥৯০॥

প্রাজ ইতি । গুণবদ্বাক্যম্ ॥৯১॥

অন্তানিতি । সাধুঃ সজ্জনঃ, পরিবদন্ নিন্দন্ ॥৯২॥

### ভারতভাবদীপঃ

স চেতি ১৭৫—৮০ । পরোকমবিশ্বসনীয়ম্ ৮১—৮৮ । বিহেচকো নিন্দকঃ, পরোপতাপকে ।

আর, সে যখন দৰ্পণে আপনার মুখ খানা দেখে, তখন আপনার ও অন্তের বৈষম্য জানিতে পারে ॥৮৮॥

অত্যন্তসুন্দর লোক কাহারও অবজ্ঞা করেন না, আর অধিকভাষী ও কটুভাষী লোক নিন্দা করিয়া পরপীড়ক হইয়া থাকে ॥৮৯॥

অশু লোক ভাল কথা ও মন্দ কথা ছ-ই বলিতে থাকিলে, মূৰ্খ তাহার মন্দ কথাই গ্রহণ করে ; শূকর যেমন (ফুল ফেলিয়া) বিষ্ঠা গ্রহণ করে ॥৯০॥

আর, অশু লোক ভাল কথা ও মন্দ কথা ছ-ই বলিতে লাগিলে, বিজ্ঞ লোক তাহার ভাল কথাই গ্রহণ করেন ; যেমন হংস জল হইতে ছদ্ম গ্রহণ করে ॥৯১॥

সজ্জন যেমন অন্তের নিন্দা করিয়া দুঃখিত হন, দুৰ্জন তেমন অন্তের নিন্দা করিয়া সুখী হয় ॥৯২॥

[৮৯]...অতীব বিকখনঃ, অতীব বিহেচকঃ ।

অভিবাৎ যথা বুদ্ধান্ নমোঃ কথং নিবৃত্তিঃ ।

এবং সজ্জনমাত্মনঃ সুখং ভবতি নিবৃত্তঃ ॥১৩॥

সুখং জীবন্ত্যদোষজা মুখা দোষানুদর্শিনঃ ।

যত্র বাচ্যাঃ পঠৈঃ সন্তঃ পরানাহন্তথাবিধান্ ॥১৪॥

অতো হান্ততরং লোকে কিঞ্চিদন্তঃ বিদ্বতে ।

যত্র দুর্জনমিত্যাহ দুর্জনঃ সজ্জনং স্বয়ম্ ॥১৫॥

সত্যধর্মচ্যুতাং পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব ।

অনাস্তিকোহপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ ॥১৬॥

স্বয়মুৎপাদ্য বৈ পুত্রং সদৃশং যোহিবমন্ততে ।

তস্মৈ দেবাঃ শ্রিয়ং স্নস্তি ন চ লোকানুপাশ্নতে ॥১৭॥

### ভারতকৌমুদী

অভিবাৎতেতি । নিবৃত্তং সুখম্, গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি । নিবৃত্তঃ সুখী ॥১৩॥

সুখমিতি । প্রাজ্ঞাঃ খলু পরেবাং দোষং জানন্তোহপি তদনালোচনাদদোষজা ইব সুখং জীবন্তি । মুখাস্ত পরেবাং দোষানুদর্শিনঃ সন্ত আকুলীভবন্তি । যত্র জগতি, পঠৈরুক্তমৈঃ প্রাঞ্জৈঃ, বাচ্যা নিন্দা নিন্দিতাঃ সন্তো দুর্জনাঃ, পরান্ তাহন্তমানপি, তথাবিধান্ নিন্দ্যানেন-  
বাহঃ ॥১৪॥

অত ইতি । যত্র যৎ, স্বয়ং দুর্জনঃ সন্নপি, সজ্জনমেব দুর্জনমাহেতি ॥১৫॥

সত্যোতি । সত্যরূপো ধর্মঃ সত্যধর্মস্তস্মাচ্চ্যুতাং । অনাস্তিক আস্তিকেতরঃ ॥১৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

১। হেঠ বিবোধায়াম্ ॥১২—১২॥ নিবৃত্তঃ সুখী ॥১৩॥ যত্র বিষয়ে পঠৈঃ সন্তির্বাচ্যা  
নিন্দ্যাঃ সন্তো দুরাত্মানঃ পরান্ সাধুনেব নিন্দ্যানাহঃ ॥১৪—১৫॥ অনাস্তিকঃ আস্তিকান্তিরঃ

পণ্ডিতেরা যেনন বুদ্ধবর্গের অভিবাদন করিয়া সুখী হন, মুখেরা তেমন  
সজ্জনের প্রতি আক্রোশ করিয়া সুখী হয় ॥১৩॥

প্রাজ্ঞ লোকেরা পরের দোষ জানিয়াও তাহার আলোচনা না করায়  
তদনভিজ্ঞের দ্বারা থাকিয়া সুখে জীবন যাপন করেন ; আর মুখেরা পরের  
দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকিয়া আকুল হইয়া জীবন যাপন করে এবং  
সজ্জনেরা যেখানে দুর্জনদের নিন্দা করেন, সেইখানেই আবার দুর্জনেরাও  
সজ্জনদিগের নিন্দা করে ॥১৪॥

জগতে ইহা অপেক্ষা অল্প কোন হান্তকর ব্যাপার নাই যে, মানুষ নিজে  
দুর্জন হইয়া সজ্জনকে দুর্জন বলে ॥১৫॥

নাস্তিক লোকও, যখন ক্রুদ্ধ সর্পতুল্য সত্যভ্রষ্ট লোকের তর করিয়া থাকে ;  
তখন আর আস্তিক লোকের কথা কি বলিব ॥১৬॥

কলং পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ পিতৃভ্যঃ ।

উত্তমং সর্বধর্মাণাং তস্মাৎ পুত্রং ন সন্ত্যজেৎ ॥৯৮॥

স্বপত্নীপ্রভবান্ পঞ্চ লঙ্কান্ ক্রীতান্ বিবর্জিতান্ ।

কৃতানন্ত্যাহ চোৎপন্নান্ পুত্রান্ বৈ মমুরত্রবীৎ ॥৯৯॥

ধর্মকীর্ত্যাবহা নৃণাং মনসঃ প্রীতিবর্জনাঃ ।

ত্রায়ন্তে নরকাজ্জাতাঃ পুত্রা ধর্মপ্ৰভাঃ পিতৃন ॥১০০॥

স ত্বং নৃপতিশার্দূল ! ন পুত্রং ত্যক্তুমর্হসি ।

আত্মানং সত্যধর্মো চ পালয়ন্ পৃথিবীপতে ! ।

নরেন্দ্রসিংহ ! কপটং ন বোঢ়ং ত্বমিহাৰ্হসি ॥১০১॥

### ভারতকৌমুদী

স্বয়মিতি । সদৃশমায়াতুলাং গুণবস্তম্ । ত্রিযং সম্পদম্ । লোকান্ স্বর্গান্ ॥৯৭॥

কুলেতি । কুলং বার্ককে পিতৃদেহো বংশোহম্বয়শ্চ তয়োঃ প্রতিষ্ঠায়াশ্রয়স্থানম্ । সর্ব-  
ধর্মাণাং রক্ষকত্বেনোত্তমম্ । “কুলং গোত্রে গণে দেহে” ইতি ত্রিকাণ্ডশ্লোকঃ ॥৯৮॥

বেতি । স্বপত্নীপ্রভবান্ অন্ত্যাহ চোৎপন্নানিত্যৌরসত্বেনৈকবিধান্ । কৃতান্ পুত্রিকা-  
পুত্রান্ ॥৯৯॥

ধর্মোতি । ধর্মকীর্ত্যোরাবহা জনকাঃ । ধর্মপ্ৰভা জাতা ধর্মভেলীভূতাঃ সন্তঃ ॥১০০॥

ন ইতি । সত্যং ধর্মচাপরো ত্রায়েন রাজ্যাশাসনাদিত্যৌ । বট্টপদমিদং পঞ্চম্ ॥১০১॥

### ভারতভাবদীপঃ

১০৬। ইহ ত্রিযং বস্তি । লোকানমুত্র ১০৭—১০৮। স্বপত্নীপ্রভবানন্ত্যাহ চোৎপন্নান্চতুর্বিধা-  
নেবং পঞ্চ পুত্রান্ প্রচক্ষতে । কৃতান্ উপনয়নাদিনা সংকৃতান্ ১০৯—১০০॥ আত্মানং

যে ব্যক্তি নিজের উপযুক্ত পুত্র উৎপাদন করিয়া আবার তাহার প্রতি  
অবজ্ঞা করে, দেবতারা তাহার সম্পদ নষ্ট করেন এবং সে, স্বর্গলাভ করিতে  
পারে না ॥৯৭॥

পিতৃলোকেরা বলেন—পুত্রই, বৃদ্ধকালে পিতার দেহরক্ষার, চিরদিন  
বংশরক্ষার এবং সমস্ত ধর্মরক্ষার প্রধান উপায়; সুতরাং সে পুত্রকে  
ত্যাগ করিবে না ॥৯৮॥

মহু পাঁচপ্রকার পুত্র বলিয়াছেন—নিজের জ্বর গর্ভে বা অন্তের জ্বর  
গর্ভে নিজের উৎপাদিত, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং পুত্রিকাপুত্র ১০৯॥

পুত্র ধর্ম ও কীর্ত্তিজনক, মনের আনন্দবর্দ্ধক এবং ধর্মের ভেলা হইয়া  
নরক হইতে পিতৃলোকের পরিদ্রাণকারক ॥১০০॥

মহারাজ ! আপনি আত্মা, সত্য এবং অপরায়ণ ধর্মের রক্ষায় প্রবৃত্ত  
রহিয়াছেন ; সুতরাং আপনি পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারেন না এবং কপটতাও  
করিতে পারেন না ॥১০১॥

বরং কুপশতাঙ্গী বরং বাশীশতাং ক্রতুঃ ।

বরং ক্রতুশতাং পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাধরম্ ॥১০২॥

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্ ।

অশ্বমেধসহস্রাঙ্ঘি সত্যমেব বিশিষ্ঠতে ॥১০৩॥

সর্ববেদাধিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্ ।

সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ ! সমং বা শ্রাম্ববাসমম্ ॥১০৪॥

নাস্তি সত্যসমো ধর্মো ন সত্যাধিষ্ঠতে পরম্ ।

নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনুতাদিহ বিদ্বতে ॥১০৫॥

রাজন্ ! সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ ।

মা ত্যাকীঃ সময়ং রাজন্ ! সত্যং সঙ্গতমস্ত তে ॥১০৬॥

### ভারতকৌমুদী

বরমিতি । বরমিতি শ্রেষ্ঠার্থেহপি ক্লীবত্বমার্ষম্ ; “দেবাহুতে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবং মনাকগ্নিয়ে” ইত্যমরঃ ॥১০২॥

অশ্বতি । ধৃতং ধর্মপরীক্ষকৈঃ । বিশিষ্ঠতে আধিক্যোনাবধার্যতে তৈঃ ॥১০৩॥

সর্কেতি । অসমং বেদাধিগমনাদিভ্যঃ সত্যমধিকমিত্যাশয়ঃ ॥১০৪॥

নোতি । পরমুৎকৃষ্টম্ । তীব্রতরম্ অধিকদুঃখজনকত্বেন ভয়ঙ্করম্ ॥১০৫॥

রাজমিতি । সময় আচারঃ । সময়মাচারম্ । সঙ্গতম্ আত্মনি চিরস্থিতম্ ॥১০৬॥

শত কুপ খনন অপেক্ষা একটা দৌর্ধিকাখনন শ্রেষ্ঠ, শত দৌর্ধিকাখনন অপেক্ষা একটা যজ্ঞ করা শ্রেষ্ঠ, শত যজ্ঞ করা অপেক্ষা একটা পুত্র উৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ এবং শত পুত্র উৎপাদন করা অপেক্ষা একটা সত্য পালন করা শ্রেষ্ঠ ॥১০২॥

তুলাযজ্ঞের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্তদিকে একটি সত্য তুলিয়া দিয়া পরীক্ষকেরা মাপিয়াছিলেন ; তাহাতে তাহারা দেখিলেন, সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই অধিক হইয়া গিয়াছে ॥১০৩॥

সমস্ত বেদ অধ্যয়ন, সমস্ত তীর্থে স্নান এবং সত্য বাক্য, এইগুলি পরস্পর সমানও হইতে পারে এবং সত্য অধিক হওয়ায় অসমানও হইতে পারে ॥১০৪॥

সত্যের তুল্য ধর্ম নাই এবং সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তুও নাই ; আবার সত্যই হইতে ভয়ঙ্করও এই ভগ্নাত কিছু নাই ॥১০৫॥

মহাভারত : সত্যই পর ব্রহ্ম এবং সত্যই পরম সঙ্গীত । সত্যেরা আপনি সে সঙ্গীত ত্যাগ করিবেন না ; আপনার হৃদয়ে চিরকালই সত্য সংলগ্ন থাক ॥১০৬॥

অনূতে চেৎ প্রসঙ্গন্তে অক্ষধাসি ন চেৎ স্বয়ম্ ।

আজ্ঞনা হস্ত গচ্ছামি স্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতম্ ॥১০৭॥

ঋতেহপি স্বাক্ষ হুতম্ ! শৈলরাজ্যবতংসিকাম্ ।

চতুরস্তামিমামুর্বাং পুত্রো মে পালয়িষ্যতি ॥১০৮॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতাবহুত্ৱা রাজানং প্রাতিষ্ঠত শকুন্তলা ।

অখাস্তরীক্ষে হুতম্ বাণ্ডবাচাশরীরিণী ॥১০৯॥

ঋত্বিকপুত্রোহিতাচার্যোর্মজ্জিভিষ্চ বৃতং তদা ।

ভজ্ঞা মাতা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ ॥১১০॥ (যুগ্মকম্)

#### ভারতকৌমুদী

অনূত ইতি । অনূতে মিথ্যাব্যবহারে, প্রসঙ্গো দৃঢ়াঙ্গিত্যঃ । ন অক্ষধাসি মধ্যাক্যং ন বিশ্বসিষি । সঙ্গতং মম সম্মেলনম্, নাস্তি ন সম্ভবতি ॥১০৭॥

ঋত ইতি । ঋতে বিনা । শৈলরাজ্যো হিমালয়ঃ অবতংসঃ শিরোভূষা যন্তান্তাম্, চত্বারঃ সমুদ্রা অস্তেষু যন্তান্তাক । স্বপ্রভাবাদেব সার্কভৌমো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥১০৮॥

এতাবদিত্তি । অশরীরিণী শরীরিণা কেনচিদপ্রযুক্ততার্থঃ । ঋত্বিকো বৈদিককর্ম-কর্তারঃ, পুত্রোহিতাঃ স্মার্তাদিককর্মকর্তারঃ, আচার্য্য উপধ্যায়ান্চ তৈঃ । মাতা ভজ্ঞা চর্ম-কোশবন্ধুপা, বায়োরিঃ সম্মানস্তোমসে কেবলধারণাদিতি ভাবঃ, কিন্তু পুত্রঃ পিতুরেব, যেন হেতুনা, স পিতৈব, স পুত্রো জাতঃ । “ভজ্ঞা চর্মপ্রসেবিকা” ইত্যমরঃ ॥১০৯—১১০॥

#### ভারতভাবদীপঃ

পালয়ন্ পালনহেতোঃ ॥১০১—১০৫॥ সমমো নিয়মঃ । সঙ্গতং সখ্যাম্ ॥১০৬—১০৭॥ অত্র “ঋতেহপি গর্দভীকীরং পয়ঃ পাত্ততি মে হুতঃ” ইতি কচিং পঠ্যতে । তন্ত্রায়ং ভাবঃ—গর্দভীকীরবৎসাদন্তমপি রাজ্যং পরিত্যজ্য স্বভূজবলেনৈব মৎপুত্রো রাজ্যং করিষ্যতীতি । স্বামিতি । চতুরস্তাং চতুঃসমুদ্রান্তাম্ ॥১০৮—১০৯॥ ভজ্ঞা চর্মকোশস্তম্ নিহিতং বীজং যথা তদীয়ং ন ভবতি, এবং মাতাপি ভজ্ঞেব । যেন হেতুনা যো জাতঃ স এব সঃ, কার্য্যন্ত

পক্ষান্তরে, আপনি যদি মিথ্যাতেই আসক্ত হইয়া থাকেন এবং আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করেন, হায় ! তবে আমি নিজেই চলিয়া যাইতেছি, আপনার মত লোকের সঙ্গে আমার সম্মেলন সম্ভব হইবে না ॥১০৭॥

হুতম্ । তোমা ব্যতীতও আমার পুত্র, হিমালয়ালঙ্কৃত চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত এই পৃথিবী শাসন করিবে ॥১০৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ঋত্বিক রাজ্যান্ত এই সন্তান কথায় যদিও প্রমাণ করিলেন । তাহার পর, পুত্রোহিত, আচার্য্য ও মজ্জিগণে পরিবেষ্টিত হুতম্

[১০৮] ঋতেহপি যদি হুতম্ । ঋতেহপি হি হুতম্ ! শৈলরাজ্যবতংসিকাম্... ।

[১০৯] অখাস্তরীক্ষাহুতম্ ।

ভরষ পুত্রং দুহন্ত ! মাযমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ।  
 রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব ! যমক্ষয়াৎ ॥১১১॥  
 স্বধাশ্চ ধাতা গর্ভশ্চ সত্যমাহ শকুন্তলা ।  
 জায়া জনয়তে পুত্রমাত্মনোহং বিধা কৃতম্ ॥১১২॥  
 তস্মাদ্ভরষ দুহন্ত ! পুত্রং শাকুন্তলং নৃপ ! ।  
 অভূতিরেবা যত্যক্তা জীবেজ্জীবন্তমাত্মজম্ ॥১১৩॥  
 শাকুন্তলং মহাত্মানং দৌহন্তিং ভর পৌরব ! ।  
 ভর্তব্যোহয়ং স্বয়া যস্মাদিস্মাকং বচনাদপি ।  
 তস্মাদ্ভবস্বয়ং নাম্না ভরতো নাম তে স্ততঃ ॥১১৪॥

### ভারতকৌমুদী

ভরষেতি । ভরষ পালয় । রেতোধাঃ সন্তানোৎপাদনায় স্তননিষেক্তা । যমক্ষয়া-  
 মরকাৎ, উন্নয়তি পিতরমুদ্ধারয়তি । তৃতীয়পাদে অক্ষরাধিক্যমার্থম্ ॥১১১॥  
 ভূমিতি । অশ্ব এতৎপুত্রীভূতশ্চ । ধাতা জনয়িতা । আত্মনঃ পিতৃঃ ॥১১২॥  
 তস্মাদিতি । পিতা জীবন্তমাত্মজং ত্যক্তা যজ্জীবৎ, এষা তস্ত অভূতিরমঙ্গলম্ ॥১১৩॥  
 ভর্তব্য ইতি । অস্মাকং দেবানাম্, অস্মাদ্ভবচনাদপি । ভরত ইতি পুৰোদরাদিস্বাৎ  
 সাধু । ঘটচরণোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১৪॥

### ভারতভাবদীপঃ

কারণানন্তর্ভাৎ ॥১১০॥ ভরষ ধারয়ষ, পোষয়ষ বা । রেতোধাঃ রেতঃসেক্তা যঃ স  
 এব পুত্রঃ পিতৃরনন্ত এবৈতার্থঃ । উন্নয়তি উর্দ্ধং নয়তি, যমক্ষয়াৎ নরকাৎ ; পিতৃনিতি  
 প্রতি এই আকাশবাণী হইল—‘মাতা ত কেবল ভক্তা (ভাতা, ষাঁতা) স্বরূপ ;  
 পুত্র পিতারই বটে ; যে হেতু পিতাই পুত্র হইয়া জন্মিয়া থাকেন ॥১০৯-১১০॥

দুহন্ত । এই পুত্রটিকে রাখিয়া ভরণ-পোষণ কর, শকুন্তলার প্রতিও  
 অবজ্ঞা করিও না । কারণ, নরনাথ । সন্তানোৎপাদক পুত্র পিতাকে  
 যমালয় হইতে উদ্ধার করে ॥১১১॥

শকুন্তলা সত্যই বলিয়াছে, তুমিই এই পুত্রটির জনক । বিধাতা পিতার  
 শরীর ছই ভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্র সৃষ্টি করেন ; আর মাতা তাহাকে  
 প্রসব করেন ॥১১২॥

অতএব : দুহন্ত ! শকুন্তলার গর্ভস্থাত পুত্রটিকে রাখিয়া ভরণ পোষণ  
 কর । কারণ, পিতা দীর্ঘিত পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া যে জীবন ধারণ  
 করেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অমঙ্গল ॥১১৩॥

হে পুরুষাধ । এটি তোমার ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে জন্মিয়াছে ; সুতরাং  
 এই মহাত্মাকে রাখিয়া ভরণ-পোষণ কর । যখন আমাদের অল্পরোধেও

তচ্ শ্রদ্ধা পৌরষো রাজা ব্যাহতং ত্রিদিবৌকসাম্ ।  
 পুরোহিতমমাত্যাংচ্চ সম্প্রহকৌহত্রবীদিদম্ ॥১১৫॥  
 শৃগুশ্বেতস্তবস্তোহস্ম দেবদূতস্য ভাষিতম্ ।  
 অহুত্বাপ্যবমেবৈনং জানামি স্বয়মাত্মজম্ ॥১১৬॥  
 যদ্বহং বচনাদস্তা গৃহ্নীয়ামিমমাত্মজম্ ।  
 ভবেদ্ধি শঙ্কা লোকস্য নৈব শুক্লো ভবেদয়ম্ ॥১১৭॥  
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তং বিশোধ্য তদা রাজা দেবদূতেন ভারত ! ।  
 হৃষ্টঃ প্রমুদিতশ্চাপি প্রতিজ্ঞাহ তং স্মৃতম্ ॥১১৮॥  
 ততস্তস্য তদা রাজা পিতৃকার্য্যাণি সর্বশঃ ।  
 কারয়ামাস মুদিতঃ প্রীতিমানাত্মজস্য হি ॥১১৯॥

### ভারতকৌমুদী

তদ্বিতি । ত্রিদিবৌকসাং দেবানাম্, ব্যাহতং দূতমুখেনোক্তং বাক্যম্ ॥১১৫॥

শৃগুশ্বেতি । স্বয়মহুত্বাপি । এনং শকুন্তলাপুত্রম্ ॥১১৬॥

যদ্বীতি । অস্তাঃ শকুন্তলায়াঃ । শুক্লো হৃদয়স্তৌরসত্বেন নির্দোষঃ, অস্ত্যস্তাপি সন্তবাৎ ॥১১৭॥

তদ্বিতি । দেবদূতেন দেবদূতবাক্যেন, বিশোধ্য স্বৌরসত্বজ্ঞাপনেন নির্দোষীকৃত্য ॥১১৮॥

### ভারতভাবদীপঃ

শেষঃ ॥১১১॥ ধাতা নিষেক্তা ॥১১২॥ অভূতিরভাগ্যম্ ॥১১৩—১১৬॥ গৃহ্নীয়ামি গৃহ্নীয়াম্ ।

ইহাকে রাখিয়া তোমার ভরণ-পোষণ করিতে হইবে, তখন এই পুত্রটী 'ভরত' নামে প্রসিদ্ধ হউক ॥১১৯॥

রাজা হৃদয়ন্ত দেবগণের সেই বাক্য শুনিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গকে এই কথা বলিলেন ॥১১৫॥

আপনারা দেবদূতের এই বাক্য শ্রবণ করুন; আমি নিজেও এই বালকটীকে এই রূপেই নিজের পুত্র বলিয়া জানি ॥১১৬॥

কিন্তু আমি যদি কেবল শকুন্তলার কথাতেই এই বালকটীকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করি, তবে লোকের আশঙ্কা হইবে যে, এটা রাজার ঔরস পুত্র না হইতেও পারে ॥১১৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! তখন হৃদয়ন্ত সেই আকাশবাণীদ্বারা সেই বালকটীকে নিজের ঔরস পুত্র বলিয়া প্রমাণ করাইয়া লইয়া, সহস্র-মুখে এবং আনন্দিতচিত্তে তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন ॥১১৮॥

[১১৫] তচ্ছ্রদ্ধা পৌরষো রাজন্ । ব্যাহতং বৈ দিবৌকসাম্ ... ।

[১১৬]...তবস্তোহস্ম... ।



মুর্দ্ধি চৈনমুপাত্মায় সন্নেহং পরিবশ্বজে ।  
 সভাজ্যমানো বিপ্রৈশ্চ স্তুয়মানশ্চ বন্দিত্তিঃ ॥১২০॥  
 স মুদং পরমাং লেভে পুত্রসংস্পর্শজাং নৃপঃ ।  
 তাকৈব ভার্য্যাং ছুস্ত্যন্তঃ পূজয়ামাস ধর্মতঃ ॥১২১॥  
 অত্রবীচৈব তাং রাজা সাস্তুপূর্বমিদং বচঃ ।  
 কৃতো লোকপরোকোহয়ং সম্বন্ধো বৈ ত্বয়া সহ ॥১২২॥  
 তস্মাদেতন্ময়া দেবি ! ত্বচ্ছূদ্যর্থং বিচারিতম্ ।  
 মন্যতে চৈব লোকন্তে জ্ঞীভাবান্ময়ি সঙ্গতম্ ॥১২৩॥

### ভারতকৌমুদী

তত ইতি । জ্ঞীতিমান্ পুত্রং প্রতিপ্রণয়বান্ । পিতৃকার্য্যাণি উপনয়নাদীনি ॥১১৯॥  
 মুর্দ্ধীতি । সভাজ্যমানঃ প্রশস্তমানো রাজা, পরিবশ্বজে আলিঙ্গিত ॥১২০॥  
 স ইতি । তাং ভার্য্যাং শকুন্তলাঞ্চ, পূজয়ামাস বিশেষাদরেণ সম্মানয়ামাস ॥১২১॥  
 অত্রবীদিতি । অক্ষাণাং পরঃ পরোকঃ লোকানাং পরোক ইন্দ্ৰিয়াবিষয়ঃ, অয়ং সম্বন্ধো  
 গাঙ্ধর্ববিধানেন পতিপত্নীত্বসম্পর্কঃ, ময়া কৃতঃ ॥১২২॥  
 তস্মাদিতি । ত্বচ্ছূদ্যর্থং তব নির্দোষত্বপ্রমাণার্থম্ । এতৎ বিশ্বরণাশীকারাদিকম্,  
 বিচারিতম্ বিচার্য্য কৃতম্ । জ্ঞীভাবাং জ্ঞীণাং স্বাভাবিকামচাঞ্চল্যাৎ, সঙ্গতং সঙ্গমম্ ॥১২৩॥

### ভারতভাবদীপঃ

ইতো লোপাভাব আর্ষঃ ॥১১৭—১১৮॥ পিতৃকর্ম্মাণি পিত্রা কর্তব্যাহুপনয়নাদীনি ॥১১৯॥

তাহার পর রাজা আনন্দিত ও স্নেহপরায়াণ হইয়া, তখনই সেই পুত্রটীর  
 উপনয়নপ্রভৃতি পিতার কর্তব্য সমস্ত কার্য্য করিলেন ॥১১৯॥

তখন ব্রাহ্মণগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বন্দীগণ স্তুব করিতে  
 থাকিল ; এই অবস্থায় রাজা সন্নেহে পুত্রটীর মস্তকাজ্ঞাণ করিয়া আলিঙ্গন  
 করিলেন ॥১২০॥

রাজা তখন পুত্রসংস্পর্শনিবন্ধন পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং ধর্ম্মানু-  
 সারে শকুন্তলাকে ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিশেষ সম্মানিত করিলেন ॥১২১॥

এবং রাজা অতুণয় সহকারে এই সকল কথা শকুন্তলাকে বলিলেন—  
 'দেবি । আমি লোকের অসমক্ষে তোমার সঙ্গে এই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া-  
 ছিলাম ॥১২২॥

সেই জন্তই আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া তোমার নির্দোষতা প্রমাণ  
 করিবার জন্ত এই রূপ ব্যবহার করিয়াছি । না হইলে, লোকে মনে করিত  
 যে, জ্ঞীলোকের স্বাভাবিক চপলতাবশতই তোমার সাহিত আমার সঙ্গম  
 হইয়াছিল ॥১২৩॥

পুত্রশ্চায়াং বৃতো রাজ্যে ময়া তস্মাচ্চিচারিতম্ ।

যচ্চ কোপিতয়াত্যর্থং স্বয়োক্তোহস্ম্যপ্রিয়ং প্রিয়ে ।।

প্রণয়িত্বা বিশালাক্ষি ! তৎ কাস্তং তে ময়া শুভে ! ॥১২৪॥

তামেবমুক্ত্বা রাজর্ষিহুগ্নস্তো মহিষীং প্রিয়াম্ ।

বাসোভিরম্পানৈশ্চ পূজয়ামাস ভারত ! ॥১২৫॥

হুগ্নস্তস্ত ততো রাজা পুত্রং শাকুন্তলং তদা ।

ভরতং নামতঃ কৃষ্ট্বা যৌবরাজ্যেহভ্যবেচয়ৎ ॥১২৬॥

ততো বর্ষশতং পূর্ণং রাজ্যং কৃষ্ট্বা নরাধিপঃ ।

গত্বা বনানি হুগ্নস্তঃ স্বর্গলোকমুপেষিবান্ ॥১২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপর্বণি

সম্ভবে শাকুন্তলং সমাপ্তং নামাষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ \*

—:—

### ভারতকৌমুদী

পুত্র ইতি । বৃতঃ কৰ্তব্য ইতি বিচারিতং মনসা বিচার্যাবধৃতম্ । কোপিতয়া ময়ৈব

বিস্মরণোক্ত্যাদিনা ক্রোধং প্রাপিতয়া । বহুপাদমিদং পঞ্চম্ ॥১২৪॥

তামিতি । বাসোভিরম্পানৈশ্চ পটুর্ভজ্ঞৈঃ । পূজয়ামাস সম্মানয়ামাস ॥১২৫॥

হুগ্নস্ত ইতি । নামতো নামা । অভ্যবেচয়ৎ পুরোহিতাদিভিরভিবেচিতবান্ ॥১২৬॥

### ভারতভাবদীপঃ

সভাজ্যমানঃ পূজ্যমানঃ ॥১২০—১২৭॥

ইতি আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥৮৮॥

আর আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া পূর্বেই মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, এই পুত্রটিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে এবং প্রিয়তমে । বিশালনয়নে । কল্যাণি । তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি যে সকল অপ্রিয় কথা বলিয়াছ, আমি সে সমস্তই তোমার ক্ষমা করিয়াছি' ॥১২৪॥

রাজর্ষি হুগ্নস্ত প্রিয়তমা মহিষী শাকুন্তলাকে এইরূপ বলিয়া, উপযুক্ত বস্ত্র, অন্ন ও পানীয় দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন ॥১২৫॥

তাহার পর, হুগ্নস্ত শাকুন্তলার পুত্রটীর 'ভরত' নাম করিয়া, তাহাকে যৌব-  
রাজ্যে অভিষিক্ত করাইলেন ॥১২৬॥

১২৭ শ্লোকঃ সূত্রটিং পুস্তকে ন দৃশ্যতে । কতিপয়পুস্তকে তু এতৎপরাধায়গত-  
কতিপয়শ্লোকা অত্রসন্নিবেশিতা দৃশ্যন্তে । \* 'একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ' 'চতুঃসপ্ততিতমো-  
হধ্যায়ঃ' 'শততমোহধ্যায়ঃ' ইত্যাদয়ঃ পাঠভেদাঃ ।

# উন্নবতিতমোহধ্যায়ঃ

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ । \*

দুহস্তান্তরতো রাজ্যং যথাশ্রায়মবাপ সং ।

তস্ত তৎ প্রথিতং চক্রং প্রাবর্ত্তত মহাশ্বনঃ ॥১॥

ভাস্বরং দিব্যমজিতং লোকসংনাদনং মহৎ ।

স বিজিত্য মহীপালাংশ্চকার বশবর্ত্তিনঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

চচার চ সতাং ধর্ম্মং প্রাপ চানুত্তমং যশঃ ।

স রাজা চক্রবর্ত্ত্যসীৎ সার্বভৌমঃ প্রতাপবান্ ॥৩॥

## ভারতকৌমুদী

তত ইতি । “গৃহস্থস্ত যদা পশ্চেদ্বলীপলিতমান্ননঃ । অপত্যপুত্রাংস্তৎপুত্রাংশ্চনারণ্যং সমাবিশেৎ ॥” ইতি শাস্ত্রাদেব বনগমনমিতি ভাবঃ ॥১২৭॥

ইতি ত্রিহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং ভারতকৌমুদী-

সমাখ্যায়ামাদিপর্কণি সম্ভবে অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

দুহস্তাদিতি । ভাস্বরমুজ্জলম্, দিব্যমলৌকিকম্, অজিতং শত্রুভিরপ্রতিহতম্, লোকে সন্মাদনং বিশালশব্দকরম্, চক্রং রথাক্ষম্, প্রাবর্ত্তত দিগ্বিজয়ায় প্রবৃত্তমভবৎ ॥১—২॥

চচারেতি । ধর্ম্মং দয়াদিগুণম্ । অনুত্তমং সর্বোৎকৃষ্টম্ । সার্বভৌমঃ সর্বভূমীশ্বরঃ ॥৩॥

তাহার পর রাজা দুহস্ত পূর্ণ এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়া বনে যাইয়া স্বর্গ লাভ করেন ॥১২৭॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভরত দুহস্তের নিকট হইতে শ্রায় অনুসারে রাজ্য লাভ করিলেন ; তাহার পর তাহার রথচক্র দিগ্বিজয়ের জন্ত প্রবৃত্ত হইল ; সে রথচক্র উজ্জল, অলৌকিক, শত্রুকর্ষক অপ্রতিহত, ভীষণশব্দকারী, বিশালাকৃতি এবং জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল । পরে, তিনি রাজগণকে জয় করিয়া বশবর্ত্তী করিলেন ॥১—২॥

তৎকালে প্রতাপশালী ভরত রাজা দয়াদাক্ষিণ্যপ্রভৃতি সাধুর গুণও লাভ

\* কচিদয়ং পাঠো ন দৃশ্যতে । বঙ্গদেশীয়কতিপয়পুস্তকে প্রথমশ্লোকাদায়ভ্য সার্ববর্ত্ত-শ্লোকপর্য্যন্তো ভাগঃ কিঞ্চিদ্ধিকলভাবেন এতৎপূর্বাধ্যায়শেষে নিবেশিতো দৃশ্যতে ।

(১)...প্রথিতং কর্ম্ম... । (৩)...স রাজচক্রবর্ত্ত্যসীৎ... ।